শোণিত-তর্পণ

(ভারতে ফরাসী দস্যু)

উপন্যাস

"Hath any one wronged thee? Be bravely revenged; *slight it, and the work is began; forgive it, and it* is finished. Infamy is where it is received. If thou art a mud-wall it will stick; if marble it will rebound."
QUARLES.

"To err is human, to forgive divine." Pope.

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।"
গীতা, ৯ম অ, ৩১ শ্লোক।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

ঐতিহাসিক
ডিটেক্টিভ উপন্যাস।

Bengal Medical Library, 201 Cornwallis Street, Calcutta.

Published by Paul Brothers & Co.
7. Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
ILLUSTRATED BY P. G. DASS.
PRINTED BY N. C. PAL, "INDIAN PATRIOT PRESS,"
70, BARANASI GHOSE'S STREET, CALCUTTA.

1908.

এই পুস্তক মূল্যবান স্বদেশী দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এন্টিক-উভ কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন

"শোণিত-তর্পণ প্রকাশিত হইল। এই ডিটেক্‌টিভ কাহিনী "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় "আত্মহত্যা ও খুন" নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাহিনী যখন প্রকাশিত হয়, "সঞ্জীবনী"র গ্রাহকবর্গ অতিশয় আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করেন, গ্রাহকবর্গের সেই আগ্রহ দেখিয়া ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইল। এখন সকলের নিকটে ইহা আদৃত হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।

প্রকাশকঃ।

শোণিত-তর্পণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্মহত্যা ও খুন।

(ব্রিগেড সার্জ্জন ষ্টিফেনের কথা।)
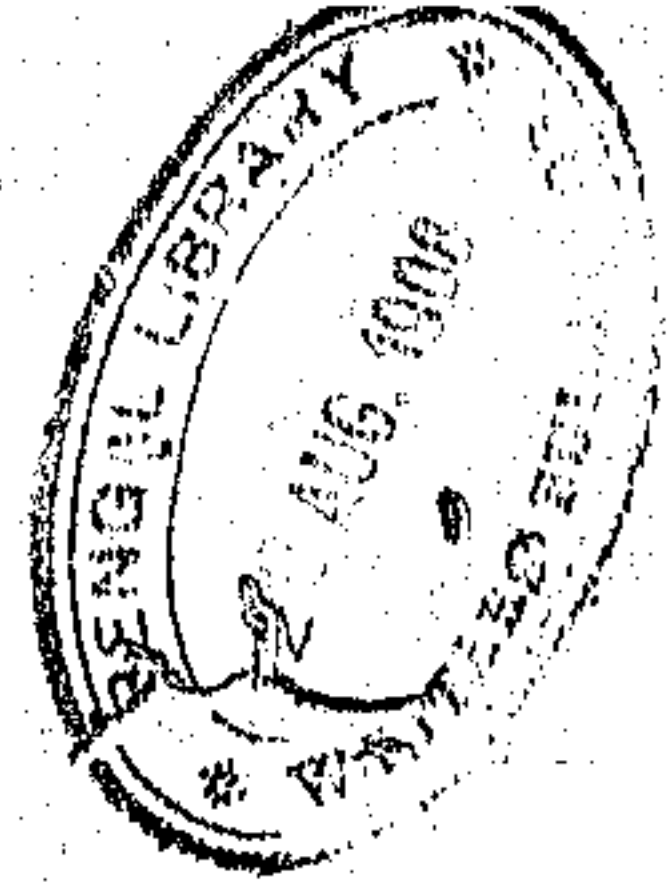
১৮৫৭ খৃঃ আমি কানপুরে ব্রিগেড সার্জ্জনের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম। তখন ভারতাকাশে সিপাহী-বিদ্রোহরূপ মহাঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণস্বরূপ ঘন কৃষ্ণ মেঘখণ্ডসকল একত্রিত হইতেছিল। বিচক্ষণ, বহুদর্শী ক্যানিং প্রথম হইতেই এই মহাবাত্যার প্রতিরোধের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ন্যায়দর্শিতা গুণেই বিদ্রোহের ফল অধিক শোচনীয় ও ভয়ঙ্কর হইতে পারে নাই; এবং ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সুন্দর উচ্চ অট্টালিকা ভূমিসাৎ না হইয়া দৃঢ়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রথম হইতে নানা সাহেবের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ দৃষ্টে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কানপুর, বিদ্রোহীদের এক কেন্দ্রস্থল হইবে। সেই হেতু তিনি কানপুরে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বিজ্ঞ ও সমরনীতিজ্ঞ জেনেরেল হেকে তথায় পাঠাইয়া দেন; এবং আমাকে সৈনিক বিভাগের ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত প্রেরণ করেন।

কানপুরে যখন আমি সর্ব্ব প্রথমে পৌঁছিলাম, তখন সেইস্থানে আমার পূর্ব্বপরিচিত জে, গর্ডন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আমরা ইংলণ্ডে এক কলেজে পড়িয়াছিলাম; এবং সেই সময়ে আমাদের ছ'জনের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল। আমার ভারতবর্ষে আসিবার ছ'বৎসর পূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার কোন সংবাদাদি আমি পাই নাই। এইরূপ অপরিচিত স্থানে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া আমি অনেকটা আশান্বিত হইলাম।

বিশেষ কুশলবার্ত্তার পর জানিতে পারিলাম যে, তিনি তাঁহার পিতার কোম্পানীর এক অংশীদার হইয়া কানপুরে বাস করিতেছেন; এবং তাঁহার কারবারে আশাতীত লাভ হইতেছে। বলা বাহুল্য, সেই আলাপ হইতে গর্ডনের সহিত আমার পূর্ব্ব-সদ্ভাব পুনঃ সংস্থাপিত হয়। তিনি সেইদিনেই তাঁহার বাড়ীতে যাইবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন।

কয়েক দিবস পরে, একদিন কার্য্যস্থান হইতে সকাল সকাল অবসর লইয়া, আমি বন্ধুবর গর্ডনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। গেটের সম্মুখে মিসেস্ গর্ডন অত্যন্ত প্রীতি-সম্ভাষণের সহিত আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। যদিও আমি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ পরিচিত ছিলাম না, তবুও তিনি আমার সহিত বহুদিনের পরিচিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই সারল্য ও অমায়িকতা ব্যবহারে আমি যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলাম। আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করিলে গর্ডন আসিয়া আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাটী ধনী লোকের বাটীর ন্যায় বহুমূল্য সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত এবং বাড়ীর চতুর্দ্দিকে উদ্যান, ফোয়ারা ও কৃত্রিম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে পরিশোভিত ছিল।

গর্ডন আমাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া তাঁহার দুই কন্যা রোজ ও হেলেনাকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং আমার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। রোজের বয়ঃক্রম বাইশ বৎসর ও হেলেনার উনিশ বৎসর। গর্ডনের আর পুত্র-সন্তান ছিল না, ইহারাই তাঁহার অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। রোজের সরল ও সলজ্জ ভাব আমার নিকটে অতি মধুর বলিয়া বোধ হইল। হেলেনার অতিশয় চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতি আমাকে তত আকৃষ্ট করিতে পারিল না। আমি রোজকে তাহার পাঠের বিষয় দুই-এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে বিদ্যাচর্চ্চায় এবং নানা প্রকার মানসিক উন্নতি সাধনে অধিক যত্নবতী। হেলেনাকেও আমি নানা প্রশ্ন করিলাম; কিন্তু সে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিতে লাগিল দেখিয়া, আমি তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। যাহা হউক, গর্ডন-পরিবারের সহিত ভারতে আমার এইরূপে সর্ব্বপ্রথম পরিচয় হয়। সেইদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমি তাঁহাদের বাটীতে থাকিয়া আহারের পর বাসায় ফিরিয়া আসি।

বলা বাহুল্য, গর্ডন-পরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং প্রায় দুই মাস গত না হইতে আমি তাঁহাদের সৌজন্যে এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম যে, প্রত্যহ একবার তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। বিশেষতঃ রোজের সরল ও পবিত্রভাবে আমি অধিক মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। হেলেনা যদিও আমার সহিত তত মিশিত না, তবুও মনে মনে আমি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম।

গর্ডন-পরিবারের সহিত পরিচিত হইবার ঠিক তিন মাস পরে, একদা রবিবার সন্ধ্যার সময় রোজ, হেলেনা ও আমি গির্জ্জায় উপাসনা

করিতে গমন করি। পথে রোজ আমাকে বলিল, "হেলেনা অন্য কোন-এক কারণবশতঃ প্রাণে তীব্র যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহাকে একটু অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিবেন।"

বস্তুতঃ হেলেনার সুন্দর কচি মুখে বিষাদের কালো ছায়া দেখিয়া, আমার মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল, এবং তাহাকে সুখী করিবার জন্য মন যত ব্যগ্র হইল, তাহার কষ্টের কারণ জানিবার জন্য আমার তত কৌতূহল হইল না। তখন ভাবি নাই যে, সেই ক্ষুদ্র সরল হৃদয়ে কোন কীট প্রবেশ করিয়াছে। পথে আমি নানা উপায়ে হেলেনাকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সকল চেষ্টা বৃথা হইল। কারণ আমি যত কথা পাড়িতে লাগিলাম, সে কিছু না বলিয়া ততই কাঁদিতে লাগিল।

আমরা যখন গির্জ্জায় পৌঁছিলাম, তখন উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। গৃহ লোকে পরিপূর্ণ। সকলের পশ্চাতে একখানা বেঞ্চি খালি ছিল, আমি ও রোজ সেখানে গিয়া বসিলাম; এবং হেলেনা আমাদের সম্মুখের বেঞ্চিতে এক কোণে যাইয়া বসিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমি হেলেনার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে স্থিরভাবে করযোড়ে বসিয়া আছে; কিন্তু তাহার পশ্চাৎ দিকে একজন যুবক স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ঘন-কৃষ্ণ শ্মশ্রুতে মুখমণ্ডল এবং নীলবর্ণ চসমা দ্বারা চক্ষু আবৃত থাকাতে তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তাহার আপাদমস্তক শোকচিহ্নের পরিচায়ক কৃষ্ণবর্ণ পোষাকে সজ্জিত ছিল। সে কেন হেলেনার দিকে ঐরূপ স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে, তাহা জানিবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল; এবং উপাসনা ভাঙ্গিলেই তাহার সহিত আলাপ করিব, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলাম।

কিছুক্ষণ পরে উপাসনা ভাঙ্গিল। পুনরায় চাহিয়া দেখিলাম, সে ব্যক্তি সেইরূপ ভাবে হেলেনার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠিক সেই সময়ে হেলেনাও উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং যেই হেলেনার চক্ষু তাহার উপর পতিত হইল, অমনি সে এক চীৎকার করিয়া পুনরায় বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল; এবং দুই হাতে চক্ষু চাপিয়া রহিল। আমি দৌড়িয়া গিয়া হেলেনাকে ধরিলাম, রোজও আমার পশ্চাতে দৌড়িয়া আসিয়া রুমাল দ্বারা হেলেনাকে বাতাস করিতে লাগিল। সেই সময়ে কে বলিয়া উঠিল, "প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।" আমি চমকিয়া, যে দিকে পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল, সেইদিকে চাহিলাম; কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমার বোধ হইল, যেন সেইদিক হইতেই এই শব্দটা আসিল।

কিছুক্ষণ পরে হেলেনা একটু সুস্থ হইল, এবং উন্মাদিনীর ন্যায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আমি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম, "হেলেন, তুমি যাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছ, সে চলিয়া গিয়াছে।"

হেলেনা আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখমণ্ডল এরূপ রক্তশূন্য ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, আমার মনে বিশেষ ভয় হইল, পাছে সে কোন প্রকার সাংঘাতিক পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়।

আমরা যখন গির্জ্জা হইতে বাহির হইলাম, তখন রাত্রি দশটা। তখন সেখান হইতে সকল লোকই চলিয়া গিয়াছে। আমি ও রোজ হেলেনাকে দুইদিকে ধরিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর হইলাম। আমরা যখন ফোর্টের সম্মুখস্থ ময়দানে আসিয়া পড়িলাম, তখন একজন সবল, দীর্ঘাকৃতি সাহেব সম্মুখ হইতে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কোথায় যাব। আমরা গর্ডন সাহেবের বাড়ী যাইতেছি, তাহাই তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, গর্ডন সাহেবের

সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। যদি আমরা তাঁহার নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য চাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তিনি আহ্লাদের সহিত তাহা প্রদান করিতে ইচ্ছুক আছেন। আমার মনে নানা রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, হেলেনা যে পীড়িত, তাহা তিনি কি প্রকারে জানিলেন এবং এরূপ রাস্তার মাঝে হঠাৎ তাঁহার সাহায্য করিতে আগমন করিবার অভিপ্রায়ই বা কি? কিন্তু এ সকল প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার আমার অবকাশ ছিল না। হেলেনাকে লইয়া আমরা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম; এবং যত শীঘ্র পারি, তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। আমি তাঁহাকে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের বাসা কোথায়?"

তিনি বলিলেন, "আমি এখানে এক আফিসে কাজ করি, বাড়ী অতি নিকটে। আপনারা যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি একখানা গাড়ীর যোগাড় করিয়া দিতে পারি।"

আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, "আপনার সদ্ব্যবহারে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের বাড়ী অতি নিকটেই, গাড়ীর তত আবশ্যক হইবে না।"

তিনি আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। রোজ বলিল, তাঁহাকে তাহারা কখনই দেখে নাই; অথচ কি করিয়া তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতার বিশেষ পরিচিত।

আমার হৃদয় নানা সন্দেহে আলোড়িত হইতে লাগিল।

প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটার সময়ে আমরা বাড়ীতে পৌছিলাম। ঠিক যখন আমি ও রোজ হেলেনাকে লইয়া তাঁহাদের বাড়ীর গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন হঠাৎ আমার দৃষ্টি নিকটবর্ত্তী রাস্তার এক আলোক-স্তম্ভের উপর গিয়া পড়িল। আমি স্পষ্ট দেখিলাম, দুইজন

সাহেব কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে ও একজন আমাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতেছে। যে ব্যক্তি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতেছিল, তাহার শ্মশ্রু ও চশমা দেখিয়া আমি বেশ চিনিতে পারিলাম। তাহাকেই আমি ইতিপূর্ব্বে গির্জ্জা ঘরে হেলেনার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়াছিলাম। এবার সন্দেহের উপর সন্দেহ আসিয়া আমার মনকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল।

আমি রোজকে বলিলাম, "রোজ, তুমি হেলেনাকে লইয়া বাড়ীর ভিতরে যাও, আমার স্থানান্তরে একটু প্রয়োজন আছে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।"

রোজ। না, না, হেলেনার অবস্থা ভাল নহে, এখন আপনি কোথাও যাইবেন না। এমন কি, অদ্য সমস্ত রাত্রি আপনাকে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাড়ীতেই থাকিতে হইবে।

"রোজ তুমি ভীত হইও না, আমি দশ মিনিটের মধ্যে এখানে নিশ্চয় আসিব।" এই বলিয়া আমি সেই আলোর দিকে দৌড়িলাম। যে দুই ব্যক্তি সেখানে কথা কহিতেছিল, তাহারা আমাকে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সে স্থান হইতে দুইজনে দুই বিপরীত রাস্তায় দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। আমি অপর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া সেই শ্মশ্রুধারীর অনুসরণ করিলাম। সে পুনঃপুনঃ আমার দিকে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল এবং অতি দ্রুতবেগে চলিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে ধরা দিতে তাহার ইচ্ছা নাই। আমি যে তাহার গতিবিধির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেছি, তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক, সে যাহাতে আর না সন্দেহ করে, সেইজন্য তাহার অনুসরণে বিরত হইয়া, আমি নিকটস্থ এক দোকানে ঢুকিয়া পড়িলাম। বোধ করি, দোকানে ঢুকিবার সময়ে সে

আমাকে দেখিতে পায় নাই; কারণ, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন আমাকে দেখিতে পাইল না, তখন সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া পরে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। সে যখন একটু দূরে গিয়া পড়িল, তখন আমি দোকান হইতে বাহির হইয়া সে কোন্ বাড়ীতে প্রবেশ করে, সেইদিকে নজর রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে রাস্তা ছাড়িয়া সে ফোর্টের সম্মুখস্থ ময়দানের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। আমিও রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। ফোর্টের গেটের সম্মুখে আসিয়া সে এক বংশীধ্বনি করিল; সেই মুহূর্ত্তে ফোর্টের দরজা ভিতর হইতে কে খুলিয়া দিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দরজাও বন্ধ হইল। আমি সেই ফোর্টের বেঙ্গল রেজিমেণ্টের ব্রিগেড সার্জ্জন। সৈন্যদিগের উপরে যে সকল নিয়ম প্রচলিত, তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত ছিলাম। রাত্রি এগারটার পরে ফোর্টের দরজা খুলিয়া অন্য লোককে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যে, সৈন্য-সংক্রান্ত আইন-বিরুদ্ধ, তাহাও আমি বেশ জানিতাম এবং রেজিমেণ্টের কোন লোক এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিলে, তাহাও যে আইন-গর্হিত কর্ম্ম, আমি উহা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলাম। আমার ইচ্ছা হইল, তখনি ফোর্টের কমাণ্ডিং অফিসার জেনারেল হেকে এই সকল বিষয় অবগত করি; কিন্তু এত রাত্রিতে ফোর্টের মধ্যে যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে, তাহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম। প্রাতে এই সকল বিষয় সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিব, এইরূপ মনস্থ করিয়া সেখান হইতে ফিরিলাম। শীঘ্রই গর্ডনের বাটীতে উপস্থিত হইলাম, বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র বন্ধুবর গর্ডন অতি বিষণ্ণবদনে আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি অতি সংক্ষেপে হেলেনার মানসিক অবস্থার বিষয় তাঁহাকে বলিলাম। অন্যান্য ঘটনাসকল তাঁহার নিকট হইতে গোপন

রাখিলাম। তিনি আমাকে হেলেনার নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে রোজ ও রোজের মাতা হেলেনার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন, এবং হেলেনা এক সোফায় শুইয়া রহিয়াছে। আমি তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার একটু জর হইয়াছে। আমি চা ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। রোজ আমার সঙ্গে কিছু দূর আসিয়া পরদিন সকালে নিশ্চয় আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেল।

আমি যখন বাড়ীতে পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি বারটা। আমার শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বর্ত্তমান ঘটনা সংক্রান্ত নানাপ্রকার চিন্তায় মনও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। যৎকিঞ্চিৎ আহারের পর আমি শয়ন করিতে গেলাম। শয়ন করিলাম বটে, কিন্তু শীঘ্র নিদ্রা আসিল না। হেলেনার বিষাদ-মাখা মুখ, সেই অপরিচিত ব্যক্তির কার্য্যকলাপ, কোর্টের মধ্যে অধিক রাত্রিতে অন্য লোকের প্রবেশ ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, অতি শৈশব হইতেই আমি গরীবদের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলাম। গভর্ণমেন্টের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, গরীব লোকদের নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও লইব না এবং সবসময়ে তাঁহাদিগকে যাহাতে সাহায্য করিতে পারি, তজ্জন্য আমার সকল ভৃত্যকে হুকুম দিয়াছিলাম যে, দিবা রাত্রির মধ্যে যখন যে কেহ আসিবে, তখন তাহাকে আমার নিকটে আসিবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিবে।

সেই রাত্রিতে প্রায় একটা পর্য্যন্ত নানা চিন্তায় আমার নিদ্রা আসিল না; তাহার পর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, তাহা ঠিক জানি না। অনেক রাত্রিতে হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, বোধ হইল

যেন কেহ দ্রুতবেগে আমার ঘরে প্রবেশ করিল। আমি উঠিয়াই আলো জ্বালিলাম—দেখিলাম, বন্ধুবর গর্ডন আমার বিছানার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমি তাঁহার অর্দ্ধোলঙ্গ দেহ ও পাগলের ন্যায় মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার বিছানার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ষ্টিফেন্, শীঘ্র আমার বাড়ীতে একবার এস ; বুঝি, এতক্ষণে শেষ হইয়া গিয়াছে।"

গর্ডনের কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সেই দিবসের সকল ঘটনা যুগপৎ আমার মনে উদয় হইল। মনে করিলাম, গর্ডন হেলেনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় আমাকে জানাইতে আসিয়াছেন। আমি অতি শীঘ্র বিছানা হইতে উঠিয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য চৌকী দিলাম ; এবং তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম, "প্রিয় গর্ডন! হেলেনাকে আমি যেরূপ অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বিশেষ চিন্তিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। তুমি একটু বসিয়া স্থির হও, আমি পোষাক পরিয়া তোমার সহিত ত্বরায় যাইতেছি।"

আমার এই কথা শেষ না হইতেই গর্ডন আমার বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন, এবং বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। মনে নানারূপ সন্দেহ হইতে লাগিল, তবে কি হেলেনার মৃত্যু হইয়াছে ; কিম্বা রোজের কোন বিপদ্ ঘটিয়াছে ? এই সকল প্রশ্ন আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, গর্ডনের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলাম, "প্রিয় বন্ধু! বল, কি হইয়াছে—আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্যই অধিক শোচনীয় ঘটনা কিছু ঘটে নাই। ঈশ্বর করুন, যেন সেরূপ কোন ঘটনা, তোমার মুখ হইতে না শুনি।"

গর্ডন বলিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে, কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে? ষ্টিফেন, তুমি আর বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র আমার সঙ্গে এস। ওঃ! আমার কপালে কি এই লেখা ছিল! হায়! স্বচক্ষে এ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বে কেন আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না!"

এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া, আমাকে নীচে লইয়া চলিলেন। আমার ঘরে গোলমাল শুনিয়া একজন চাকর নীচে হইতে আমার ঘরের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছিল, আমি তাহাকে অতি শীঘ্র আমার গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলাম। গাড়ীর জন্য আমাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। গেটের নিকটে না যাইতেই গাড়ী প্রস্তুত হইয়া আসিল; আমি ও গর্ডন তাহাতে উঠিলাম; কোচ্‌ম্যানকে যত শীঘ্র পারে, গর্ডন সাহেবের বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিলাম। সমস্ত রাস্তা আমি গর্ডনকে আর কিছু প্রশ্ন করি নাই, এবং করিতে সাহসও করি নাই। তিনি সমস্তক্ষণ বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছিলেন।

যখন গর্ডনের বাটীতে পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় চারিটা। গেটের সম্মুখে যখন গাড়ী দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম, আট-নয় জন পুলিস-অফিসার সেই স্থানে পাহারা দিতেছে। আমাকে গাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া তাহারা আমাকে সেই বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, আমার নিকট তাহারা ইহার কারণ বলিতে বাধ্য নহে—পুলিস-কমিশনার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের এইরূপ হুকুম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম; তাঁহারা কোথায়? প্রত্যুত্তরে জানিতে পারিলাম, সকলেই গর্ডন সাহেবের বাটীর ভিতরে। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গর্ডনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,

"ষ্টিফেন! আমি এ সকল বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বাটীতে অদ্য যে হৃদয়বিদারক ও শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে যদিও পুলিসে সংবাদ দেওয়া আমার উচিত ছিল; কিন্তু আমি ত তাহা দিই নাই। আমি সর্ব্বপ্রথমেই তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছি; কারণ তখন তোমার সাহায্য যত দরকার বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পুলিসের সাহায্য তত আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি নাই। যাহা হোক, ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহা সাধিত হইয়াছে ও হইবে। পুলিস-কমিশনার সাহেবের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব আছে, আমি তাঁহাকে আমার নাম পাঠাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া তিনি আমার নিকট হইতে পকেট-বুক লইয়া একটা কাগজে তাঁহার নাম লিখিয়া পুলিসের লোক দ্বারা কমিশনার সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিন জন সাহেব গেটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

একজন সাহেব বলিল, "প্রিয় বন্ধু! আমরা তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি। তোমার পত্র পাইয়াই স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্‌স্পেক্টরের সহিত আমি এখানে চলিয়া আসিয়াছি। যাহা হোক, তুমি ভিতরে এস, তোমার সহিত অনেক কথা আছে।"

ইনিই পুলিস-কমিশনার।

গর্ডন তাঁহাকে বলিলেন, "চার্লস, আমি তোমাকে অদ্য কোন পত্র লিখি নাই। যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বাহিরের লোকে কেহই এখনও জানিতে পারে নাই। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তুমি এই সংবাদ ইতিমধ্যে কি ক'রে পাইলে?"

এই বলিয়া গর্ডন গাড়ীর মধ্যে পুনর্ব্বায় বসিয়া পড়িলেন। পুলিস কমিশনার সাহেব নিজের পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করি

গর্ডনের হাতে দিলেন। গর্ডন গাড়ীর আলোকে তাহা পাঠ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; এবং আমার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নীচে নামিলেন। আমি নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিলাম। এই সকল ব্যাপার আমার নিকটে স্বপ্নের মত বোধ হইতেছিল। আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত, এই বিষয়ে মহা ভ্রম হইতেছিল। কি কাণ্ড ঘটিয়াছে, তখনও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। গর্ডন যখন আমার হাত ধরিয়া নীচে নামিলেন, তখন পুলিস-কমিশনার সাহেব আমাকে ভিতরে লইয়া যাইতে নিষেধ করিলেন।

গর্ডন ইহার উত্তর প্রদান করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া পুলিস-সাহেবকে বলিলাম, "মহাশয়, আমি ফোর্টের ১৯ নং রেজিমেণ্টের ব্রিগেড্ সার্জ্জন। গর্ডন আমার বন্ধু, ইঁহার কন্যা কল্য হইতে বিশেষ পীড়িতা, আজ তাহার অবস্থা অধিক শোচনীয় ও সঙ্কটাপন্ন, সেইজন্য ইনি আমাকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় পথ ছাড়িয়া দিন, কারণ বিলম্ব হইলে রোগীর বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে, তাহা মহাশয়কে বলা নিষ্প্রয়োজন।"

পুলিস-কমিশনার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, পুলিসের কার্য্যকলাপ একটু নির্দ্দয়। আমি আপনাকে অন্য লোক ভাবিয়া যাইতে বাধা দিয়াছিলাম। যাহা হউক, আপনি গভর্ণমেণ্টের লোক, আপনারও সাক্ষ্য বিশেষ আবশ্যক। অতএব আমাদের সহিত ভিতরে চলুন।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কয়েকজন পাহারাওয়ালা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং গর্ডন সাহেবের ভৃত্যগণকে একস্থানে একত্র করিয়া একজন অফিসার এজাহার লইতেছে। তাহাদের নিকট হইতে

কি এজাহার লওয়া হইতেছে, তাহা শুনিবার জন্য আমি সেইদিকে অগ্রসর হইতেছিলাম ; কিন্তু পুলিস-কমিশনার সাহেব আমাকে সেদিকে যাইতে নিষেধ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে শীঘ্র উপরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। কাজে-কাজেই আমি তাঁহাদের সহিত বরাবর উপরে চলিলাম।

গর্ডন যতই উপরে উঠিতে লাগিলেন, ততই শোকে অভিভূত হইতে লাগিলেন ; এবং শেষকালে এত অধীর হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাকে উপরে লইয়া যাওয়া অতীব দুষ্কর হইয়া পড়িল।

আমি এই সকল বিষাদজনক ব্যাপার দেখিয়া একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। কি বলিব, কি করিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। গর্ডনের এরূপ অবস্থা দেখিয়া পুলিস-কমিশনার বলিলেন, "আপনি একটু সুস্থ হউন, এত অস্থির হইলে চলিবে না। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, ভবিতব্যের উপর কাহারও হাত নাই।"

গর্ডন অশ্রুপূর্ণনয়নে ও কম্পিতস্বরে বলিল, "চার্লস! তবে কি সব শেষ হইয়া গিয়াছে? আর কি কোন আশা নাই? হেলেনার সঙ্গে আর কি এ অভাগা পিতার সাক্ষাৎ হইবে না?"

এই বলিয়া তিনি সেই স্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

হেলেনার নাম শুনিবামাত্র তাড়িতাঘাতের ন্যায় আমার সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের শোণিত স্তম্ভিত হইয়া আসিল। আমি সিঁড়ী হইতে হেলেনার ঘরের দিকে দৌড়িলাম। ঘরের সম্মুখে কয়েকজন পাহারাওয়ালা দরজা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা আমাকে উন্মত্তের ন্যায় সেই ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া পথ রোধ করিল, এবং গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল।

আমি তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, জোর করিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সেই মুহূর্ত্তে ভিতরে যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আজ পর্য্যন্তও বিস্মৃত হই নাই—জীবনে কখনও ভুলিব না। দেখিলাম, ঘরের মেজে রক্তে ভাসিতেছে ও হেলেনার বিছানা রক্তে লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, হস্তপদ শীতল হইয়া আসিল। আমি পাগলের ন্যায় দৌড়িয়া গিয়া, হেলেনার মৃতদেহের আবরণ-বস্ত্র উঠাইয়া ফেলিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিতে আজও আমার হস্ত অবশ ও লেখনী নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। সেই সকল বহু দিবসের অতীত, শোচনীয় স্মৃতি সকল, মানব-চক্ষুর সম্মুখে অতি স্পষ্টভাবে প্রকটিত দেখিতেছি। বোধ হইতেছে, যেন অদ্যই সেই ভয়ানক দিন!

হেলেনার মুখের উপর হইতে চাদরখানা সরাইয়া দেখিলাম, তাহার সেই সুকোমল গলার নলী ক্ষুরের দ্বারা কাটা এবং তখনও ক্ষুর গলায় লাগিয়া রহিয়াছে। হেলেনার বাম হস্ত ক্ষুরের শেষভাগ ধরিয়া রহিয়াছে। তাহার সেই সুন্দর বালচাপল্যপূর্ণ মুখমণ্ডল অসিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে ও সর্ব্বশরীর ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। মনে করিলাম, হেলেনা কি আত্মহত্যা করিয়াছে? না অন্য কোন লোকে তাহাকে খুন করিয়াছে? হায়! যে ব্যক্তি সরলতার ও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি এই বালিকার কোমল গ্রীবা এইরূপ পিশাচবৎ নির্দ্দয়রূপে ছেদন করিয়াছে, ঈশ্বরের নিকটে তাহার কি কোন উচিত শাস্তি হইবে না? যে এরূপ নৃশংস কার্য্যসাধন করিতে সক্ষম, তাহার হৃদয় প্রস্তরাপেক্ষাও কঠিন। সে সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি হইয়া ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ জগতে নিশ্চয়ই মহা অনিষ্টসাধন করিতে আসিয়াছে।

আমি যখন হেলেনার মৃতদেহের নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছি, তখন পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে কমিশনার ও দুইজন সার্জ্জন আসিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টরকে, মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া, গলা কিরূপ ভাবে কাটা ও কিরূপ ভাবে হেলেনা ক্ষুর ধরিয়াছে, সেই সকল স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া লইতে বলিলেন। তিনি আমাকেও এই সকল বিষয় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন।

আমি বলিলাম, "মহাশয়, হেলেনা আমার অতি স্নেহের পাত্রী ছিল, আজ তাহার এরূপ দশা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি আর এ ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই সংক্রান্ত কোন কার্য্য করিতে বলিবেন না। আপনাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পন্ন করুন, আমি এখন অন্য স্থানে যাইতেছি।"

এই বলিয়া আমি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য এক ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন সকাল হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বদিক বেশ ফরসা হইয়াছে। আমি সেই স্থানে বসিয়া এই রহস্যপূর্ণ ও হৃদয়বিদারক ঘটনার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং হেলেনার জন্য কাঁদিতেছি, এমন সময়ে আমার চাপরাসী একখানা চিঠী ও একজন লোকের সহিত সে স্থানে উপস্থিত হইল। আমি শোকে এতদূর অভিভূত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, তাহাদের আগমন লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এইরূপে কতক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর আমার চাপরাসী সেই চিঠীখানা আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল যে, জজ সাহেবের গাড়ী ও লোক আমার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, শীঘ্র আমাকে সে স্থানে যাইতে হইবে। আমি কারণ জানিবার জন্য চিঠী খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে ;—

"রবিবার রাত্রি।

প্রিয় ষ্টিফেন,

হেন্‌রী বিষ খাইয়াছে, বিষ বাহির করিবার যন্ত্রাদি লইয়া শীঘ্র আসিবে।

তোমার হামিণ্টন।"

পত্রপাঠ করিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম; ভাবিলাম, হায়! এক পরিবারে আজ এই প্রকার শোচনীয় ঘটনা, সোণার সংসারে ঘোর বিষাদের ছায়া, আবার আর এক পরিবারের মধ্যে এইরূপ দৃশ্য দেখিতে হইবে! ভাবিলাম, ডাক্তারগণের পার্থিব কর্ত্তব্যকর্ম্ম ব্যতীত ঈশ্বরাদিষ্ট অনেক কর্ত্তব্যকার্য্য আছে, তাহা অবহেলা করা মহাপাপ। আমি সে স্থান হইতে উঠিলাম। মনে হইল, একবার গর্ডনকে বলিয়া যাই এবং রোজ ও তাহার মা কোথায় সে সংবাদটা লইয়া যাই; কিন্তু গর্ডনের নিকটে যাইতে কিম্বা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। নীচে নামিলাম; সেখানে গর্ডনের এক চাকরকে রোজের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "পুলিস-কমিশনার সাহেব তাঁহাদিগকে নিজের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি সেই কথা শুনিয়া সেখান হইতে গেটের দিকে চলিলাম। গেটের সম্মুখে জজ্ সাহেবের গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। আমি যখন সেই গাড়ীতে উঠিতেছি, তখন সেখানকার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট হড্‌সন সাহেব এক গাড়ী করিয়া সেইস্থানে আসিলেন। তাঁহার পরিধানে কাল পোষাক ও মুখমণ্ডল বিষাদপূর্ণ। তাঁহার সহিত আমার এখানে আসিয়া বেশ আলাপ হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি হেলেনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "সব শেষ হইয়া গিয়াছে— এ সংসার হেলেনার উপযোগী নহে।"

হড্‌সন দুঃখিতস্বরে বলিলেন, "আমি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, হেলেনা স্বর্গে ঈশ্বরের পবিত্র ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিয়া সুখী হউক।" এই বলিয়া তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন।

আমি বলিলাম, "জজ হামিল্টনের বাড়ীতেও আজ মহাবিপদ, আমি সেস্থানে যাইতেছি।"

হড্‌সন অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; "তাঁর বাড়ীতে কি এমন বিপদ্ ঘটিয়াছে?"

আমি। তাঁহার ছেলে হেন্‌রী কল্য রাত্রিতে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিষ খাইয়াছে, এখন তার আসন্নকাল উপস্থিত। আমি শীঘ্র সেখানে যাইতেছি। যদি তার জীবন বাঁচাইবার এখনও কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিব।

হড্‌সন। ওঃ কি বিপদের দিন! আপনি শীঘ্র যান; চলুন, আমিও গর্ডনের সহিত দেখা করিয়া শীঘ্র সেখানে যাইতেছি। গর্ডন আমাকে কল্য রাত্রিতে পত্র পাঠাইয়াছেন।

আমি। গর্ডন কল্য রাত্রি হইতেই শোকে অতিশয় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে পত্র লেখেন নাই; কারণ তিনি এইমাত্র পুলিস-কমিশনার সাহেবকে বলিলেন যে, বাহিরের কোন লোক এখন পর্য্যন্ত এ ঘটনা জানিতে পারে নাই। পুলিস-কমিশনার সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, তিনি গর্ডনের নাম স্বাক্ষরযুক্ত এক পত্র পাইয়া সদলে সেখানে আসিয়াছেন; কিন্তু গর্ডন এ সকল অস্বীকার করিলেন। সেইজন্য আমার বোধ হইতেছে, আপনাকেও গর্ডন লেখেন নাই।

হড্‌সন সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি! আচ্ছা আমি গর্ডনকে এই সকল কথা ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি," বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

আমি কোচ্ম্যানকে শীঘ্র আমার বাসার দিকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলাম। বাসা হইতে ঔষধ ও যন্ত্রাদি লইয়া তাড়াতাড়ি জজ সাহেবের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে যখন পৌঁছিলাম, তখন শুনিতে পাইলাম, হামিণ্টন সাহেবের বাড়ীতে গগনভেদী ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। ভিতরে গিয়া দেখিলাম, দু'জন বাঙ্গালী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সেখানে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু কোনরূপ ফল হয় নাই। তখন হেন্‌রীর শেষ অবস্থা উপস্থিত। আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হেন্‌রীকে দেখিতে গেলাম। সেখানে হামিণ্টন সাহেব হেন্‌রীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতেছেন; মিসেস্ হামিণ্টন্ মূর্চ্ছিত হইয়া কক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা হেন্‌রীর চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। হামিণ্টন আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকটে গেলে, তিনি আমার হাত ধরিয়া পাগলের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন, যদি কিছু করিতে পারেন। হেন্‌রী আমার সর্ব্বস্বধন। হেন্‌রী গেলে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে বাঁচান।"

আমি। হায়! আমার হাতে যদি সে ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে হেলেনা কিম্বা হেন্‌রী কাহাকেও যাইতে দিতাম না। ঈশ্বর সে ক্ষমতা নশ্বর মানবহস্তে দেন নাই।

আমার মুখে হেলেনার নাম শুনিয়া হেন্‌রী তাহার অর্দ্ধস্তিমিত-নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া চকিতভাবে আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া

হইল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, যেন তাহার কি জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছে; কিন্তু তাহা পারিতেছে না।

হেলেনার নাম শুনিয়া হামিণ্টন সাহেবও আমার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "ষ্টিফেন! হেলেনার কি হইয়াছে? আশা করি, সে ভাল আছে।"

আমি। না মহাশয়, অতি দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতেছি, গত রাত্রিতে হেলেনাকে কে হত্যা করিয়াছে। পুলিসের লোকেরা বলিতেছে, সে আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই তাহাকে কেহ খুন করিয়াছে।

আমার কথা শেষ না হইতেই হেন্‌রীর মুখ হইতে একটী অস্ফুট বাক্য উচ্চারিত হইল। সকলটা বুঝিতে না পারিলেও সে হেলেনার নাম যে উচ্চারণ করিল, তাহা আমি স্পষ্ট শুনিলাম। সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। বৃদ্ধ হামিণ্টন সাহেব হেন্‌রীকে কোলে করিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। অন্যদিকে মিসেস্ হামিণ্টন, মিস্ হামিণ্টন ও তাহার ছোট ছোট ভাই সকল কাঁদিতে লাগিল। আমি যত তাহাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম, তাহারা ততই কাঁদিতে লাগিল। হামিণ্টন সাহেব কানপুরের প্রধান বিচারপতি এবং সেই স্থানের একজন মহা সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁহার বন্ধুবান্ধবের অনেকেই এই বিপদের সময় সংবাদ পাইয়া হামিণ্টন সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রধান মাজিষ্ট্রেট হড্‌সন সাহেবও সেই সময় সেখানে আসিলেন। তখন সেখানে আমার থাকা আর নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া নীচে চলিয়া আসিলাম।

আমার শরীর ও মন অত্যন্ত ক্লান্ত ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ ভয়ানক দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখি নাই—আমার জীবনে

ইহা সর্ব্বপ্রথম। হেন্‌রীর মুখে হেলেনার নাম শুনিয়াই আমার মনে কি এক বিষম সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মন হইতে কত চেষ্টা করিয়াও বিদূরিত করিতে পারিলাম না।

আমার মনে হইতেছিল, এই সকল ব্যাপার মধ্যে অবশ্যই এক মহা রহস্য নিহীত আছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি গেটের কাছে আসিলাম, সেখানে জজ হ্যামিংটনের গাড়ী আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। পরিশেষে ঠিক গেটের সম্মুখে একজন সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন?"

আমি তাঁহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। এই ব্যক্তিই আমাদের সহিত কল্য রাত্রিতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং সাহায্য করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, গর্ডন সাহেবের সহিত তাঁহার বেশ আলাপ আছে, কিন্তু রোজের মুখে কল্যই যখন শুনিলাম যে, তাহারা তাঁহাকে তাহার পিতার নিকটে কখনও দেখে নাই। তখনই তাঁহার উপর আমার কেমন এক সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ও অমায়িকতাপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া সে সন্দেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না। আমি আজ তাঁহাকে পুনরায় সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ নাই, অথচ আপনি কল্য হইতে আমার সহিত পরিচিত বন্ধুর ন্যায় সম্ভাষণ করিতেছেন, সেইজন্য আপনার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

আগন্তুক যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন। আপনাকে ভদ্রলোক ভাবিয়াই আলাপ

করিয়াছি। বিশেষতঃ রোজ ও হেলেনাকে আপনার সহিত যাইতে দেখিয়া, আরও ব্যগ্র হইয়া আপনার সহিত পরিচয়টা করিয়াছিলাম, কারণ তাহার বাপের সহিত আমার বিশেষ আলাপ আছে।"

আমি। আমার বিশ্বাস ছিল, গর্ডনের সহিত আপনার কস্মিনকালেও আলাপ নাই, কল্য রোজের মুখে আমি এই কথা শুনিয়াছি।

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "গর্ডনের সহিত আমার আলাপ আছে কি না আছে, তাহা তিনি আর আমিই জানি, অন্য কেহ হয় ত না জানিতেও পারে। যাহা হোক, আজ এ বাড়ীতে এত কান্নাকাটী হইতেছে কেন?"

আমি। জজ হামিল্টন সাহেবের বড় ছেলে অদ্য বিষ খাইয়া মরিয়াছে।

তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "কে, হেন্‌রী, আহা! সে কেন আত্মহত্যা করিল? তার যে ধর্ম্মেতে খুব আস্থা ছিল।"

এই বলিয়া তিনি আর না দাঁড়াইয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন।

আমি গৃহে ফিরিলাম। বাড়ীতে আসিয়া গর্ডন-পরিবারের সংবাদ লইতে একজন লোক পাঠাইলাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, মিসেস্ ও মিস্ গর্ডেন এখনও পুলিস-কমিশনার সাহেবের বাড়ীতে আছেন ও পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর ব্যতীত অন্য সকলে গর্ডনের বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে। এবং হেলেনার মৃতদেহ সেইদিন বৈকালে কবরস্থ হইবে, সে সংবাদও সে আমাকে দিল।

আমি আহারের পর বিশ্রাম লইবার জন্য শয়ন করিলাম। বেলা দু'টার সময় জজ হামিল্টন সাহেবের একজন লোক একখানা পত্র লইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। পত্রে তিনি আমাকে তাঁহার সহিত একবার শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবার জন্য লিখিয়াছেন। আমি তাড়াতাড়ি

পোষাক পরিলাম ও নিজের গাড়ী করিয়া হামিল্টনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, পথে গর্ডনের বাড়ীর নিকটে গাড়ী থামাইয়া সেখানকার সংবাদটা লইয়াছিলাম।

যখন হামিল্টনের বাড়ীতে পৌছিলাম, তখন বেলা চারিটা। স্তর জর্জ্জ হামিল্টন নিজের কামরায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিবার পর তিনি আমাকে তাঁহার নিকটে বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার নিকটে বসিলাম।

তিনি অতি দুঃখিতভাবে ও মৃদুস্বরে বলিলেন, "ষ্টিফেন! তোমার সঙ্গে গর্ডন-পরিবারের বিশেষ আলাপ ও হৃদ্যতা আছে শুনিলাম। অদ্যই তুমি সেখানে গিয়া হেন্‌রীর মৃত্যু-সংবাদ গর্ডনকে জানাইলে আমি পরম বাধিত হইব এবং তাঁহাকে বলিও, হেলেনার শোচনীয় মৃত্যুতে আমি হৃদয়ে বিষম আঘাত পাইয়াছি। কতকগুলি পত্র আমি দিতেছি, সেইগুলি তুমি গর্ডনকে প্রদান করিও। এই পত্রগুলি বিশেষ সাবধানে তাঁহাকে দিবে, যেন অন্য কেহ না দেখিতে পায়।"

তৎপরে তিনি কতকগুলি পত্রের তাড়া আমার হাতে দিলেন। আমি আর কিছু না বলিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সে স্থান হইতে বাহির হইলাম। সেই পত্রের তাড়াগুলি হাতে করিয়াই আমি গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়া হাত হইতে কতকগুলি পত্র গাড়ীর মধ্যেই পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেইগুলি তুলিতেছিলাম, এমন সময়ে একখানি পত্র খুলিয়া গেল, তাহাতে লেখা রহিয়াছে ;—

"প্রিয় হেন্‌রি! তোমাকে হয় ত আমি এই শেষ লিখিতেছি।"

তোমার হেলেনা।"

এই কয়েকটী কথা পাঠ করিয়াই আমার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিল। আমি পত্রগুলি তুলিয়া পকেটে রাখিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এ সন্ন্যাসী কে ?

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

আমার জন্মস্থান লুধিয়ানা জেলায়। আমার পিতার নাম সরদার ভগবান সিংহ। লুধিয়ানা প্রদেশে আমার বিপুল জায়গীর আছে। মহাত্মা রণজিৎ সিংহের অধীনে সৈনিক বিভাগে পিতা মেজরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ভগবান সিংহের নাম পঞ্জাব দেশের মধ্যে আজিও প্রসিদ্ধ। তিনি মহারাজ রণজিৎ সিংহের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, এবং অতিশয় সমর-নিপুণ, কূট-রাজনীতিজ্ঞ ও কৌশলী লোক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এই হেতু মহারাজা তাঁহাকে গুপ্তচর-বিভাগের প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কয়েকটী জায়গীর পুরস্কার প্রদান করেন। আমার পিতারই বুদ্ধিবলে পঞ্জাবের বিখ্যাত বদমায়েস, ডাকাত, রাজদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারিগণ ধৃত হইয়া রাজ-দরবারে দণ্ডিত হয়। আমার পিতার এই সকল মানসিক গুণের আমি সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছিলাম, এবং এই গুপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তির ভ্রাণ পাইয়া ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট পরে আমাকে সৈনিক-বিভাগে গুপ্তচররূপে নিযুক্ত করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর আমি খড়্গ সিংহ ও তাঁহার আচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করি। বলা বাহুল্য, মহারাজার অধীনে আমি সৈনিক-বিভাগে অনেকদিন কার্য্য করিয়াছিলাম। পঞ্জাব দরবারের কর্ম্ম ছাড়িয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের

অধীনে ধর্ম্ম পাইলাম বটে, কিন্তু মন সন্তুষ্ট হইল না ; কারণ পঞ্জাবীরা স্বদেশ যত ভালবাসে, বোধ করি, ভারতের অন্য কোন জাতি সেরূপ ভালবাসে না। তাহার অনেক দৃষ্টান্ত শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের মুদকী ও ফিরোজসার যুদ্ধে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন শিখগণ স্বাধীনতার জন্য রণে অবতীর্ণ হয়, তখন আমি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকটে কখনও তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিব না, এইরূপ শপথে আবদ্ধ হইয়া স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তখনকার গবর্ণর-জেনেরেল হাতকাটা হার্ডিঞ্জ আমাকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি আমার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। শিখ-যুদ্ধে ইংরাজ রাজ আমার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হন। এমন কি, আমার সাহায্য না পাইলে ইংরাজগণ ভারতীয় ওয়াটার্লু যুদ্ধে তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়া, এদেশ ছাড়িয়া যে পলাইতে বাধ্য হইতেন, তাহাতে আর তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। আমার কার্য্য দ্বারা ইংরাজ আধিপত্য পঞ্জাবে দৃঢ় হইতে দেখিয়া, ভারতগবর্ণমেণ্ট আমার গুণের প্রশংসা করিয়া এক পত্র লেখেন। আজ অতিশয় আনন্দের সহিত আমি পাঠকগণকে জানাইতেছি যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়াও স্বয়ং আমাকে এক প্রশংসা-পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্র আমার এক বিশালসম্পত্তি—আমার বংশে চিরকাল তাহা এক মহামূল্যবান রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বিখ্যাত শিখ-যুদ্ধের পর আমি পেন্সন লইয়া শান্তিতে জীবনযাপন করিতেছিলাম ; কিন্তু মানুষের ভাগ্যে সুখের স্থায়ী বন্দোবস্ত কোথায় দেখা যায় না। ১৮৫৭ খ্রীঃ নবেম্বর মাসের ২৫এ তারিখে লর্ড ক্যানিংএর নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা রহিয়াছে ;—

"তুমি শীঘ্র আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিবে। তোমার সাহায্য না হইলে আর চলিতেছে না।"

আমি কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। পঞ্জাব এখন মৃত, ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতি এখন নির্জীব, কে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে এখন অস্ত্রধারণ করিবে? অন্য জাতির মধ্যে রুষিয়াই ভারতের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ধীরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। তবে কি সেখানে আমাকে পাঠাইতে ক্যানিং স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন? অথবা দু'এক স্থলে হিন্দু-সৈন্যের বিদ্রোহ হইবার যেরূপ সংবাদ পাইয়াছি, তাহাই দমনার্থে আমার আবশ্যক? যাহা হউক, এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া, আমি আমার স্ত্রী-পুত্র ও কর্ম্মচারিগণকে খবর দিলাম যে, আমি সেই-দিনই কালকাতায় রওনা হইব। পাছে তাহারা আমার জন্য বেশী চিন্তিত হয়, এই ভাবিয়া আমার যাইবার কারণ কাহাকেও বলিলাম না। সেইদিন সন্ধ্যার সময় ছয়জন অতি বিশ্বস্ত ও দক্ষলোক সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলাম। তখন রেল প্রস্তুত হয় নাই। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে ঘোড়া কিম্বা গরুর গাড়ী ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। সেইজন্য পথিকদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত; কিন্তু মহাত্মা ক্যানিংএর প্রসাদে আমাকে পথে তত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই; কারণ স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের প্রতি কড়া হুকুম জারি করা হইয়াছিল, তাঁহারা যেন আমার যাইবার জন্য বিশেষ সুবিধা করিয়া দেন।

ছয়দিনের পর আমরা দিল্লীতে পৌঁছিলাম। সেখানকার প্রধান ইংরাজ-কর্ম্মচারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমার হস্তে লর্ড ক্যানিং-এর আর একখানি পত্র দিলেন। তাহাতে লেখা রহিয়াছে;—

"প্রিয় রামপাল! কলিকাতায় আসিতে হয় ত তোমার অধিক বিলম্ব হইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের কাজের অনেক ক্ষতি হইবে। তুমি দিল্লী হইতে কানপুরে গিয়া সেখানকার ফোর্টের কমাণ্ডিং অফিসারের

জেনেরেল হের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তিনি আমার প্রতিনিধি রূপে সেখানে আছেন, তাঁহাকে আমি পত্রের দ্বারা আমার অভিপ্রায় সকল জ্ঞাপন করিয়াছি। তিনি তোমাকে সকল বিষয় খুলিয়া বলিবেন। আশা করি, বিগত পঞ্জাব-যুদ্ধে যেরূপ কূটবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সৎ-সাহস প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, এবার এক আসন্ন বিপদে আমাদিগকে সেইরূপ সাহায্য প্রদান করিতে বিমুখ হইবে না। এইরূপ অভিপ্রায় আমিই যে তোমাকে জানাইতেছি, তাহা নহে ; ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজ আমার দ্বারা তোমাকে এই কথা জানাইতে বলিয়াছেন।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

ক্যানিং।"

সেইদিনই দিল্লী ছাড়িয়া কানপুরের দিকে রওনা হইলাম। পথে অনাহারে ও অনিদ্রায় কিছু কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। কোন কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে এ সকল দিকে আমার তত দৃষ্টি থাকিত না। দিল্লী হইতে কানপুরে যাইতে রাস্তায় একটী ঘটনা ঘটে, তাহার সহিত পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে তাহা এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি। একদিন সকালবেলায় গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আমি পূজা করিতেছি, আমার সঙ্গীরা একটু দূরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। আমার নিকটে বসিয়া একজন সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন তাঁহার মস্তকে জটা এবং অঙ্গে ছাই ও চন্দনমাখা দেখিয়া, আমি আর কিছুই সন্দেহ না করিয়া পূজায় ব্যস্ত ছিলাম।

আমার পূজা শেষ হইলে যখন আমি চলিয়া আসিতেছিলাম, তখন সেই সন্ন্যাসী আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া অতি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মসাফির! তুমি কোথায় যাইবে?"

আমি বলিলাম, "কানপুরে যাইব।"

তিনি মস্তকের জটা সরাইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টির সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কানপুরে যাইতেছ কেন?"

আমি কোন সন্দেহ না করিয়া বলিলাম, "ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে আমি কোন সাহায্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেইজন্য সেখানে যাইতেছি।"

এবার তিনি পুনরায় মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বোধ হইল, তিনি যেন আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইলেন। আমি একটু সতর্ক হইলাম—আমার মনে কেমন এক সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার পূর্ব্বকথিত বেফাঁস কথা সাম্‌লাইয়া লইবার জন্য বলিলাম, "এমন কিছু সাহায্য নহে, যাহা আপনাকে বলিতে পারি না।"

সন্ন্যাসী। তোমার যদি বলিতে বাধা না থাকে, তাহা হইলে বল।

আমি। আমি পশ্চিমদেশবাসী মহাজন, কানপুরে সৈন্যগণের রসদের অভাব হইয়াছে, তাহা সরবরাহ করিবার জন্য সেখানে যাইতেছি।

পাঠক ক্ষমা করিবেন, আমরা ব্যবসায়ী লোক; প্রকৃত কথা প্রকাশ করিলে অনেক সময়ে অনেক ব্যাঘাত হয়; কাজে কাজেই প্রায় সকলস্থলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করিতে বাধ্য হই। এস্থলে সন্ন্যাসীকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে প্রকৃত কথা গোপন করিলাম বটে; কিন্তু তাঁহার উত্তরে বুঝিতে পারিলাম, আমিই ঠকিয়াছি।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মসাফির! তুমি মিথ্যাকথা বলিতেছ। আমি কানপুর হইতে তিন-চার দিন রওনা হইয়াছি। সেখানে ইংরাজ সৈন্যের রসদের খবর আমি বিশেষ পরিজ্ঞাত আছি, তাহাদের কোন প্রকার রসদের অভাব হয় নাই। তুমি নিশ্চয় প্রকৃত কথা গোপন

করিয়াছ। যাহা হউক, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার সে সকল বিষয় জানিবার কোন আবশ্যক নাই। তুমি তোমার গন্তব্যপথে যাও।”

আমি দেখিলাম, এ সামান্য সন্ন্যাসী নহে। ইংরাজদের সৈন্যগণের খবর পর্য্যন্ত ইঁহার নিকট অবিদিত নাই; এবং আমার মনের গোপনীয় কথাও টানিয়া বাহির করিল। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “দু-একটী কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি। যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি।”

সন্ন্যাসী। তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার মত মিথ্যা-কথা বলিব না, কিম্বা কিছু গোপন করিব না।

আমি। আপনি সন্ন্যাস-আশ্রম কতদিন গ্রহণ করিয়াছেন ?

সন্ন্যাসী। অতি অল্পদিন। আমি সংসারী, কোন মহৎ কর্ত্তব্য-সাধন জন্য বাধ্য হইয়া সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছি। কর্ত্তব্যপালন করিয়া পুনরায় গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিব।

আমি। মহাশয়ের নিবাস ?

সন্ন্যাসী। বিঠুর।

আমি। এখন কোন্‌দিক হইতে আসিতেছেন ?

সন্ন্যাসী। কানপুর—তাহা ইতিপূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি ?

আমি। আপনি সন্ন্যাসী, সৈন্যের সংবাদ কেন রাখেন ? বিশেষতঃ আজকাল ফিরিঙ্গীরাজের বিরুদ্ধে যেরূপ ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহাতে আপনার ন্যায় একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এরূপ সংবাদ রাখা, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ত সন্দেহের কারণ হইতে পারে।

আমার কথা শেষ না হইতে সন্ন্যাসী যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুভাবে অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “তোমার কথা শুনিয়া তোমাকে

সামান্য লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না। যে সংবাদ আজ পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গীরা সম্যক্‌রূপে জানিতে পারে নাই, তাহা যখন তুমি জান, তখন অবশ্যই তুমি একজন গুপ্তচর হইবে। যাহা হউক, তুমি যে কেহ হও, তোমায় একটী উপদেশ দিতেছি, ফিরিঙ্গীর বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করা হিন্দুদের বর্ত্তমান অবস্থার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু তুমি কখনও স্বদেশের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিয়া, বিজাতীয় ম্লেচ্ছ ইংরাজ-রাজের সাহায্য করিয়া নরকগামী হইও না।”

এই বলিয়া তিনি ধীরপাদবিক্ষেপে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার তেজঃপূর্ণ মুখজ্যোতিঃ ও বীরোচিত বাক্য আমার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিল। যতদূর তাঁহাকে দেখা গেল, আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। পরে মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে সঙ্গীদের নিকটে চলিয়া গেলাম।

সমস্ত দিন আমি মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলাম, এ সন্ন্যাসী কে? ইনি অবশ্যই একজন সামান্য সন্ন্যাসী নহেন। ইনি যে বিদ্রোহীদলের একজন প্রধান নেতা, তাহা তাঁহার কথায় জানিতে পারিলাম। এই ঘটনা আগ্রা হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে অশ্বমেধ ঘাটে সংঘটিত হয়। সে স্থান হইতে কানপুর পৌঁছিতে আমার ছয় দিন লাগিয়াছিল। বলা বাহুল্য, পথে আর কোন ঘটনা ঘটে নাই।

কানপুরে পৌঁছিয়া, দেশীয় পোষাক পরিত্যাগ করিয়া সাহেবী পোষাক ধরিলাম। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, গোয়েন্দা বা গুপ্তচরদিগকে অনেক স্থলে অনেক প্রকার বেশভূষায় সজ্জিত হইতে হয়। কখন ভিক্ষুক হইয়া, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়; কখন রাজার ন্যায় জাঁকজমকে ভ্রমণ করিতে হয়; কখনও বা পাগলের ন্যায় ছেঁড়া কাপড়, ধূলা গায়, ইতস্ততঃ কাঁদিয়া

বেড়াইতে হয় ; কিন্তু আমার সাহেবী পোষাক অনেক স্থলে বিশেষ দরকার হইত এবং সেই পোষাকদ্বারা অনেক কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, এই পোষাক পরিয়া, মাথায় কটা রঙ্গের পরচুলা ও কৃষ্ণবর্ণ দাড়ী লাগাইয়া সাফ ইংরাজী বুলিতে যখন আমি কথা বলিতাম, তখন কোন ইংরাজেই সাধ্য ছিল না যে, আমাকে একজন পঞ্জাবদেশবাসী শিখ বলিয়া সন্দেহ করে। এইরূপ না করিতে পারিলে আমার এতদূর বাহাদুরীই বা কেন হইবে ? ইহা ব্যতীত ইংরাজী, ফরাসী, পারস্য, ও মহারাষ্ট্রী ভাষায় আমি সুন্দররূপে কথা বলিতে শিখিয়াছিলাম। কয়েকজন ফরাসী, মহারাজ রণজিৎসিংহের অধীনে সেনাপতির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার মধ্যে মন্‌সিয়র ফ্রান্‌সিস্ ও ভেঞ্চুরা অতিশয় বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও বহু ভাষাবিদ্ লোক ছিলেন। এই ফরাসী বীরদ্বয়ের সহিত অতি শৈশব হইতে আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিল, তাঁহাদেরই নিকট হইতে আমি ইংরাজী ও ফরাসীভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলাম।

কানপুরে পৌঁছিয়া যাহাতে সেখানকার লোকেরা আমাকে না চিনিতে পারে, সেইজন্য নিজে পাকা সাহেব সাজিলাম, এবং সঙ্গীদের লম্বা লম্বা দাঁড়ী পরাইয়া মুসলমান সাজে সাজাইলাম। কেহ বাবুর্চ্চি, কেহ খানসামা, কেহ সরদার হইয়া আমার সঙ্গে চলিল। এইরূপ বেশে কানপুরে ঢুকিলাম। সর্ব্ব প্রথমে ফোর্টে গিয়া জেনেরল হে সাহেবের নিকটে আমার নাম লিখিয়া পাঠাইলাম; তিনি ফোর্টের গেটের নিকটে আসিয়া, আমাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে লর্ড ক্যানিংএর পত্র আমাকে দেখাইলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে ;—

সরদার রামপাল সিংহকে পশ্চিমে ডিটেক্‌টিভ বিভাগের কমিশনার

রূপে নিযুক্ত করা গেল। যদিও তিনি গবর্ণমেণ্টের একজন পেন্সন্‌ভোগী ; তথাপি তাঁহাকেই একমাত্র দক্ষ লোক বিবেচনা করিয়া বর্ত্তমান বিপদের সময় তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছি। সরদার রামপাল সিংহকে সেখানকার ষড়যন্ত্রকারী ও রাজদ্রোহী লোকদের প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে বলিবেন। বিঠুরের নানা সাহেব সম্ভবতঃ আমাদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহার প্রতিও তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বলিবেন। ইহার পর আর কি কি করিতে হইবে, তাহা আপনাকে পরে জানাইব।”

পত্রে “বিঠুর” এই নাম দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম—মনে করিলাম, সেই সন্ন্যাসীর বাসস্থান ত বিঠুরে! এই সন্ন্যাসী নানা সাহেব নয় ত ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গর্ডন ও ম্যাকেয়ার।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

সেদিন জেনারেল হের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গবর্ণমেণ্টের লোক কর্ত্তৃক আমার জন্য যে বাসা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, সে স্থানে গেলাম। আহারাদি ও বিশ্রামের পর বৈকালে কানপুর সহরটা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। বেশ—সেই সাহেবী, চোখে চশ্‌মা; বুলি—পাকা ইংরাজী।

সহরে যখন প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমি অন্যদিকে লক্ষ্য না করিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, হঠাৎ দু'জন সাহেব কি বলিতে বলিতে অতি দ্রুতবেগে আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তখন আমার চমক হইল; ভাবিলাম, অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এখন ফিরিয়া যাওয়া উচিত; কিন্তু গোয়েন্দাদের মন সর্ব্বদাই সন্দেহে পরিপূর্ণ। মনে করিলাম, এ দু'জন সাহেব, কি বলাবলি করিয়া যাইতেছে শুনিয়া দেখি, এইরূপ মনস্থ করিয়া তাহাদের পিছু লাগিলাম। দেখিলাম, তাহারা দু'জনে কিছুদূর গিয়া একটা পার্কে ঢুকিয়া পড়িল, আমিও তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সেই পার্কে ঢুকিলাম। তাহারা পার্কের এক কোণে নিভৃত জায়গায় বসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

আমি সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম—তাহাদের পশ্চাদ্দিকে কতকগুলা গাছের ঝোপ ছিল, আমি আস্তে আস্তে সেইদিকে গিয়া লুকাইলাম।

আমার পরিধানে কাল পোষাক ছিল, অন্ধকারে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না। যাহা হউক, সেখানে যাইবার আগে কি কথা হইয়াছে জানি না, আমি গিয়া এই কথা শুনিলাম, প্রথম ব্যক্তি বলিতেছে, "গর্ডন! ওসব বাজে কথা আমি শুনিতে চাহি না, তুমি আমার কথায় সম্মত আছ কি না? যদি সম্মত থাক ত ভাল, তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমার 'প্যারিসের গুপ্তকথা' কখনও প্রকাশিত হইবে না। আর তাহা যদি না হও, তাহা হইলে সেণ্ট-মেরীর দিব্য আমি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নিকটে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব, তখন ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তোমাকে ফরাসী গবর্ণ-মেণ্টের নিকটে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিবে, সেখানে তোমার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। অতএব অতি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

তার পর দু'জনায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। প্রায় দশ-পনের মিনিট পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ গর্ডন বলিলেন, "ম্যাকেয়ার! হেলেনা আমার প্রাণের জিনিষ, তাহাকে আমি পৃথিবীর মধ্যে সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক ভালবাসি। তোমার মত একজন ভয়ানক লোকের হাতে তাহাকে কখনও সমর্পণ করিতে পারিব না। তাহাতে তোমার যাহা ইচ্ছা কর, আমি তাহার জন্য আমার এই সামান্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত; কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, তাহা হইলে আমিও তোমার গুপ্তরহস্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।"

ম্যাকেয়ার। তোমার ওরূপ ভয় প্রদর্শনে আমি কখনও ভীত হইব না। ফরাসী পুলিস ও ডিটেক্‌টিভ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী চতুর ক্লুবি পর্য্যন্তও আমার নাগাল পায় নাই। সেণ্টমেরীর কৃপায়

অল্পবুদ্ধি ইংরাজগণের চক্ষুতে ধূলি দেওয়া আমার পক্ষে একটা কঠিন ব্যাপার নহে। যদি তুমি আমার কথা প্রকাশ কর, তবুও তাহারা আমার কিছুই করিতে পারিবে না।

এই কথার পর পুনরায় দু'জনায় চুপ করিয়া রহিল। আমি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইয়া, ইহাদের মুখ দেখিয়া রাখিবার জন্য একটু উচু হইয়া উঠিলাম; সেই সময়ে শুষ্ক পাতার উপরে আমার পা পড়াতে মর্ মর্ শব্দ হইল। সেই মুহূর্ত্তে ম্যাকেয়ার চকিতের ন্যায় উঠিয়া, গর্ডনকে লক্ষ্য করিয়া অতি তীব্রস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে ধরাইয়া দিবার জন্য লোক আনিয়াছ নাকি? সত্য কথা বল, নতুবা এই পিস্তলের গুলিতে তোমার মাথার খুলি উড়াইয়া দিব।"

এই বলিয়া, সে গর্ডনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ধরিল। আমি এরূপ ভাবে একাকী অস্ত্র-শস্ত্র শূন্য হইয়া, বিদেশে অপরের পিছু লইয়া যে অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ করিয়াছি, তাহা তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম। ম্যাকেয়ার যদি এই ঝোপের দিকে আসিয়া আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমার জীবন যে এক গুলির চোটে উড়িয়া যাইবে, এবং ইংরাজরাজকে পুনরায় সন্তুষ্ট করার আশা-ভরসা যে এককালে নির্ব্বাপিত হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

পরক্ষণে গর্ডন বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়া উঠিলে? আমি যদি তোমাকে ধরাইয়া দিই, তাহা হইলে আমার সমূহ ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই, তাহা ত তুমি জান।"

তৎপরে ম্যাকেয়ার একটু শান্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি চারিদিক দেখিয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া সে সেই ঝোপের দিকে আসিতে লাগিল। আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া, সেই স্থানে বসিয়া আস্তে আস্তে উপুড়

হইয়া পড়িলাম। আমার সৌভাগ্যবশতঃ সেই স্থানের ঘাস সকল প্রায় দেড়-দুই হাত উচু ছিল, আমি উপুড় হইয়া পড়াতে ঘাসের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। গায়ে কাল পোষাক থাকাতে আমার আরও লুকাইবার সুবিধা হইয়াছিল। কারণ ম্যাকেয়ার যখন আমার অতি নিকট দিয়া চলিয়া যায়, তখন সেই ঝোপের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু আমাকে দেখিতে পায় নাই। সে চলিয়া গেলে আমি উঠিয়া বসিলাম, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। বলা বাহুল্য, এই প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া জীবনে অনেকবার বিপদে পড়িয়াছি, এবং সেইজন্য এই সকল কার্য্যকলাপ সাধনে আমি একান্ত অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমি পুনরায় আসন্ন বিপদের কথা ভুলিয়া গেলাম; এবং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কথা শুনিবার জন্য পুনরায় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। একটু উচু হইয়া, সেই দিকে পুনরায় কর্ণ ফিরাইয়া তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে গর্ডন বলিল, "দেখ, আমি একটা প্রস্তাব করিতেছি—তুমি টাকা লইয়া একটা মীমাংসা করিয়া ফেল। পুনঃ পুনঃ তোমার সহিত এরূপ গুপ্তভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করা আমি পছন্দ করি না।"

ম্যাকেয়ার। টাকা আমি চাই না; আমার ইচ্ছা আমি সংসার পাতিয়া, অতীত জীবনের ঘটনা সকল বিস্মৃত হইয়া, নূতন ভাবে জীবনযাপন করি। সেইজন্যই আমি ফ্রান্স ত্যাগ করিয়াছি এবং ইংরাজ জাতির অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি।

গর্ডন। একটু ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি যেরূপ মনস্থ করিয়াছ, তাহাতে টাকার অধিক দরকার। সংসার করিতে গেলে টাকাই সর্ব্বস্ব। তুমি সংসার পাত, আমি যাবজ্জীবন তোমার

ভরণপোষণ করিব, স্বীকার করিতেছি; কিন্তু হেলেনাকে তোমার হাতে কখনই সমর্পণ করিতে পারিব না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

ম্যাকেয়ার। আচ্ছা, একটা সাফ জবাব তোমার নিকট পাইয়া সুখী হইলাম; কিন্তু আমি ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ম্যাকেয়ার, এ কথা যেন তোমার স্মরণ থাকে।

এই বলিয়া ম্যাকেয়ার ক্রুদ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। গর্ডন যেন একটু ভীত হইয়া ভগ্নস্বরে পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি ষাট হাজার টাকা আমার কাছে হাওলাৎ চাহিয়াছিলে, তাহাও আমি দিতে প্রস্তুত আছি; অতএব তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার সহিত এইরূপ একটা মীমাংসা করিয়া লও।"

ম্যাকেয়ার। যে দিন তোমার কাছে আমি ষাট হাজার টাকা হাওলাৎ চাই, সেইদিনই তাহা দিলে অনেক কাজে আসিত। কারণ তান্তিয়া টোপি আজ আট দিবস হইল, কাণপুর পরিত্যাগ করিয়া বিঠুরে চলিয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আমি যেরূপ পরামর্শ করিয়াছি, তাহাতে সে সন্তুষ্ট আছে। পুনরায় সে কিছুদিন পরে নানা সাহেবের পত্র লইয়া আমার নিকটে আসিবে। তখন যেরূপ বিবেচনা হয় করা যাইবে। তুমি কি আমার প্রথম প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে?

গর্ডন। হাঁ, অগ্রাহ্য করিলাম। জীবন থাকিতে আমি তাহা পারিব না।

ম্যাকেয়ার কলারটা গলার উপরে তুলিয়া দিয়া বলিল, "ভাল কথা, এখন আমি বিদায় হই, ভবিষ্যতে তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা রহিল; আচ্ছা, আর একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি—যদি তান্তিয়া টোপি ও নানা সাহেব আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়, তাহা হইলে তুমি আমার সহকারী হইবে কি না, জানিতে চাহি।"

গর্ডন। আমি গুপ্তভাবে তোমাকে সাহায্য করিতে পারি; কিন্তু প্রকাশ্যে আমি কিছুই করিতে পারিব না।

ম্যাকেয়ার বলিল, "শুনিয়া সুখী হইলাম। এখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, সৈন্যের নিয়ম তুমি ত জান, নয়টার পূর্ব্বে রেজিমেণ্টে না ফিরিলে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অনেক কটুকাটব্য শুনিতে হয়। আমি এখন বিদায় হই।"

এই বলিয়া ম্যাকেয়ার চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে গর্ডনও সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। আমি তাঁহার পিছু লইলাম। পার্ক হইতে বাহির হইয়া গর্ডন বরাবর সোজা রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, সাড়ে আটটা বাজে। কিছু দূরে গিয়া গর্ডন একখানা গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং কোচ্‌ম্যানকে ঠিকানাটা বলিয়া দিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিল। ঠিকানাটা আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম না। অগত্যা আমি আর একখানা গাড়ীতে চড়িয়া কোচ্‌ম্যানকে বলিলাম, "তুমি ঐ গাড়ীর অনুসরণ কর; যেখানে ঐ গাড়ী দাঁড়াইবে, সেখান হইতে কিছু দূরে আমার গাড়ী দাঁড় করাইবে, তাহা হইলে তোমায় বিশেষ পুরস্কার দিব।" সে দ্রুতগতিতে গর্ডনের গাড়ীর অনুসরণ করিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, এক স্থানে আমার গাড়ী থামিল। সেখান হইতে আমি মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম, এক বৃহৎ বাগান বাড়ীর সম্মুখে গর্ডনের গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গর্ডন তখন বাড়ীর ভিতরে গিয়াছেন। বুঝিলাম, এই বাড়ী গর্ডন সাহেবের।

তখনই গর্ডনের সহিত আলাপ করিয়া ম্যাকেয়ারের অভিসন্ধি সকল অবগত হইতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু তিনি যদি অসম্মত হন, তাহা হইলে

আমার সমস্ত শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে; পরন্তু ম্যাকেয়ারের সহিত বাকবিতণ্ডার পর, গর্ডন সাহেবের মন অত্যন্ত বিচলিত ও অস্থির হইয়া রহিয়াছে; তিনি এখনও হয়ত ম্যাকেয়ারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে দৃঢ়সংকল্প হয় নাই। এই ভাবিয়া সেদিন কেবল মাত্র তাঁহার বাড়ীর নম্বরটা দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব স্থির করিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে গাড়ীখানা সেখান হইতে চলিয়া গেল। আমি আমার গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাড়ীর দিকে গেলাম। দেখিলাম, বাড়ীখানা খুব ধনী লোকের বাড়ীর মতন, বাগানে ফোয়ারা, লোক-লস্কর বিস্তর; সকলেই চতুর্দ্দিকে আনাগোনা করিতেছে। বাগানের চারিদিকে আলো জ্বলিতেছে। বাড়ীখানা দোতালা, অতি বৃহৎ। সমস্ত ঘর আলোকিত। উপর হইতে নারী-কণ্ঠনিঃসৃত মধুর গীতধ্বনি ও পিয়ানোর মিষ্ট বাদ্য শুনিতে পাইলাম। মনে করিলাম, গর্ডন নিশ্চয়ই খুব ধনী সওদাগর। দুষ্ট ম্যাকেয়ার আপনার কোন কু-অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার জন্য ইহার কোন গুপ্তরহস্যের উদ্ঘাটনের ভয় দেখাইয়া স্বকার্য্য সাধনের চেষ্টায় আছে। যাহা হউক, সেদিন আর কিছু না করিয়া, সেই বাড়ীর নম্বর দেখিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমি যখন বাড়ীতে পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি সাড়ে নয়টা। আমার সঙ্গীরা আমার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, আমার নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে। কারণ এই সর্ব্বপ্রথম আমি কানপুরে আসিয়াছি। আমি তাহাদিগকে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তাহাদের মধ্যে আমার দু'জন সহকারী কর্ম্মচারীকে পরদিনই বিঠুরে গিয়া নানা সাহেব ও তান্তিয়া টোপির অনুসন্ধান লইতে বলিলাম। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, অশ্বমেধের ঘাটে যে সন্ন্যাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ

হয়, সে আর কেহ নহে—তান্তিয়া টোপি। তান্তিয়া নিশ্চয়ই নানার সহকারী ও রাজদ্রোহীদিগের একজন প্রধান নেতা। সর্ব্বপ্রথমে নানা সাহেব ও তান্তিয়াকে যদি ধরা যায়, তাহা হইলে ফল না ধরিতেই গাছ নষ্ট করা হইবে। এবং কোন প্রকার বিদ্রোহেরও আশঙ্কা থাকিবে না।

ম্যাকেয়ার নামক যে একজন পুরাতন ফরাসী বদমায়েস ইহার মধ্যে সংসৃষ্ট আছে, সে যে অত্যন্ত চতুর, ফন্দীবাজ ও বিষম সাহসী লোক, তাহা আমার সহকারীদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। ম্যাকেয়ারের সহিত যদিও তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার কোন উপায় ছিল না, কারণ আমি ব্যতীত তাহাকে এখনও আমাদের মধ্যে কেহ দেখে নাই, তবুও তাহার আকৃতি, গঠন, কথাবার্ত্তার প্রণালী, এবং কথার মধ্যে অনেকবার সে "সেণ্টমেরীর" নাম উচ্চারণ করে, তাহা তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম। এইরূপ লোকের সহিত যদি তাহাদের বিঠুরে সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে একজন তাহার গতিবিধির উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে এবং অন্য জন আমাকে শীঘ্র এখানে আসিয়া সংবাদ দিবে; তাহাদের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া আমি আহারের পর শয়ন করিতে গেলাম।

প্রথম দিনেই দৈবযোগে যে এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। লর্ড ক্যানিং একজন নানাকেই "বিদ্রোহীর নেতা হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া কেবল তাহারই উপর নজর রাখিতে" বলিয়াছেন; কিন্তু তান্তিয়া টোপির নাম তিনি হয় ত আজ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। সে যে এক প্রধান রাজদ্রোহী, তাহা কেহই আজ পর্য্যন্ত জানে না। আমিই প্রথমে তাহার সন্ধান জানিতে পারিয়াছি। অতএব গবর্ণমেণ্টকে এই সংবাদ প্রদান করিলে তাহাদের নিকট আমি যে বিশেষ প্রশংসার পাত্র হইব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপে

নানাপ্রকারের আশা আসিয়া আমার মানস চক্ষুর সম্মুখে উদিত হইতে লাগিল। এবং আমিও তাহাদের মোহিনী শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে কানপুর হেড কোয়ার্টারে যত ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী ছিল, তাহারা সকলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। আমি যে ডিটেক্‌টিভ বিভাগের নূতন কমিশনার হইয়া সেখানে আসিয়াছি, তাহা ইতিপূর্ব্বে সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। আজ সেইরূপ সাহেবী পোশাক ও সাহেবী ভাষায় তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম—তাহারা আমাকে একজন পুরা সাহেব ভাবিয়া লইল। যাহা হউক, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তার পর, আমি ফোর্টে জেনারেল হের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কেবল গর্ডনের কথা ব্যতীত কল্যকার সকল ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। তান্তিয়া টোপির নাম শুনিয়া তিনিও বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তিনি আজ পর্য্যন্ত তাহার নাম শুনেন নাই।" আমি তাঁহার সহিত কয়েকটা পরামর্শ আঁটিয়া গৃহে ফিরিলাম। সেই-দিনই গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে একখানা পত্র লিখিয়া সকল কথা জানাইলাম—তাহাতেও গর্ডনের কথা বাদ দিয়াছিলাম।

আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, গর্ডন যখন ম্যাকেয়ারের ভয়ে তাহার সাহায্য করিতে বাধ্য হইতেছে, তখন আমার বিবেচনায় তাহার তত দোষ নাই। পূর্ব্বে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া, ম্যাকে-য়ারের বিপক্ষে দাঁড় করাইলে গর্ডন কর্ত্তৃক অনেক কাজ হাসিল হইবার সম্ভাবনা। এই হেতু আমি তাহাকে হাতে রাখিবার জন্য কাহারও নিকটে তাহার সংক্রান্ত কোন কথা প্রকাশ করি নাই।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় গর্ডনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রস্তুত

হইলাম। সাহেবী পোষাক পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবী পোষাক পরিধান করিলাম। মুখে এক রকম রং মাখিয়া মুখের বর্ণটা কাল করিলাম। মাথায় বৃহৎ পাগড়ী ও হাতে যষ্টি লইয়া বাহির হইলাম।

গর্ডনের বাড়ীতে পৌঁছিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিল। প্রথমেই একজন দ্বারী আসিয়া আমার নাম ধাম ও কি উদ্দেশ্যে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমি প্রকৃত নাম, ধাম ও আমার আসিবার উদ্দেশ্য গোপন করিয়া তাহাকে অন্যরূপ উত্তর দিলাম, এবং গর্ডনকে জানাইতে বলিলাম যে, আমি এক অতীব আবশ্যকীয় বিষয় তাঁহাকে জানাইতে আসিয়াছি। সাহেবকে এই সকল বিষয় জানাইবার জন্য দ্বারী ভিতরে চলিয়া গেল। আমি কিরূপে গর্ডনের নিকট হইতে ম্যাকেয়ার সংক্রান্ত বিষয় সকল বাহির করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

মনে করিলাম, ইহাতে যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহা হইলে অন্য প্রকার চেষ্টা করিয়া কার্য্যোদ্ধার করা যাইবে।

কিছুক্ষণ পরে দ্বারী ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। প্রথমে বাটীর বাহির দেখিয়া গর্ডনকে একজন প্রধান ধনী বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। এখন বাড়ীর ভিতর দেখিয়া, তিনি যে একজন মহা সৌখীন ব্যক্তি, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। বহুমূল্য দ্রব্যের নানা-প্রকার আসবাব, সুন্দর সুন্দর বৃহৎ ছবি, মারবেল-প্রস্তর নির্ম্মিত য়ুরোপের বিখ্যাত বিখ্যাত লোকের প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি তাঁহার গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছিল। অতঃপর দ্বারী আমাকে যে ঘরে লইয়া উপস্থিত করিল, দেখিলাম, উহার মধ্যস্থলে একটী বিস্তৃত মারবেল-প্রস্তরের টেবিল, তাহার এক পার্শ্বে একজন সাহেব বসিয়া রহিয়াছেন। বুঝিলাম, এই গর্ডন। গর্ডনের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি

হইবে। তাঁহার সেই সরল ও বিনম্র মুখাকৃতি মহত্ত্বের পরিচায়ক। তিনি আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অন্য একটি কেদারা নির্দ্দেশ করিয়া বসিতে বলিলেন। আমি উপবেশন করিলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কি জন্য এখানে আসা হইয়াছে?"

আমি বলিলাম, "আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন—আপনার নাম কি গর্ডন?" বলা বাহুল্য, আমি ইংরাজীতে কথা আরম্ভ করিলাম।

গর্ডন। আজ্ঞে হাঁ।

আমি। আমি আপনার নিকটে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি। কথা অতি গুপ্ত বিষয়ের। আপনি একজন চাকরকে আজ্ঞা করুন, বাহিরে দাঁড়াইয়া পাহারা দিবে, যেন কেহ ভিতরে না আসে, আমি সকল কথা আপনার নিকটে নিবেদন করিতেছি।

গর্ডন সেইরূপই করিলেন। আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

গর্ডন বলিলেন, "এখন আপনি স্বচ্ছন্দে গুপ্তকথা খুলিয়া বলিতে পারেন।"

আমি। ফরাসী দেশবাসী মহাত্মা ম্যাকেয়ারকে আপনি অবশ্যই চিনেন। আমি তাঁহার অতি পুরাতন ও একজন বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি আপনাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তিনি যে এক বৃহৎ কাজে হাত দিয়াছেন, তাহাতে আর দুই জন অত্যন্ত বিশ্বাসী লোকের সাহায্য আবশ্যক। শুনিলাম, মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং আমিও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছি। এখন আপনাতে ও আমাতে এক পরামর্শ ঠিক করিবার জন্য আসিয়াছি।

গর্ডন। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, মহাশয় ম্যাকেয়ারের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; কিন্তু আপনি যে তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি?

এইস্থলে আমি মহা বিপদে পড়িলাম। ভাবিলাম, কি করিয়া আমার উপরে গর্ডনের বিশ্বাস স্থাপন করি? হঠাৎ মনে পড়িল, ম্যাকেয়ার্র কথা বলিতে বলিতে সেণ্টমেরীর নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমি ভাবিলাম, হয়ত ইহাই তাহার সঙ্কেত চিহ্ন হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি গর্ডনকে বলিলাম, "হাঁ, ঠিক কথা বলিয়াছেন, ম্যাকেয়ারও আসিবার সময়ে আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, আপনি হয় ত আমাকে সন্দেহ করিতে পারেন। সেইজন্য তিনি একটী সঙ্কেত-কথা আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমি এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেটি এই—"সেণ্টমেরী।"

সেণ্টমেরীর নাম উচ্চারণ করিবামাত্র গর্ডন আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন; এবং একটু হাসিয়া আমার অতি নিকটে আসিয়া বসিলেন।

আমি। বোধ করি, আপনার আর কোন সন্দেহের কারণ নাই। তিনি এইজন্যই আমার দ্বারা একখানা পত্র আপনার নিকটে পাঠাইতেছিলেন; কিন্তু আমিই এই বিষয় বাধা দিয়া বলিলাম, 'এইরূপ গুপ্ত-পত্র যদি হারাইয়া যায়, তাহা হইলে অন্যের হাতে পড়িবার খুব সম্ভাবনা, এবং তাহা হইলে আমাদের অতিশয় মুস্কিলে পড়িতে হইবে।' সেইজন্য তিনি পত্র পাঠাইতে বিরত হইয়া "সেণ্টমেরী" এই কথাটী আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন।"

"মহাশয়, ক্ষমা করুন। আপনার প্রতি আমি সন্দেহ করিয়া

আপনার কাছে অবশ্য দোষী হইয়াছি। যাহা হউক, আপনার অভিপ্রায়টা কি আমাকে জ্ঞাপন করুন।"

ঠিক এই সময়ে বাহির হইতে কে একজন গর্ডনের নাম ধরিয়া ডাকিল। স্বরটা আমার যেন চেনা-চেনা বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু কাহার স্বর ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। গর্ডন বাহিরে গেলেন, আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ এইরূপে কাটিয়া গেল, গর্ডন ফিরিলেন না। মনে নানা প্রকার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, গর্ডনের কি আমার উপরে কোন প্রকার সন্দেহ হইয়াছে? কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তায় আমার প্রতি সন্দেহের কোন লক্ষণ ত প্রকাশ পাইল না। তবে কি তিনি ম্যাকেয়ারের নিকটে আমার তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য কোন লোক পাঠাইয়াছেন, এবং তাহারই জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন? কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যতই দেরী হইতে লাগিল, ততই আমার মন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে ঠিক করিলাম, আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিব, ইহার মধ্যে যদি গর্ডন না আসেন, তাহা হইলে আমি এখানে বৃথা সময় ক্ষেপণ না করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ঘড়ি খুলিয়া বসিলাম—পাঁচ মিনিট অতীত হইল, কেহ আসিল না। আমি উঠিয়া, দরজা খুলিয়া বাহির হইলাম। দু'-এক পদ অগ্রসর না হইতেই একজন চাপরাশী পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া, আমার হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়া বলিল, "সাহেব আপনার জন্য বাগান-ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র সেখানে চলুন; এই পত্র তিনি দিয়াছেন।"

আমি তাড়াতাড়ি পুনরায় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, আলোর নিকটে গিয়া পত্রখানা পড়িলাম, তাহাতে লেখা রহিয়াছে;—

"প্রিয় মহাশয়!

যে বিষয় আপনি আমার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন, তাহা যে অতি গোপনীয় বিষয়, তাহা অবশ্যই আপনি জানেন। আমরা যে ঘরে বসিয়া এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম, সে স্থান তাহার উপযুক্ত নহে। আমার বাগানে একটি অতি নিভৃত স্থান আছে, সেই স্থানে আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। এই লোকের সহিত এখানে শীঘ্র আসুন।

বিশ্বস্ত বন্ধু

গর্ডন।"

পত্র পাঠ করিয়া মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। ভাবিলাম, এই ঘরে বসিয়া পরামর্শ করা গর্ডনের বিবেচনায় যদি অসঙ্গত বোধ হইত, তাহা হইলে প্রথমেই যখন আমি সে কথা উত্থাপন করি, তখনই তিনি আমাকে সতর্ক করিয়া অন্য স্থানে লইয়া যাইতে চাহিতেন; কিন্তু কিছুক্ষণ কথা কহিবার পর, অন্য একজন তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল, তাহার পর হঠাৎ এই বুদ্ধি বাহির হইল, ইহার অর্থ কি? বিষয়টা আমার নিকটে সন্দেহপূর্ণ ও জটিল বলিয়া বোধ হইল। ঠিক করিলাম—এখন আমি আর অধিক অগ্রসর হইব না, কি জানি, যদি কোন বিপদে পতিত হই। পুনরায় ভাবিলাম, না, কর্ত্তব্যসাধনে ভীত হওয়া অত্যন্ত কাপুরুষের কাজ। বিশেষতঃ অনেক স্থলে এইরূপ বিপজ্জনক কর্ম্মে, কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছি; এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছি। হয়ত আজকার এ ঘটনায় এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিব, যাহা সংসাধনে বহু দিবস লাগিতে পারে। এই সকল বিবেচনা করিয়া গর্ডনের নিকটে যাওয়াই স্থির করিলাম। চাপরাসী আমাকে গর্ডনের নিকটে লইয়া চলিল। বাগানের মধ্যে

গিয়া সেই আর একজনকে ডাকিল। যে আসিল, তাহাকে সে কিছু তফাৎ লইয়া গিয়া কানে কানে কি বলিয়া দিল। সে দিকে কিন্তু আমি মনোযোগ দিলাম না। প্রায় পনের মিনিট এইরূপে কাটিয়া গেলে তাহারা আমাকে একটা ছোট ঘরের নিকটে লইয়া গেল। চাপরাসী বলিল, সেই ঘরের ভিতর গর্ডন আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরের মধ্যে একখানা টেবিল ও একখানা চেয়ার রহিয়াছে। টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলিতেছে; কিন্তু আমি সেখানে গর্ডনকে দেখিতে পাইলাম না। তাঁহার নাম ধরিয়া অনেকবার ডাকিলাম—কোন উত্তর পাইলাম না। মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল—বাহির হইবার জন্য দরজার নিকট গেলাম; দেখিলাম, দরজা বাহির দিক হইতে বন্ধ। মহা বিপদে পড়িলাম। "চাপরাসী চাপরাসী" বলিয়া অনেকবার ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না। এই রাত্রিতে গর্ডনের উপরে বিশ্বাস করিয়া, এরূপ স্থলে আসা যে অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছে, এখন তাহা বুঝিতে পারিলাম। কি করিয়া নিষ্কৃতি পাইব, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলাম, দু'-একবার বিষম জোরে দরজার উপরে পদাঘাত করিলাম; কিন্তু কিছুতেই দরজা খুলিল না। পলায়নের অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম। চারিদিক্‌কার দেয়াল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—দেয়াল সকল অত্যন্ত পুরাতন—এক স্থানে কয়েকখানা ইট খসিয়া পড়িয়াছে। আমি পকেট হইতে ছুরী বাহির করিয়া দেয়ালের ইট খসাইবার চেষ্টা করিলাম—কতকটা কৃতকার্য্যও হইলাম। চারিখানা ইট খুলিয়া ফেলিলাম। মনে আশার সঞ্চার হইল। এমন সময়ে সেই ঘরে কেমন একটা তীব্র দুর্গন্ধ বাহির হইল—সেই

দুর্গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর অবশ ও মাথা ঘুরিতে আরম্ভ হইল। আমি রুমাল দ্বারা নাক মুখ বন্ধ করিয়া, দরজার দিকে দৌড়িয়া গিয়া, পুনরায় গর্ডনের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম; কিন্তু কাহারও সাড়া পাইলাম না। মাথা ভয়ানক ঘুরিতে লাগিল। চৌকীতে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, টেবিলের নীচে একখণ্ড ন্যাকড়া জ্বলিতেছে এবং সেই স্থান হইতেই এই দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। জুতা দ্বারা সেই প্রজ্বলিত ন্যাকড়া নিবাইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু হাত পা উঠাইতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ আমি এইরূপ অচেতন ছিলাম, তাহা জানি না। যখন আমার চেতনা হইল, তখন বেলা অনেক। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, যে ঘরে রাত্রিতে ছিলাম, সে এ ঘর নহে। ঘরের চারিদিকে একটীও জানালা নাই। কেবল একটী মাত্র দ্বার; তাহারই ছিদ্র দিয়া ঘরে একটু একটু আলো প্রবেশ করিতেছে। আমি দেখিলাম, গর্ডন আমাকে বিষম ফাঁদে ফেলিয়াছে। আমার প্রতি যদি গর্ডনের কোন প্রকার সন্দেহ হইত, তাহা হইলে সে প্রথম হইতেই আমার সহিত অন্যভাবে কথাবার্ত্তা বলিত; কিন্তু সে প্রথমে সরলভাবেই আমার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। নিশ্চয়ই সে অন্যের মন্ত্রণায় এইরূপ ভাবে আমায় আটক করিয়াছে। মনে হইল, যে গর্ডনকে ডাকিয়া লইয়া গেল, সেই যদি ম্যাকেয়ার হয় এবং তাহারই চক্রান্তে যদি এই সকল ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পলায়ন বড় কঠিন হইয়া উঠিবে, যে ব্যক্তি গর্ডনকে বাহির হইতে ডাকিয়াছিল, তাহার গলার স্বরের সহিত ম্যাকেয়ারের গলার আওয়াজের যে অতি সৌসাদৃশ্য আছে, তখন আমার তাহা মনে পড়িল। যাহা হউক, এখন কপালে আর কি আছে, তাহাই বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তখনও আমার মাথার অবস্থা ঠিক নহে, পলায়নের কোন উপায়ই ঠাওরাইয়া উঠিতে পারিলাম না। সময় দেখিবার জন্য ঘড়ি খুঁজিতে লাগিলাম—পকেটে ঘড়ি নাই। তাহার সহিত মূল্যবান একছড়া সোণার চেন ছিল, তাহাও নাই। স্থির করিলাম, এ সকল অবশ্যই পাষণ্ড ম্যাকেঞ্জির কার্য্য। গর্ডন মহা ধনী, সে আমাকে কলে-কৌশলে বন্দী করিয়াই রাখিত, আমার ঘড়ি ও চেন কখনই হরণ করিত না। মুক্তিলাভের আশা অতি অল্প; এমন কি সে আমাকে তাহার উদ্দেশ্যসাধনের পথে কণ্টকস্বরূপ ভাবিয়া জীবন পর্য্যন্ত লইতে পারে—এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমার মন নিরাশ ও হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। জীবনের এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতে মানুষ ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। আমিও তাহাই করিলাম। সেই ঘরে একখানা ছেঁড়া কম্বল ছিল, তাহার উপরে আমি নিরাশভাবে পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। প্রায় তিন ঘণ্টার পর সেই ঘরের নিকটে মনুষ্যের অস্পষ্ট পদশব্দ শুনিলাম, আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজার নিকটে গেলাম। বুঝিলাম, দরজার অপর দিকে দুই জন লোক কি পরামর্শ করিতেছে, কাণ পাতিয়া তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম।

একজন হিন্দীতে বলিল, "হুজুর! আপনার কথামত কাজ করিতে হইলে এখানে হইবে না। ইহাকে হোসেনাবাদে লইয়া যাইতে হইবে। সেখানে লোকালয় হইতে অতিদূরে জঙ্গলের কাছে আমার সঙ্গীর এক ঘর আছে, সেখানে যদি একজনকে মারিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে পুলিস কিম্বা অন্য কেহই তাহার কোন সন্ধান পাইবে না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "তাহা হইবে না, এ বড় চালাক, ধড়ীবাজ

"গোয়েন্দা"। ইহাকে ঘর হইতে বাহির করা হইবে না, এখানেই ইহাকে সাবাড় করিয়া ফেলিতে হইবে। তুমি যদি পার, তাহা হইলে তোমাকে উচিত মত পুরস্কার দিব। যদি না পার, আমি এখনই অন্য লোক নিযুক্ত করিব।"

"হুজুর! রাগ করিবেন না, আপনার আজ্ঞার অন্যথা আমি কখনই করি নাই—করিবও না; কিন্তু কথা হইতেছে যে, একজনকে মারিয়া ফেলা যত সহজ, লাস লুকান তত সহজ ব্যাপার নহে। আমি এই সকল কাজ করিতে করিতে বুড়া হইলাম।"

"আমার ইচ্ছা, যত শীঘ্র এই কাজ শেষ হইয়া যায়, ততই ভাল; কারণ বিলম্ব হইলে ইহার পলাইবার অনেক সুবিধা হইতে পারে। এ যে একজন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত গোয়েন্দা ও ইহার যে আরও অনেক অনুচর আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিলম্ব হইলে তাহারা হয় ত ইহার খোঁজ লইতে পারে, তখন এক বিপদ্ বিনাশ না করিতে আর এক বিপদ্ আসিয়া পড়িবে। সেইজন্য বলিতেছি, আজই ইহাকে সাবাড় করিয়া ফেল। আর এক কথা, গর্ডন বৈকালে এখানে আসিবে, সে যদি শুনে, আমরা ইহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা হইলে সে অবশ্যই ইহাতে অসম্মত হইবে।"

"গর্ডন সাহেব যে অসম্মত হইবে, তাহা আমি জানি। সে আমাদের সাহায্য করিতে কখনই প্রতিশ্রুত হইত না, যদি না আপনি তাহার "প্যারিস রহস্য" জানিতেন। ইহাকে হত্যা করিতে সে নিশ্চয়ই মত দিবে না; কিন্তু একটা এরূপ গুরুতর কাজ তাড়াতাড়ি করা কখন যুক্তিসিদ্ধ নহে। আটঘাট বাঁধিয়া একাপ কাজ করা উচিত।"

"ইহাকে অতি শীঘ্র বিনাশ করার আর এক উদ্দেশ্য এই যে, গর্ডনকে আমার হাতে রাখা। গর্ডন যদি ইহার সাহায্য পায়, তাহা হইলে

সে আমার বিপক্ষতাচরণ করিবেই করিবে। গর্ডনের ইচ্ছা যে, ইহাকে আমি বিনাশ না করিয়া আটক করিয়া রাখি। গর্ডনের বিষয়ে এখন আমার নানা প্রকার সন্দেহ হইতেছে ; হয়ত সে-ও এই চক্রান্তে লিপ্ত আছে। কাল ভাগ্যিস্ আমি ঠিক সময়ে গিয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা না হইলে একটি ভয়ানক কাণ্ড হইত ; হয়ত আমিই আজ ফাঁসী-কাঠে ঝুলিতাম। যাহা হউক, আজিই তুমি এই কাজ সম্পন্ন করিয়া ফেল। বোধ করি, সে এখন ক্লোরাফরমে অচেতন আছে, এই সময়ে কাজ শেষ করাই ভাল।”

এই কথা বলিয়া সে চুপ করিল। আমি বুঝিলাম, এই ম্যাকেয়ার আমার জীবন লইবার জন্য আর একজনের সহিত পরামর্শ করিতেছে। এখন আমি কিরূপ বিপদে পড়িয়াছি, তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম। কাল গর্ডনকে যে ডাকিয়াছিল, সে যে ম্যাকেয়ার ব্যতীত অন্য কেহ নহে, তাহা জানিতে পারিলাম। গর্ডন আমার অনুকূলে আছে তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু এখনই আমার জীবন যাইতে বসিয়াছে। এখন পরিত্রাণের উপায় কি ? গর্ডন যদি এখনই আসিয়া পড়েন, তাহা হইলেই মঙ্গল ; তাহা না হইলে জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। এমন সময়ে দরজার চাবি খুলিবার শব্দ পাইলাম, আমি আস্তে আস্তে পুনরায় কম্বলের উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। সেই সঙ্গে দুই জন লোক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। ম্যাকেয়ার বলিল, “আব্দুল ! তুমি গিয়া দেখ, সে এখন কিরূপ অবস্থায় আছে।”

আব্দুল আমার কাছে আসিয়া নাকের কাছে হাত দিয়া নিশ্বাস বহিতেছে কি না দেখিল, পুনরায় বুকের উপর হাত দিয়া হৃদয়ের গতি দেখিল। সেখান হইতে উঠিয়া ম্যাকেয়ারের কাছে গিয়া বলিল, “শীঘ্রই ইহার চেতনা হইবে, আমার বিবেচনায় পুনরায় ইহাকে

ক্লোরাফরম দেওয়া উচিত, তাহা হইলে রাতারাতি ইহাকে অন্য স্থানে অনায়াসে লইয়া যাইতে পারিব। যদি ইহার মধ্যে গর্ডন আসে, তাহাকে বলিলেই হইবে যে, আমরা আজ প্রাতেই ইহাকে হত্যা করিযাছি। তখন গর্ডন আর কিছুই করিতে পারিবে না।”

ম্যাকেণ্ডার একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল, “আচ্ছা, তাহাই কর।”

আমি ভাবিলাম, ইহারা পুনরায় ক্লোরাফরম দ্বারা আমাকে অচেতন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে। এখন বিধাতার কৃপা ব্যতীত জীবন রক্ষার আর অন্য কোন উপায় নাই। মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করিতে লাগিলাম। আবদুল আসিয়া আমার নাকের কাছে শিশি ধরিল। আমি শ্বাস না লইয়া, নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিলাম। শিশি হইতে একটু আঘ্রাণ নিশ্বাসপথে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতেই মস্তিষ্কে ভয়ানক জ্বালা উপস্থিত হইল। বুঝিলাম, ইহা কেবল ক্লোরা-ফরম নহে, ইহার সহিত আরও কিছু মিশ্রিত আছে। কারণ ক্লোরাফরমের ক্ষমতা ও কার্য্যকারিতা আমি ইতিপূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিলাম। প্রায় দশ মিনিট কাল আমি প্রাণপণে নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিলাম। তাহার পর আবদুল শিশি উঠাইয়া লইয়া, নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিল, নিশ্বাস বহিতেছে না। অতঃপর সে উঠিয়া গিয়া ম্যাকেয়ারকে বলিল, “হুজুর! বোধ করি, আর কিছু করিতে হইবে না, ইহাতেই শেষ হইয়া যাইবে। যাহা হউক, আল্লা আপনাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিন।”

এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইল, তাহার সঙ্গে ম্যাকেয়ারও বাহির হইয়া দরজায় চাবি বন্ধ করিল। আমি আপাততঃ এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। সমস্ত দিবস চিন্তা ও অনাহারে আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, অল্পক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

করুণারূপিণী।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

অনেক রাত্রিতে দরজা খোলার শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভাবিলাম, আব্দুল ও ম্যাকেয়ার আমাকে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার জন্য আসিতেছে। এই ভাবিয়া দরজার দিকে মুখ ফিরাইলাম—ম্যাকেয়ার বা আব্দুল কেহই আসিল না। দেখিলাম, একটি সুন্দরী ইংরেজ বালিকা আলো হাতে ঘরে প্রবেশ করিল। জীবনের অন্তিম সময়ে সেই দেবী-মূর্ত্তি দেখিয়া আশান্বিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

সেই বালিকা অতি দ্রুতগতিতে আমার নিকটে আসিয়া, আমার দেহ স্পর্শ করিয়া, ঘর হইতে বাহির হওয়ার জন্য আমাকে ইসারা করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোন্ স্বর্গীয় দেবী, আমাকে বাঁচাইবার জন্য স্বর্গ হইতে এই পাপপুরে অবতীর্ণ হইলেন?"

বালিকা মুখে অঙ্গুলী দিয়া আমাকে কথা কহিতে নিষেধ করিল। আমি আর কোন কথা না বলিয়া তাহার সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইলাম। ঘর হইতে বালিকা বাহির হইয়া আলো নিবাইয়া দিল; এবং আমার হাত ধরিয়া অতি দ্রুতগতিতে চলিল। একটা সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিলাম, তাহার পর পুনরায় একটা বড় ঘরের মধ্য দিয়া অন্য এক ঘরে আসিয়া পড়িলাম। সেখানেও অন্ধকার, কিন্তু তাহার পার্শ্বের ঘরে আলো দেখিলাম। কয়েক জন লোক সেখানে কথা

কহিতেছে। একজন একটু চেঁচাইয়া কথা বলিতেছিল, তাঁহার গলার স্বরে বুঝিলাম, সে ব্যক্তি গর্ডন। যাহা হউক, তখন এ সকল বিষয় অনুসন্ধান লইবার আর সময় নহে। পুনরায় আমরা আর একটা সিঁড়ী দিয়া নামিতে লাগিলাম, শেষে নীচে এক বাগানে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে সেই বালিকা দাঁড়াইল, এবং আমার কাণের নিকটে মৃদুস্বরে বলিল, "মহাশয়! সম্মুখে ফটক, শীঘ্র এস্থান হইতে পলায়ন করুন, আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন।"

আমি বলিলাম, "আপনি কে, এ প্রশ্নের উত্তর না দিলে, কখনই আমি এ স্থান হইতে যাইব না।"

বালিকা অতি মৃদু ও কোমল স্বরে বলিল, "মহাশয়! আমার নাম হেলেনা, আমি গর্ডনের কন্যা।"

আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে ফটক পার হইলাম।

ফটক পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম, খোলা বাতাসে আসিয়া প্রাণটা অনেক সুস্থ বোধ হইল। কল্য রাত্রি হইতে কোন প্রকার খাদ্য কিম্বা জল গলাধঃকরণ হয় নাই, শরীর সেইজন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তীব্র ক্লোরাফরমের শক্তি তখনও মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই; কিন্তু এইরূপে শারীরিক অসুস্থতা, ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়াও সেই বাড়ীর নিকটে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম; কারণ আজ ম্যাকেয়ার ও গর্ডন যখন এই বাড়ীতে একত্রিত হইয়াছে, তখন অবশ্যই তাহারা নানা প্রকার ফন্দী ও পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিবে—আমায় ম্যাকেয়ারকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে এবং তাহাদের পরামর্শ শুনিতেই হইবে।

পাঠক, শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, যে ব্যক্তি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জীবনের সকল আশা-ভরসা ত্যাগ করিয়া, নিরাশহৃদয়ে ঈশ্বরের

শরণাপন্ন হইয়া কাতরভাবে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছিল, সে এখন সেইরূপ বিপদ পুনরায় আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে কেন? কারণ গোয়েন্দাদিগের কৌতূহল প্রবৃত্তিটা সাধারণ লোকাপেক্ষা অধিক প্রবল; সেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা অনেক সময়ে অনেক বিপদে ঝম্প প্রদান করিয়া থাকে। যাহা হউক, বাহিরে আসিয়া আমার অন্যগতি হইল—ম্যাকেয়ারকে আজ হাতের কাছে পাইয়া কখনই ছাড়া হইবে না, তাহাকে নিশ্চয়ই ধরিতে হইবে, প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার; কিন্তু গর্ডনের জন্য আমি একটু চিন্তিত হইলাম; কারণ গর্ডনের কন্যা হেলেনা আমার প্রাণদাত্রী; সুতরাং তাহার জন্য ভাবনা হইল। আজ আমি যদি ম্যাকেয়ারকে ধরি এবং গর্ডন যদি ম্যাকেয়ারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান না করে, তাহা হইলে তাহাকেও ম্যাকেয়ারের সহকারীরূপে সাজা পাইতে হইবে; এবং হেলেনাকে মহাকষ্টে পড়িতে হইবে; কিন্তু আজ হেলেনা যদি না আসিত, তাহা হইলে দুরন্ত ম্যাকেয়ারের হাতে আমার জীবনের অন্তই পর্য্যবসান হইত—সেই হেলেনার যদি কোন প্রকার অনিষ্টের আমিই কারণ স্বরূপ হই, তাহা হইলে মানবের সম্মুখে না হইলেও ঈশ্বরের নিকটে আমি যে মহাদোষী হইব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সকল ভাবিয়া ঠিক করিলাম। গর্ডন ও হেলেনা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে ম্যাকেয়ারকে গ্রেপ্তার করিব। আমি যে স্থানে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম, তাহার নিকটেই একখানা মুদীর দোকান ছিল। আমি ম্যাকেয়ারের বাড়ীর দিকে বিশেষ নজর রাখিয়া সেই দোকানে গেলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দোকানে চানাভাজা ও ছাতু ব্যতীত আর কিছু আহার্য্য ছিল না; ক্ষুধায় জঠর জ্বলিয়া যাইতেছিল ও পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল,

সে সময়ে চানা ভাজা ও ছাতু যে আমার নিকটে মহা মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! বলা বাহুল্য, সেই দোকানীর নিকটে হইতে কিছু চানাভাজা ও ছাতু কিনিয়া, তাড়াতাড়ি আহার করিয়া এক লোটা জল পান করিলাম। তাহাতে শরীর কিছু সুস্থ বোধ হইল। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, অতি নিকটেই এক ফাঁড়ী আছে, সে স্থানে দশ জন কনেষ্টবল ও একজন দারোগা থাকে। আমি তাহাকে ম্যাকেয়ারের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে, উত্তরে সে বলিল যে, সে বাড়ীতে একজন সাহেব মধ্যে মধ্যে আসিয়া বন্ধু-বান্ধবের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু সে নামের বিষয় কিছুই বলিতে পারিল না। পুনরায় তাহাকে বলিলাম, "ভাই! আমার মনিব আজ এই আমোদে যোগ দিবার জন্য আসিয়াছেন; কিন্তু তিনি আসিবার পর তাঁহার বাড়ীতে ভয়ানক চুরী হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য আমি তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছি। তুমি ঐই বাড়ীর ফটকের দিকে যদি একটু নজর রাখ, তাহা হইলে আমি আমার মনিবকে বলিয়া তোমাকে বিশেষ পুরস্কার দিব। আমি এখন পুলিসে সংবাদ দিতে যাইতেছি, যদি ইতিমধ্যে কোন সাহেব ঐ ফটক দিয়া বাহির হন, তাহা হইলে আমি ফিরিয়া আসিলে সে সংবাদ আমাকে দিও।"

প্রথমে পুলিসের নাম শুনিয়া সে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিল; কিন্তু পুরস্কারের লোভে শেষে সে সম্মত হইল। আমি তাহার নিকট হইতে পুলিস-ষ্টেশনের ঠিকানাটা লইয়া সেইদিকে দৌড়িলাম।

মুদীর দোকান হইতে অতি নিকটেই ফাঁড়ী। সৌভাগ্যক্রমে দারোগা বাবু ও আট জন কনেষ্টবল সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

দারোগা বাবুকে সংক্ষেপে আমার আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া সাহায্য চাহিলাম। দারোগা বাবু আমার সনদ্ দেখিতে চাহিলেন।

আমি বলিলাম, "তাহাতে আপনার আবশ্যক কি? আমি ডিটেক্‌টিভ্ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী; আপনারা আমাকে সাহায্য করিতে বাধ্য, অতএব আপনি আমার কথামত কার্য্য করিবেন কি না বলুন।"

দারোগা বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া আমার সহিত চলিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অতি দ্রুতগতিতে মুদীর দোকানের দিকে অগ্রসর হইলাম। যখন আমরা দোকানে পৌঁছিলাম, তখন নিকটস্থ কোন গির্জ্জায় আটটা বাজিল। মুদীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে বাড়ী হইতে এখনও কেহ বাহির হয় নাই। চারি জন বলবান্ কনেষ্টবলকে সাধারণ পোষাক পরাইয়া আমার নিজের সঙ্গে লইলাম; দারোগা ও আর দুই জন কনেষ্টবলকে সেই বাটীর ভিতরে গিয়া লুকাইয়া থাকিতে বলিলাম। অবশিষ্ট দুইজনকে বাহিরে পাহারা দিতে বলিলাম; এবং তাহাদের বিশেষ করিয়া বলিলাম, যদি কেহ বাড়ী হইতে বাহিরে আসে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিবে। যদি সাহায্যের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দারোগা বাবুকে ও বাগানে লুক্কায়িত কনেষ্টবলদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিবে।

তাহাদের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দোকানীর নিকটে একটা মোটা চাবী চাহিলাম। দোকানী বেচারা আমাদের এই সকল কাণ্ড দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একটা চাবীর গোছা আমার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। আমি তন্মধ্য হইতে একটা চাবী বাছিয়া বাহির করিলাম। তাহাতে ফুঁ দিয়া দেখিলাম, সুস্পষ্ট শব্দ বাহির হয়। দারোগাকে বলিলাম, "আমি চারিজন কনেষ্টবলসহ ম্যাকেয়ারকে উপরে গ্রেপ্তার করিতে

যাইব, যদি আবশ্যক হয়, কিম্বা কোন বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চাবী দ্বারা শিশ্ দিব, সেই মুহূর্ত্তে সেখানে দুই জন সঙ্গী লইয়া আপনি উপস্থিত হইবেন।” কোন্ দিকে সিঁড়ী আছে, কিরূপে উঠিতে হইবে, কোন্ স্থানে আমার সঙ্গে দেখা হইবে, যথাসাধ্য সংক্ষেপে তাহাকে বলিয়া দিলাম। এই সকল স্থির করিয়া সেই বাড়ীর দিকে আমরা সকলে সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইলাম। ফটক হইতে পনের-ষোল হাত দূরে তাহাদের সকলকে রাখিয়া আমি সর্ব্বপ্রথমে ফটকের কাছে নিঃশব্দে উপস্থিত হইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাকে যখন হেলেনা পলাইতে বলে, তখন সেখানে কোন দ্বারী ছিল না; কিন্তু এখন দেখিলাম, একজন ভীষণকায়, বলিষ্ঠ দ্বারী সেস্থানে পদচারণা করিতেছে। নিশ্চয়ই হেলেনার বুদ্ধিবলে তখন ইহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; হয়ত সে ইহাকে চতুরতার সহিত অন্য স্থানে পাঠাইয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিল—ধন্য হেলেনা! কিন্তু এখন ইহাকে কি করিয়া ফাকী দিই, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

স্থির করিলাম, ইহাকে কোন গতিকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের কাজের সুবিধা হইবে না; কিন্তু ইহাকে কি প্রকারে স্থানান্তর করি? এক উপায়—যদি এক মুহূর্ত্তে ইহার মুখ কাপড়ের দ্বারা বন্ধ করিয়া চারি-পাঁচ জন লোক দ্বারা অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার কতকটা সম্ভাবনা, অনন্যোপায় হইয়া এই প্রণালী অবলম্বন করিলাম। তখনই দারোগার সহিত পরামর্শ করিয়া একজন কনেষ্টবলের নিকট হইতে একখানা বড় গামছা আনিয়া অগ্রসর হইলাম। আমার পশ্চাতে আর সকলে ধীরে ধীরে আসিতে লাগিল। দ্বারীর নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবু সাহেব! ইহ কৌন হাকীম কা কোঠী হৈ?”

সে আমার নিকটে আসিয়া অতি রূঢ়স্বরে বলিল, "কেয়া কাম হৈ, ম্যাকেয়ার সাহেব কো হুই।"

তাব আর কথা বাহির হইল না, আমি তাহার গলায় গামছা মোড়া দিয়া সবলে টানিয়া ধরিলাম; সে একটা অস্পষ্ট চীৎকার করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গীরা আসিয়া তাহার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল; এবং মুখের ভিতরে কাপড় দিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিল। তাহার চীৎকার হয় ত উপরে পৌঁছিয়া থাকিবে, কারণ সেই সময়ে কে একজন উপর হইতে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগবান সিংহ! কো গোল লাগায়া।"

তাহার গলার স্বর শুনিয়া বুঝিলাম, সে আবদুল। যাহা হউক, আমিও অনুরূপ স্বর করিয়া তখনই উত্তর দিলাম, "খোদাবন্দ, হাম আন্ধেরা আদ্‌মি, রাত কো ইহা পর রহনে চাহতেঁ হুঁ।"

সে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "নিকল্ যাও।"

আমি "যো হুকুম" বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একটু আড়ালে দাঁড়াইলাম। যে দুই জন কনেষ্টবলকে রাস্তায় পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহাদের দ্বারা সেই দ্বারোয়ানকে মুদীর দোকানে পাঠাইয়া দিলাম, এবং বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম, যতক্ষণ না আমাদের কার্য্য-সাধন হয়, ততক্ষণ যেন তাহারা তাহাকে এইরূপ অবস্থায় রাখে; এবং বাড়ী হইতে কেহ না পলায়, সেইদিকে নজর রাখে—ইহার অন্যথা হইলে তাহাদের বিশেষ সাজা পাইতে হইবে, এবং কর্ম্ম হইতে বরখাস্ত করা হইবে।

তাহার পর আমরা সকলে সতর্কতার সহিত ফটক পার হইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দুইজন পাহারাওয়ালা লইয়া দারোগা বাবু বাগানে লুকাইলেন। আমি চারি জনকে সঙ্গে লইয়া উপরে

উঠিলাম; দুই জনকে সিঁড়ীর নীচে চুপ ক'রে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া, অবশিষ্ট দুই জনকে লইয়া উপরকার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহাদিগকে অন্ধকারে সেই ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিতে বলিলাম। সে ঘর পার হইয়া ম্যাকেয়ার ও গর্ডন যে ঘরে পরামর্শ করিতেছিল, তাহার পার্শ্বের ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করিলাম। তাহাদের ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল; কিন্তু তাহাদের কথাবার্ত্তা বাহির হইতে বেশ শুনা যাইতেছিল।

প্রথমে হেলেনার কথা শুনিলাম, সে বলিতেছিল, "ম্যাকেয়ার! সাবধান হইয়া কথা বলিও, আমার পিতা তোমার কথা রাখিতে বাধ্য; কিন্তু আমি তোমার নিকটে কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহি; আজ তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তোমার সম্মুখে আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, পূর্ব্বের সূর্য্য যদি পশ্চিমে উদয় হয়, তাহা হইলেও গর্ডন-কন্যা তোমার মত নারকীকে কখনও পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে না; তুমি এই বিষয় লইয়া পুনঃপুনঃ আর আমার পিতাকে বিরক্ত করিয়ো না।"

ম্যাকেয়ার অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "হেলেনা! যথেষ্ট হইয়াছে—যতদূর অপমানিত হইবার তাহা হইয়াছি; এই সংসারে আজ পর্য্যন্ত কেহই আমাকে এতদূর অপমানিত করিতে সাহস করে নাই। যাহা হউক, ইহার প্রতিফল আছে—সেণ্টমেরীর দিব্য তোমার হৃদয়ের শোণিত দ্বারা আমি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব; মনে রেখো, সমগ্র ফরাসী জাতীর মধ্যে অপমানের প্রতিশোধ লই বলিয়া, আমি খ্যাতিলাভ করিয়াছি, আজ হইতে——"

এই সময়ে গর্ডন তাহাকে বাধা দিয়া অতি ভীষণস্বরে বলিল, "ম্যাকেয়ার সাবধান, তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও আমি একজন

ব্রিটিস। সম্মুখে নারীর অপমান সহ্য করা আমাদের অভ্যাস নহে। তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, হেলেনাকে নিজ মুখে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আমারই সম্মুখে ইহাকে অপমানিত ও ভয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি নিশ্চয় জানিও, এই পিস্তলের দ্বারা এ অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারি। আমি তোমাকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, আর আজও বলিতেছি যে, হেলেনাকে তোমার ন্যায় পাষণ্ডের হাতে কখনই প্রদান করিতে পারিব না, এবং সে-ও যে তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মতা, তাহাও তার নিজ মুখে শুনিতে পাইলে। অতএব তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, ভবিষ্যতে এই কথার পুনরুল্লেখ করিলে, যে ছুরিকা মিসেস্ গর্ডনের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্যারিসের বিখ্যাত কাউণ্ট-লালীর হৃদয়ে সমূলে বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই ছুরিকা তোমার হৃদয়ের শোণিতে রঞ্জিত হইবে, আজ ঈশ্বরের নাম লইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলাম।" এই কথা বলিয়া সে চুপ করিল।

গর্ডনের কথাতেই তাহার 'প্যারিস-রহস্য' বুঝিতে পারিলাম। হায়! গর্ডন সরল ও সদাশয় ব্যক্তি—সে-ও খুনে লিপ্ত!! বোধ করি, ম্যাকেয়ার এই ব্যাপার অবগত আছে, সেইজন্য তাহা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া, নিজের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার চেষ্টায় আছে। গর্ডন খুনী হউক, আর যাহাই হউক, সে পাপী ম্যাকেয়ারের সহকারী নয়, ম্যাকেয়ার যে তাহাকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করাইয়া আপনার অসৎকর্ম্মের সাহায্যকারী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা ইহাদের বাক্যালাপেই বেশ জানিতে পারিলাম। অতএব গর্ডনকে ম্যাকেয়ারের তুল্য দোষীরূপে পরিগণিত করা ন্যায়সঙ্গত নহে। আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে আবদুল বলিল, "হুজুর,

আমার একটি নিবেদন আছে, আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যে হেলেনার বিষয় আনিয়া মহা গণ্ডগোল উপস্থিত করা হইয়াছে—এতক্ষণ যাহা নির্দ্ধারিত ও স্থিরীকৃত হইল, এক হেলেনার কথা উত্থাপন করিয়াই সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান অবস্থায় বাজে কথা ভুলিয়া গিয়া, আমাদের সকলের একমত হইয়া স্বকার্য্য-সাধনে যত্নবান হওয়া উচিত; কারণ নানা সাহেবের দূত তাণ্টিয়া টোপী কল্যই আমাদের অভিমত অবগত হইবার জন্য আসিবে; সুবেদার ধনবল্লভ সিংহকে বিদ্রোহীর নেতা হইবার জন্য দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে যে সনন্দ আনাইয়া দিবার প্রতিশ্রুত হইয়াছি, কিছুদিনের পর সে তাহা লইতে আসিবে; এখনও আমাদের মত ঠিক না হইলে কল্য তাণ্টিয়াকে কি বলিব? ধনবল্লভ সিংহকে সে 'সনন্দ' আনাইয়া না দিতে পারিলে, নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের কথায় বিশ্বাস-স্থাপনা করিবে না, আর আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসরও হইবে না। অতএব কাজের সময়ে বন্ধুবিচ্ছেদ ভাল বিবেচনা করি না।"

গর্ডন বলিল, "আব্দুল! তুমি বেশ কথা বলিয়াছ, আমার অঙ্গীকার মত তোমাদিগকে অনুরূপ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি—তোমরা যে ষাট হাজার টাকা হাওলাৎ স্বরূপ চাহিয়াছ, তাহা দিতে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু তোমাদিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ভবিষ্যতে আমাকে তোমরা আর কোন বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিবে না; তোমরা টাকা লইবার পর আর আমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না। এমন কি আমার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও করিতে পারিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে যদি তোমরা সম্মত হও, তাহা হইলে এইমাত্রই আমি তোমাদের ষাট হাজার টাকার একখানি চেক দিতেছি, আগ্রা ব্যাঙ্কে উহা দেখাইলে তোমরা এই অঙ্গীকৃত টাকা পাইবে।"

আবদুল বলিল, "আমি ইহাতে খুব সম্মত আছি, আপনি আমাদের দলের একজন লোক, যেরূপ সাহায্য আপনি সঙ্গত বলিয়া প্রদান করিবেন, তাহা আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নহে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান অবস্থায় ত কখনই নহে। টাকা ত দূরের কথা, একটু সামান্য সাহায্য পর্য্যন্ত আমাদের এখন অবজ্ঞার চোখে দেখা উচিত নহে। নিজের সামান্য শক্তির উপরে বিশ্বাস করিয়া জগতে কে কোথায় মহৎ কাজে হাত দিয়াছে? সকলেই এক সমবেত শক্তির উপরে বিশ্বাস করিয়া বড় বড় কাজ সফল করিতে সমর্থ হইয়াছে। পারস্য ভাষায় একটা বয়েদে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, বাবুই পাখী একটা সামান্য জীব, তাহাদের শক্তিও অতি অল্প; কিন্তু সেই বাবুই পাখী সামান্য শক্তি লইয়া তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ডালে যে বাসা প্রস্তুত করে, প্রচণ্ড বায়ু ভীষণরূপে প্রবাহিত হইলেও সেই সকল বাসা ডাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না। স্বীকার করি, আমাদের শক্তি অতি সামান্য, আপনি যে ষাট হাজার টাকা হাওলাৎ দিবেন, তাহা তৃণগুচ্ছের ন্যায় তুচ্ছ; কিন্তু এই সকল তুচ্ছ বস্তু উপেক্ষা না করিয়া যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে সেই সমবেত চেষ্টা বা শক্তি যে অগ্নি উদ্গীরণ করিবে, কে বলিতে পারে, তাহাতে ফিরিঙ্গি রাজ্য বিধ্বংস হইয়া হিন্দুস্থানে ফরাসী জাতির একাধিপত্য সংস্থাপিত না হইবে? সেইজন্য বলিতেছি, আপনার প্রদত্ত সাহায্য তুচ্ছ হইলেও আমার প্রভু ম্যাকেন্সার সাহেবের তাহা গ্রহণ করা উচিত।"

আবদুলের বক্তৃতা শুনিয়া তাহাকে একজন কৃতবিদ্য লোক বলিয়া বোধ হইল। মানুষের চরিত্র সে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত—যেমনই সে দেখিল, ম্যাকেন্সার ও গর্ডনের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আসিয়া পড়িতেছে এবং তাহার স্বার্থসাধনের পথও বন্ধ হইয়া যাইতেছে,

অমনি সে গর্ডনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহার প্রশংসা ও ম্যাকেয়ারকে সামান্য ভৎর্সনা করিয়া উভয়কে কার্য্যসাধনে প্ররোচিত করিতে আরম্ভ করিল। বুঝিলাম, তাহার জীবন শুধু পাপকর্ম্মে ব্যয়িত হয় নাই, জ্ঞানের চর্চ্চাও সে কিছু করিয়াছে। রাজদ্রোহীর ও ষড়-যন্ত্রকারীর মধ্যে সে-ও যে একজন প্রধান নেতা, এখন আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম।

আবদুলকেও যে গ্রেপ্তার করিব, তাহা পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া-ছিলাম ; কিন্তু আমি তাহাকে ম্যাকেয়ারের সহকারীরূপেই জানিতাম, সে যে বিদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারীর মধ্যে এক প্রধান নেতা, তাহা আগে বুঝিতে পারি নাই ; এখন ম্যাকেয়ারকে ধরা যেরূপ বিশেষ প্রয়োজন, তাহাকেও সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে এক প্রধান ষড়যন্ত্রী থাকিয়া যাইবে। স্থির করিলাম, উভয়কেই আজ যে প্রকারে পারি, ধরিব। গর্ডন ও হেলেনা যদি ইতিমধ্যে চলিয়া যায় ত ভাল, তাহা না হইলে তাহাদেরই সম্মুখেই এই কার্য্য সম্পন্ন করিব।

আমরা তিনজনে ম্যাকেয়ার ও আবদুলকে একই সময়ে ধরিতে গেলে যদি তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করে, তাহা হইলে হয়ত আমাদেরই প্রাণ হারাইতে হইবে। এইরূপ বদমায়েস লোকেরা যে গুপ্তভাবে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া চলা-ফেরা করে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতাম। ইহাদের সহিত গুলিভরা পিস্তল যে নাই, কে বলিবে ? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একটা ফন্দী ঠাওরাইলাম—আবদুল যদি ইতিমধ্যে এ ঘর হইতে স্থানান্তরে যায়, তাহা হইলে তিন-জনেই এককালে হঠাৎ ঘরের মধ্যে গিয়া ম্যাকেয়ারকে ধরিয়া ফেলিব ; পরে অন্য কনেষ্টবলের দ্বারা আবদুলকে ধরা অতি সহজ হইবে, এই ঠিক করিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ হত্যা।

(সবদাব রামপাল সিংহের কথা।)

আব্দুলের বক্তৃতার পর দশ মিনিটকাল সেই ঘর নিস্তব্ধ, কেহই কোন কথা বলিল না। বুঝা গেল, তাহার কথা ম্যাকেয়ারের মনে লাগিয়াছে। তৎপবে ম্যাকেয়ার বলিল, "গর্ডন, তোমার কার্য্যকলাপ, কার্য্যাব প্রণালী ও আমার প্রতি এইরূপ অবজ্ঞাসূচক আচরণ দেখিয়া আমি তোমাব প্রতি সন্দিহান হইয়াছি, এখন আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, কল্য যে গোয়েন্দাকে আমবা ধরিয়াছি, সে হয় ত তোমারই নিযোজিত লোক ; যাহোক, টাকা পাইলে তোমার সহিত আমি আর কোন সম্বন্ধ বাখিতে ইচ্ছা করি না, আব্দুলের কথানুসারে চলাই এখন যুক্তিযুক্ত। তোমার সাহায্য আমি উপেক্ষা করিব না, আগ্রা ব্যাঙ্কে ষাট হাজার টাকার একখানা চেক লিখিয়া দাও, কিন্তু——"

এই সময়ে হেলেনা তার পিতাকে বলিল, "বাবা! আপনি ত ষাট হাজার টাকা জলে ফেলিতে চলিলেন ; কিন্তু আমার সম্মুখে আপনিও আজ ঈশ্বরের পবিত্র নাম লইয়া শপথ করিয়া বলুন যে, সয়তানের অবতার এই ম্যাকেয়ারের সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিবেন না। এই ষাট হাজার টাকা যদি ইহাদের দান করেন, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। আর এক কথা, এখন ত্রিশ হাজার দিন এবং কল্য যে ব্যক্তি ধৃত হইয়া ম্যাকেয়ারের নিকটে আবদ্ধ আছেন, তাঁহার

নিরাপদের জন্য আপনার নিকটে আর ত্রিশ হাজার টাকা গচ্ছিত থাকুক। যেদিন ম্যাকেয়ারের কার্য্য শেষ হইবে, সেইদিন তাঁহাকে খালাস করিয়া দিলে, বাকী টাকা পাইবে। ইহাতে ম্যাকেয়ার যদি সম্মত হয় ভাল, তাহা না হইলে তাহার যাহা ইচ্ছা করুক।"

হেলেনার কথা শুনিয়া আব্দুল বলিল, "আচ্ছা, মিস্ বাবা, তাহাতে আমরা সম্মত আছি; কিন্তু ত্রিশ হাজার না রাখিয়া দশ হাজার রাখুন, এই টাকা আপনারা হাওলাৎ স্বরূপ দিতেছেন বই ত নয়, তাহাতে এত রাখারাখি করিলে চলিবে কেন? সে পাজী বেটার জীবন লইতে ইচ্ছা করি না, তবে যে পর্য্যন্ত কার্য্যসাধন না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে অন্য স্থানে আমাদের হেফাজতে রাখিব, ইহাতে যদি আপনি আপত্তি করেন, তাহা শুনিব না।"

হেলেনা বলিল, "না না, তাহা হইবে না, তোমাদিগকে টাকা হাওলাৎ দেওয়া, আর একেবারে দেওয়া একই কথা—এখন আমরা ত্রিশ হাজারের বেশী দিব না; তোমরা সে ব্যক্তিকে যেস্থানে খুসী রাখিতে পার। তাঁহার জীবনটা নিরাপদে থাকে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।"

ম্যাকেয়ার বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, তাহাই হইবে, ত্রিশ হাজার টাকার একখানা চেক আমাকে দাও।"

আমি বুঝিলাম, ম্যাকেয়ার প্রতারণা করিতেছে, সে ভাবিয়াছে যে, আগে ত্রিশ হাজার টাকা হাতে লইয়া, পরে আমার জীবন শেষ করিয়া নিষ্কণ্টক হইবে।

কিছুক্ষণ পরে হেলেনা বলিল, "ম্যাকেয়ার, তুমি বাইবেল লইয়া শপথ কর যে, চেক দিবার পর হইতে আর তুমি আমার পিতার সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ করিবে না, পুনরায় কোন বিষয়ের জন্য তাঁহাকে আর বিরক্ত করিবে না। আমাদের কথামত কাজ করিলে বাকী ত্রিশ হাজার

টাকা যেদিন চাহিবে, সেইদিন তোমাকে পাঠাইয়া দিব; তোমার যদি ইহাতে বিশ্বাস না হয়, আমরাও বাইবেল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি।"

ইহার পর আর একটা শব্দ হইল। বুঝিলাম, হেলেনা টেবিলের উপর বাইবেল ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, একজন কে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল—বোধ করি, সে ম্যাকেয়ার; কারণ পরক্ষণেই সে এই বলিয়া শপথ গ্রহণ করিল, "আমার নাম ম্যাকেয়ার—আমি এই বাইবেল স্পর্শ করিয়া সেণ্টমেরীর পবিত্র নামে শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, আমি এণ্ড্রু গর্ডনের নিকট হইতে ত্রিশ হাজার টাকার চেক পাইলে আর কখনও তাহাকে কোন বিষয়ের জন্ত বিরক্ত করিব না। এবং আর কখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না; আর কল্য আমার যে শত্রুকে আবদ্ধ করিয়াছি, তাহার জীবনের কোন অনিষ্ট করিব না।"

এই বলিয়া সে পুনরায় বসিল।

তাহার পর গর্ডন বাইবেল গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি এণ্ড্রু গর্ডন, এই পবিত্র বাইবেল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, প্যারিস সহরে ১৮৩৬ খৃঃ অঃ ২০এ নবেম্বর বুধবার রাত্রিতে জর্ডনের জল স্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমি রবার্ট ম্যাকেয়ারের যথাসাধ্য উপকার করিব। আজ যখন আমি ত্রিশ হাজার টাকার চেক সেই ম্যাকেয়ারের হাতে দিব, তখন আমার সেই অঙ্গীকারের কাল শেষ হইবে; অতঃপর আমি আর তাহার নিকটে কোন প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিব না; এবং সে যখন আমার সম্মুখে আমার নির্দ্দিষ্ট একজন লোককে জীবিতাবস্থায় উপস্থিত করিবে, তখন আমি তাহাকে আরও ত্রিশ হাজার টাকা দিব। এখন আমি তাহাকে এই টাকা হাওলাৎ স্বরূপ দিতেছি; কিন্তু সে যদি ইহা প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলেও ইহাতে আমার আর কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না।"

তাহার পর গর্ডন একখানি চেক লিখিলেন, ম্যাকেয়ার তাহা আব্দুলের হাতে দিয়া বলিল, "তুমি কল্যই ইহা লইয়া আগ্রা ব্যাঙ্কে যাইবে, এখন একবার উপরে গিয়া সে ব্যক্তি কিরূপ আছে দেখিয়া এস, আমি এখনই তাহাকে এ স্থান হইতে লইয়া যাইব।"

আমি সে স্থান হইতে ঘরের মধ্যে অন্ধকারে আসিয়া লুকাইলাম। স্থির করিলাম, যেই আব্দুল উপরে যাইবে, অমনই ম্যাকেয়ারকে ধরিব; সেই গৃহে যে দুইজন কনেষ্টবল লুকায়িত ছিল, তাহাদের সতর্ক করিয়া দিলাম এবং প্রস্তুত থাকিতে বলিলাম; তার পর দরজা খুলিবার শব্দ পাইলাম, আব্দুল একটা বাতি হাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া উপরে গেল। আমি নিমেষের মধ্যে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া, সাহস করিয়া অগ্রসর হইলাম। ম্যাকেয়ারের ঘরের সম্মুখে আসিয়া, চাবি দ্বারা এক-নিশ দিয়াই সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এবং ম্যাকেয়ারকে চেয়ার হইতে উঠিবার সময় দিলাম না, তাহাকে নীচে ফেলিয়াই তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলাম; আমাকে সেই ঘরের মধ্যে জীবিতাবস্থায় দেখিয়া বজ্রাহতের ন্যায় সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। অল্পক্ষণেই দুইজন কনেষ্টবল আসিয়া তাহাকে অতি সাবধানের সহিত বাঁধিয়া ফেলিল। পলাইবার জন্য ম্যাকেয়ার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টা বৃথা হইল।

এমন সময়ে দারোগা বাবু এবং তাঁহার সঙ্গীরা সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। আমি দারোগা বাবুকে বলিলাম, "বাবু, একজন আসামী উপরে গিয়াছে, এই সিঁড়ী দিয়া, উপরে গিয়া শীঘ্র তাহাকে গ্রেপ্তার করুন।"

দারোগা বাবু ও কনেষ্টবলগণ উপরে দৌড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে ম্যাকেয়ার অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "আব্দুল! এবেনম, এবেনম, এবেনম।"

"ম্যাকেয়ারকে চেয়ার হইতে উঠিবার সময় দিলাম না।"

[শোণিত-তর্পণ—৬৮ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press

আব্দুলকে সাবধান করিবার জন্যই ম্যাকেয়ার এইরূপ চীৎকার করিতেছিল। আমি ম্যাকেয়ারকে সেই কনেষ্টবলদের জিম্মায় রাখিয়া গর্ডন ও হেলেনাকে আমার সহিত বাহিরে আসিতে বলিলাম। তাঁহারা সহসা সম্মুখে এইরূপ অসম্ভব ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখিয়া এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহাদের বাহিরে ডাকিলাম, তখন তাঁহারা আস্তে আস্তে বাহিরে আসিলেন। আমি গর্ডনকে বলিলাম, "মহাশয়, আপনি ভীত হইবেন না, আপনার কোন দোষ নাই. কল্য আপনার সঙ্গে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতারণা করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সাধিত হইল; অতএব আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন। আপনি আমাকে বন্দী করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি আপনার প্রতি একতিলও অসন্তুষ্ট নহি; কারণ আপনার দয়াময়ী কন্যা হেলেনার যত্নে আমি সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি। হেলেনার হৃদয় আমার দুঃখে কাতর না হইলে আমি আজ কখনই এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। ঈশ্বর ইচ্ছায় আজ আপনার ও হেলেনার মহাশত্রু এই ম্যাকেয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। যেরূপ চক্রান্তে আপনারা পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতে যে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন, সেইজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। আমি জীবন থাকিতে হেলেনার উপকার বিস্মৃত হইব না—আজ হইতে আমি ইহাকে আপন কন্যার ন্যায় দেখিব, এবং সতত ইহার প্রত্যুপকার করিতে যত্নবান্ থাকিব। বোধ করি, ম্যাকেয়ারকে ধরিয়া হেলেনার আজ যৎকিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারিয়াছি। সে হেলেনার মহা অনিষ্ট সাধন করিবে বলিয়া মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল।"

হেলেনা আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মহাশয়! আমি আপনার জন্য বেশী আর কি করিয়াছি? একজন মানবের যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই

সাধন করিয়াছি। আপনার যৎকিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছি বলিয়া যদি আপনিও আমার প্রত্যুপকার করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইব না। আজ আমাদের এই বাড়ীতে ম্যাকেয়ার বন্ধুভাবেই আসিয়াছে—সে আমার ভীষণ শত্রু হইলেও আমাদের উপরে বিশ্বাস করিয়াই আসিয়াছে, আপনি তাহাকে এই স্থলে গ্রেপ্তার করিয়া আতিথ্যরূপ পবিত্র ব্রতের উপরে কুঠারাঘাত করিলেন; সে নিশ্চয়ই মনে করিবে যে, এই সকল আমাদের চক্রান্ত, আপনি তাহাকে যত ভয় করিতেছেন, আমি তাহাকে তত ভয় করি না; কারণ সে আমার অনিষ্টসাধনে যতই যত্নবান হউক না কেন, ঈশ্বর আমার ইষ্টসাধনে সততই চেষ্টিত আছেন; সেইজন্য সে আমার নিকটে মহা দোষী হইলেও তাহার প্রতিশোধ লওয়া আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ এবং তাহাকে ক্ষমা করাই আমার স্বভাবসিদ্ধ।"

এই বলিয়া হেলেনা চুপ করিল। যদিও আমার হৃদয় নানা কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকায় পাষাণবৎ হইয়া গিয়াছিল, তবুও হেলেনার সরল অন্তঃকরণের মধুর বাক্যগুলি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে যাইয়া বিদ্ধ হইল। আমি তাহাকে স্বর্গের প্রতিমূর্ত্তি জানিয়া মনে মনে শত সহস্রবার প্রণাম করিলাম। তাহার কথা অনুসারে ম্যাকেয়ারকে ছাড়িয়া দিলে—আমার, তাহার এবং গবর্ণমেণ্টের—তিনেরই অনিষ্ট হইবে; অতএব ম্যাকেয়ারকে কখনই ছাড়া যাইতে পারে না, ইহাতে হেলেনা অসন্তুষ্ট হইলেও উপায় নাই। এইরূপ স্থির করিয়া আমি হেলেনাকে বলিলাম, "হেলেনা! তোমার দিক্ থেকে দেখিতে গেলে, এইরূপ ভাবে এখানে ম্যাকেয়ারকে গ্রেপ্তার করা আমার যে অন্যায় হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেছি; কিন্তু তোমার প্রতি, তোমার পিতার প্রতি এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে, সেদিক্ হইতে দেখিতে

গেলে, কর্ত্তব্য সাধন ব্যতীত আমি আর কিছুই করি নাই; অতএব আমার বিবেচনায় ইহা অন্যায় হয় নাই। যাহা হউক, আমি ইহাকে এখন এইরূপ অবস্থায় আমার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছি, পরে তোমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা বিবেচনা সঙ্গত হয়, তাহাই করিব।"

হেলেনার সহিত আমার কথা হইতেছে, অথচ গর্ডন একটিও কথা বলিতেছে না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার কথা শেষ হইলেই হেলেনা তাহার পিতাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু গর্ডন তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম, সে অত্যন্ত ভীত হইয়াছে। বোধ হইল, সে যেন আমাকে কোন প্রশ্ন করিবে বলিয়া ভাবিতেছে। সেইজন্য আমি তাহাকে প্রথমেই বলিলাম, "মহাশয়! আপনার যদি কোন জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে বলুন, আমি তাহার যথাসাধ্য উত্তর দিব।"

গর্ডন মৃদু অথচ ভয়ব্যঞ্জকস্বরে বলিল, "মহাশয়ের পরিচয়টা দিতে আপত্তি আছে কি?"

"না, আপত্তি কিছুই নাই—আমার নাম রামপাল সিং, বাসস্থান লুধিয়ানা প্রদেশে। আমি ডিটেক্‌টিভ কমিশনার।"

ঘর হইতে আলো আসিয়া গর্ডনের মুখে পড়িয়াছিল, আমি স্পষ্ট দেখিলাম, "ডিটেক্‌টিভ" এই নাম শুনিবামাত্র তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার এইরূপ মুখ দেখিয়া আমারই মনে কেমন একরকম আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হইল। হেলেনাও তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, সে তাহার পিতার গলা ধরিয়া বলিল, "বাবা, আপনি ভীত হইবেন না, রামপাল আমাদের বন্ধু, তিনি কখনই আমাদের অনিষ্ট-সাধন করিবেন না।"

এই বলিয়া, সে তাহার পিতার হাত ধরিয়া নীচে লইয়া চলিল। গর্ডন ও হেলেনাকে অভিবাদন করিয়া ম্যাকেয়ার যে ঘরে বন্দী ছিল, সেই ঘরে গেলাম।

আমাদের সেই সকল কথাবার্ত্তা কহিতে প্রায় পনের মিনিট অতিবাহিত হইয়াছিল; কিন্তু এখনও আব্দুলকে ধরিয়া নীচে আনা হইল না কেন? আমার মনে বিষম সন্দেহ হইল। অতঃপর ম্যাকেয়ারকে চেয়ার ও টেবিলের পায়ার সঙ্গে এক কনেষ্টবলের পাগড়ীর দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিলাম এবং সকলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। দুইজন কনেষ্টবলকে দরজায় পাহারা নিযুক্ত রাখিয়া আমি একাকী উপরে উঠিলাম। এবং তথায় দারোগা ও তাহার সঙ্গীর অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু অন্ধকারে এইরূপ ভাবে শত্রুর পশ্চাৎ অনুসরণ করাটা আমি ভাল মনে করিলাম না। কি জানি, যদি আব্দুল ধরা না পড়িয়া থাকে এবং কোথায় লুক্কায়িত থাকিয়া আমারই জীবননাশ করে? যাহা হউক, প্রথমে মোটা চাবিটির দ্বারা জোরে শিশ্ দিতে লাগিলাম। একবার, দুইবার, এইরূপ অনেকবার শিশ্ দিলাম, কোনই উত্তর নাই!! ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তাহার পর ম্যাকেয়ারের ঘর খুলিয়া সেই ঘর হইতে আলোটা বাহির করিলাম, পুনরায় সেই ঘরে শিকল বন্ধ করিয়া, কনেষ্টবলগণকে অতি সতর্কতার সহিত পাহারা দিতে বলিয়া, আলো লইয়া উপরে উঠিলাম। আমি অতি দ্রুতগতিতেই উঠিতেছিলাম, সিঁড়ীর একস্থানে পা পিছলাইয়া পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া গেলাম। পা পিছলাইল কিসে? আলো নীচু করিয়া দেখিলাম—ওঃ! কি ভয়ানক ব্যাপার! উপর হইতে রক্তের স্রোত সিঁড়ী দিয়া নিম্ন দিকে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে!!! ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিল, উপরে যাইবার

জন্য আর পা উঠিল না, পুনরায় নীচে নামিয়া আসিলাম, দুইজন কনেষ্টবলের মধ্য হইতে একজনকে রাস্তা হইতে আট-দশ জন লোক এবং নিকটস্থ কোন চৌমাথায় যদি পুলিস থাকে, তাহাদিগকে শীঘ্র ডাকিয়া আনিতে বলিলাম।

নিকটস্থ কোন গির্জ্জায় দশটা বাজিল—পাহারা বদল হইবার এই সময়। কনেষ্টবলের সহিত যদি কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর দেখা হয়, তাহা হইলে সাহায্য পাইবার পক্ষে আমাদের সুবিধা হইবে; নচেৎ এত রাত্রে রাস্তার কিম্বা পাড়ার কোন লোক আমাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে না। আমি এই সকল কথা ভাবিতেছি—মনে ভয়ও হইতেছে, দারোগা ও তাঁহার সঙ্গীরা এখনও ফিরিয়া আসিল না, আব্দুল কি তাহাদিগকে একাকী খুন করিল? ইহা নিতান্তই অসম্ভব—একজন কিম্বা দুইজনকে খুন করিতে পারে, তবু ত একজনের ফিরিয়া আসা উচিত? কিন্তু কেহই এখনও আসিল না। কারণ কি?

মনে কত রকম দুশ্চিন্তা আসিয়া উদয় হইতে লাগিল—এমন সময়ে নীচে কয়েকজন লোকের পদশব্দ শুনিলাম, অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সিঁড়ীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছি—হঠাৎ পুলিসের দুইজন সাহেব উপরে উঠিয়া আসিয়া হিন্দিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুম্ কৌন্ হৈ।"

আমি বলিলাম, "আমি একজন ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী। একজন খুনী আসামীকে এই ঘরে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছি এবং একজন উপরে পলাইয়া গিয়াছে। তাহার অনুসরণ করিতে একজন দারোগা ও দুইজন কনেষ্টবলকে উপরে পাঠাইয়াছি; কিন্তু তাহারা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা উপরেই আছে, এখনও আসে নাই, আমি তাহাদের অন্বেষণে উপরে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে সিঁড়ীতে দেখিলাম, উপর হইতে রক্তের স্রোত নীচে সোপান বহিয়া আসিতেছে। তাহা দেখিয়া

আমার মনে সন্দেহ হওয়াতে, একজন কনেষ্টবলকে রাস্তায় আরও পুলিস ডাকিতে পাঠাইয়াছি, বোধ করি, তাহারই সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে।"

আমাকে ইংরাজীতে কথা কহিতে দেখিয়া একজন সাহেব ইংরাজীতেই বলিল, "বাবু, আমাদের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই। আমরা এই বাড়ীর গেটের সম্মুখে একজন পুলিস কনেষ্টবলকে খুন হইতে দেখিয়া ইহার মধ্যে ঢুকিয়াছি। যে ব্যক্তি তাহাকে খুন করিয়াছে, সে আমাদিগকে দেখিয়াই দৌড়িয়া বাহিরে পলাইল; কিন্তু পলাইবার সময়ে তাহার হাতে একখানি বড় ছোরা দেখিতে পাইয়াছি। যাহা হউক, এই ঘরে যে আসামী আবদ্ধ আছে, আমরা তাহাকে একবার দেখিতে চাই।"

তাঁহাদের মুখে সেই কনেষ্টবল খুন হইয়াছে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ম্যাকেয়ারের গ্রেপ্তার ব্যাপারের এইরূপ ভীষণ পরিণাম হইবে, জানিলে, কখনই আজ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতাম না। এ সকল যে সেই পাষণ্ড আব্দুলের কাজ, তাহা তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম। বোধ করি, সে ম্যাকেয়ারকে ধৃত হইতে দেখিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল যে, একে একে আমাদের সকলের বিনাশ সাধন করিয়া ম্যাকেয়ারকে মুক্ত করিবে। কৌশলে সকলকে হত্যা করা তাহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ইহাদিগকে ভিতরে আসিতে দেখিয়াই সে পলাইয়াছে, তাহারা না আসিলে সেই কনেষ্টবলকে খুন করিয়া, পরক্ষণেই আমাদিগকে যে সাবাড় করিয়া ফেলিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাহেবদের বলিলাম, উপরে কি কাণ্ড হইয়াছে, শীঘ্র দেখা উচিত। তাঁহাদের পরিচয় লইয়া জানিতে পারিলাম যে, তাঁহাদের একজন ইন্‌স্পেক্টর ও অন্য জন সার্জ্জন। আমরা উপরে যাইবার জন্য যখন সিঁড়ীর

নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম, সিঁড়ী রক্তে রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে—ওঃ কি ভয়ানক দৃশ্য! দ্রুতগতিতে সকলেই উপরে উঠিলাম। সিঁড়ীর সর্ব্ব উপরকার ধাপে একজন কনেষ্টবলের মৃত শরীর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার বুকে, পিঠে ও হাতে ছোরা সমূলে বিদ্ধ হইয়াছে। তাহারই মৃত শরীর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। তাহার দেহে প্রাণ নাই। তাহার মৃত শরীর সেই স্থানেই রহিল; আর দু'জনের কি দশা হইয়াছে, তাহারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলাম। কিছুদূর গিয়া দেখিলাম, দারোগা বাবু রক্তাক্ত কলেবরে পড়িয়া রহিয়াছেন। নিকটে গেলে তিনি আমাকে তাঁহার আরও নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার পঞ্জরের নিম্নে ভীষণ ছোরা বিদ্ধ হইয়াছে। বহু কষ্টে আমার নিকটে একটু জল চাহিলেন; কিন্তু জল কোথায় পাই? সাহেবদের সাহায্যে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া করিয়া অন্য স্থানে শোওয়াইলাম। একখানা কাপড় বুকের নীচে দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলাম; তাহাতে অতিরিক্ত রক্ত পড়াটা বন্ধ হইল। তিনি পুনঃপুনঃ হস্ত দ্বারা ইসারা করিয়া জল চাহিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে নীচে লইয়া যাওয়া স্থির করিয়া আর একজনের দশা কি হইল, তাহা দেখিবার জন্য আমরা সকল ঘর খুঁজিতে লাগিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। অগত্যা আমরা দারোগা বাবুকে ধরাধরি করিয়া নীচের তলায় নামাইয়া আনিলাম এবং একজন জমাদারকে শীঘ্র জল আনিবার জন্য পাঠাইলাম; সে নীচের দরোয়ানের ঘর হইতেই জল লইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি কিছুরই উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। এই মাত্র বলিলেন যে, আবদুলকে ধরিতে গিয়া তাঁহার এই দশা হইয়াছে।

দারোগা বাবুকে আর কিছু প্রশ্ন করিলাম না। এখন ম্যাকেয়ারকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির করিলাম। ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে বলিলাম, তিনি যদি আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি পরম বাধিত হইব—তিনি সম্মত হইলেন। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া, দরজা খুলিয়া ম্যাকেয়ারকে বাহির করিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, সে আমাদের কার্য্যে কোন প্রকার বাধা দিল না। তাহার পকেট অন্বেষণ করিয়া একটি ছোট ছ-নলী পিস্তল, এক শিশি ক্লোরাফরম ও কয়েকখানা পত্র পাইলাম। সে সকল আমি নিজের কাছেই রাখিলাম। ম্যাকেয়ারের হাত, পা, কোমর খুব শক্ত করিয়া, বাঁধিয়া সকলে মিলিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া আনিলাম। কনেষ্ট-বলেরা দারোগা বাবুকে ধরাধরি করিয়া নীচে নামাইয়া আনিল। নীচে আসিয়াই ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে সঙ্গে করিয়া ফটকের কাছে যে কনেষ্টবল আহত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, তাহার স্কন্ধে ছুরি বিদ্ধ হইয়াছে। অধিকক্ষণ শোণিতস্রাব হওয়াতে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু জীবননাশের আশঙ্কা ছিল না। তাহাকেও সেই স্থান হইতে উঠাইয়া স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলাম এবং শীঘ্র যাহাতে এই সকল আহত ব্যক্তি হাঁস্‌পাতালে প্রেরিত হয়, ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের সহিত সেই প্রকার বন্দোবস্ত করিলাম। নানারূপ দুর্ঘটনায় আমার শরীর ও মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়া-ছিল, সেই হেতু যত শীঘ্র পারি, বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সার্জ্জন সাহেবকে দু'খানা গাড়ী আনিতে অনুরোধ করিলাম। পাঠকের হয় ত স্মরণ আছে যে, আমি ম্যাকেয়ারকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে, সেই বাড়ীর দ্বারবানকে বাঁধিয়া মুদির দোকানে এক কনেষ্টবলের জিম্মায় রাখিয়াছিলাম। তাহাকে এখন সেখান হইতে আনাইলাম।

তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, সেই বাড়ী গর্ডন সাহেবের এবং সে-ও গর্ডন সাহেবের এক পুরাতন ভৃত্য। সেই দিবস কোন ব্যক্তি মাকেয়ার ও আব্‌দুল কর্ত্তৃক সেই স্থানে আনীত হইয়াছে কি না তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে বিষয়ে কিছুই জানে না বলিয়া সে উত্তর করিল। সে যে আমার সহিত প্রতারণা করিতেছে, তাহা বেশ বুঝিলাম। আমি তাহাকে ছাড়িয়া না দিয়া পুলিসের জিম্মায় রাখিলাম। কিছুক্ষণ পরে সার্জ্জন সাহেব দু'খানা গাড়ী লইয়া আসিল। আহত দারোগা বাবু ও কনেষ্টবলকে একজন জমাদারের দ্বারা নিকটস্থ হাঁস্‌পাতালে পাঠাইয়া দিলাম।

দু'জন কনেষ্টবলকে সেই বাড়ীর পাহারায় নিযুক্ত করিয়া, ম্যাকেয়ারকে লইয়া আমরা তিনজনে গাড়ীর নিকটে গেলাম। ম্যাকেয়ার এতক্ষণ একটিও কথা বলে নাই, এইবার গাড়ীতে উঠাইবার সময়ে বলিল, "মহাশয়, আমার পায়ের বাঁধনটা অনুগ্রহ করিয়া খুলিয়া দিন, আমি নিজেই গাড়ীতে উঠিতেছি, আমাকে ধরিয়া তুলিবার কোন আবশ্যক নাই।"

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব তাহার কথা মত বন্ধন খুলিয়া দিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে বারণ করিলাম। সেই সময়ে ম্যাকেয়ার একবার আমার প্রতি রোষকষায়িতলোচনে চাহিল। যাহা হউক, আমরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে উঠাইলাম। পাছে সে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে, এই ভয়ে দরজা বন্ধ করিয়া, তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিলাম। বলা বাহুল্য, সমস্ত রাস্তা ম্যাকেয়ার চুপ্ করিয়া বসিয়াছিল, পলাইবার কোন চেষ্টা করে নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত পরিত্রাণ।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

প্রায় এক ঘণ্টার পর বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলাম। ইন্‌স্পেক্টর ও সার্জ্জন সাহেবের সাহায্যে ম্যাকেয়ারকে ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলাম। আমার শুইবার ঘরের পাশেই একটা গুদাম ঘর ছিল, সেই ঘরের এক দরজা ব্যতীত একটি জানালাও ছিল না। সেইখানেই ম্যাকেয়ারকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া চারিজন সশস্ত্র লোক তাহার জন্য পাহারায় নিযুক্ত করিলাম। ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাঁহার নাম, ডেভিস—তিনি সিরাজগঞ্জ থানার ইন্‌স্পেক্টর। আমিও তাঁহাকে আমার সমস্ত পরিচয় দিলাম। পরিচয় পাইয়া তিনি আমার নিকটে ক্ষমা চাহিলেন। যাহা হউক, তিনি কল্য আমার নিকটে আসিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন। যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়া দিলাম যে, আমরা যে কনেষ্টবলের কোন সন্ধান পাই নাই, কল্য অতি সকালেই যেন তাহার বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হয়।

আহারাদির পর শয়ন করিলাম। দিবসের কার্য্যে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়াতে শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িলাম। অনেক রাত্রিতে এক ভীষণ শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিসের শব্দ কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আলো লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। ঘরের চারিদিকে দেখিলাম—কোথাও কিছু নাই। ম্যাকেয়ার যে ঘরে আবদ্ধ,

সেখানে গেলাম, দেখিলাম রীতিমত পাহারা রহিয়াছে এবং চাবিও সেইরূপ বন্ধ আছে। প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা এইমাত্র কোন শব্দ শুনিয়াছে কি না? তাহারা বলিল, আমার ঘরের পিছন-দিক্‌কার রাস্তায় এক পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়াছে; কিন্তু কে এই আওয়াজ করিল, তাহা তাহারা জানে না। একজন সাহসী লোককে সেইদিকে পাঠাইয়া দিয়া, লুক্কায়িতভাবে সেখানে কে আছে, দেখিতে বলিলাম। অল্পক্ষণ পরেই সে আসিয়া বলিল, রাস্তা জনমানবশূন্য—সেখানে কেহই নাই। অগত্যা আমি ঘরে গিয়া পুনরায় শুইলাম। কতক্ষণ এইরূপ ঘুমাইয়াছিলাম, ঠিক স্মরণ নাই; বোধ করি, রাত্রি তিনটার সময়ে পুনরায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এবার বাহির দিক হইতে সজোরে কে দরজায় আঘাত করিতেছিল। ভিতর হইতে আমি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কৌন্ হায়?"

বাহির হইতে একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হুজুর, জল্‌দি বাহার হোইয়ে, আসামী ভাগ গায়া।"

গলার আওয়াজ শুনিয়া তাহাকে লছমনপ্রসাদ নামক আমার এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হইল। আমি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠিক সেই সময়ে রাস্তায় কয়েকজন লোক "আসামী ভাগা" "আসামী ভাগা" বলিয়া খুব চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতেছিল। ম্যাকেয়ারের ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, যাহাদের পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই জাগিয়া পাহারা দিতেছে—তবে ম্যাকেয়ার পলাইল কিরূপে?" এই সময়ে রাস্তা হইতে লছমনপ্রসাদ আমাকে বলিল, "হুজুর, কেওয়াড় দেখিয়ে, আসামী ভাগা হৈ কেয়া নহি।"

আমি আর বিলম্ব না করিয়া দরজা খুলিলাম—ওঃ সত্যই ত!

ম্যাকেয়ার ত ঘরে নাই, সে নিশ্চয়ই পলাইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে লছমন পুনরায় আমাকে ডাকিয়া বলিল, "জল্‌দি আদ্‌মী লেকে ইধর আইয়ে, আসামী পক্‌ড়া গ্যয়া।"

একতিলও বিলম্ব না করিয়া, লোক-জন লইয়া সেইদিকে দৌড়িলাম—দরজা খোলাই রহিল। রাস্তায় গিয়া দেখিলাম, সেখানে কেহই নাই। 'লছমন' 'লছমন' বলিয়া অনেকবার ডাকিলাম, দূর হইতে কে যেন হাসিয়া উত্তর করিল, "আরে বেকুফ, লছমন তেরা কাঁহা হঁহা।" তাহার গলার স্বর শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম—এ আর কেহই নহে, নিশ্চয়ই সেই আব্‌দুল।

প্রথম হইতে এ সকল ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছিল, আব্‌দুলের স্বর শুনিয়া আমার জ্ঞান হইল। চতুর আব্‌দুলের হাতে কিরূপ প্রতারিত হইয়াছি, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম, ঘরে ফিরিলাম। ম্যাকেয়ার ত পলাইল, এখন কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। লছমনপ্রসাদকে ডাকিলাম, সে নিদ্রা হইতে উঠিয়া আমার নিকটে আসিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লছমন! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে, আসামী পলাইয়াছে, তুমি তাহার বিষয় কিছু জান কি?"

সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "না, আমি এইমাত্র নিদ্রা হইতে উঠিলাম। একটা যে গোলযোগ হইতেছিল, তাহা আমি অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় বেশ শুনিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

তাহার কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম—তবে কি আব্‌দুল লছমনের গলার স্বর নকল করিয়া এত কাণ্ড করিয়াছে? তাহা হইলে আমি যখন ম্যাকেয়ারের ঘরে চাবী খুলিয়া ঘর শূন্য দেখিলাম, তখন

বস্তুতঃ সেই ঘরেই ম্যাকেয়ার ছিল। সে হয় ত দরজা খুলিবার সময়ে দরজার পাশে লুকাইয়াছিল, সেই সময়ে আবুহুল লছমনের গলার স্বর করিয়া "আসামী ধরা হইয়াছে," বলিয়া আমাকে ডাকাতে, আমি যখন দরজা খোলা রাখিয়া রাস্তায় দৌড়িয়া গেলাম, সেই অবসরে ম্যাকেয়ার সুযোগ দেখিয়া চম্পট দিয়াছে। দুষ্ট আবদুলের চতুরতায় এরূপ ভাবে প্রতারিত হওয়াতে বাস্তবিক আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ আসিয়া উপস্থিত হইল। জালে বদ্ধ পাখী পলাইয়াছে—পুনরায় তাহাকে ধরা বড় কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক, আর শোচনা না করিয়া এখন কি করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রাতে কানপুর ফোর্টে গিয়া জেনারেল হের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার সহিত দুদিন সাক্ষাৎ না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। ম্যাকেয়ার নামক কোন সৈনিক, তাঁহার সৈনিক বিভাগে আছে কিনা সে বিষয়ে তত্ত্ব লইলাম। তিনি বলিলেন, ম্যাকেয়ার নামক কোন সৈনিক তাঁহার সেনানী বিভাগের মধ্যে নাই; কিন্তু রবার্ট নামক একজন ক্যাপ্টেন কল্য সন্ধ্যা হইতে ব্যারাকে অনুপস্থিত আছে। এই রবার্ট, ম্যাকেয়ার কিম্বা অন্য কেহ, তাহা সবিশেষ অবগত হইবার জন্য সৈনিক বিভাগের য়্যালবাম্ হইতে তাহার ফটো আনাইলাম। ফটো দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "এই ত ম্যাকেয়ার!"

"সে কি? এই রবার্ট যে আমাদের সৈনিকগণের মধ্যে একজন খুব বিশ্বাসী ও অত্যন্ত সাহসী। সে গবর্ণমেন্ট হইতে প্রশংসাত্মক সুপারিস পাইয়াছে; কাল রাত্রিতে এখানে না আসাতে তাহার বিপদ হইয়াছে ভাবিয়া, তাহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য দশজন ঘোড়সোয়ার পাঠাইয়াছি।"

"সে একজন ফরাসী দেশীয় দস্যু, সেখানে নানারূপ খুন, ডাকাতী করিয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়াছে, এখানেও ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী পাইয়া ইংরাজ-রাজের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাকেই আমি কল্য রাত্রিতে গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম, এই গ্রেপ্তার-কাণ্ডে আব্দুল নামক তাহার এক সহচর দ্বারা পুলিসের দু'জন লোক সাংঘাতিকরূপে আহত ও একজন খুন হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই আব্দুলের সাহায্যেই কল্য সে পুনরায় পলাইয়াছে। এখন কি করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

জেনারেল হে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "রবার্ট যে একজন খুনী আসামী, তাহা আমি অবগত ছিলাম না, সকলের সহিত সে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিয়া চলিত, সেইজন্য আমরা কেহই তাহার চরিত্রের উপরে কখনও কোনরূপ সন্দেহ করি নাই। যাহা হউক, সে যখন এইরূপ ভয়ানক লোক, তখন তাহাকে যত শীঘ্র পারা যায়, পুনরায় গ্রেপ্তার করা উচিত। কি করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবেন, সে বিষয়ে আপনিই আমার অপেক্ষা অধিক বুঝেন, অতএব সে বিষয়ে আমার পরামর্শ গ্রহণ করা অনাবশ্যক।"

জেনারেল হের সহিত এই বিষয় আর অধিক আলোচনা না করিয়া, ম্যাকেয়ারের ফটোখানা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। গৃহে আসিয়া দেখিলাম, ইন্‌স্পেক্টর ডেভিস্ আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাকে বসিতে বলিলাম এবং ম্যাকেয়ারের পলায়ন বৃত্তান্ত শুনাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার মতে এখন ম্যাকেয়ারকে ধরিতে চেষ্টা না করিয়া আব্দুলকে প্রথমে ধরা উচিত, কারণ সে এখন একজন প্রত্যক্ষ খুনী আসামী

এবং তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্য অনেক লোক রহিয়াছে। ম্যাকেয়ার পুরাতন বদমায়েস বটে; কিন্তু তাহার বিপক্ষে কোন সাক্ষী নাই। তাহাকে ধরিলেও সাজা দেওয়া কঠিন হইয়া উঠিবে। আবদুলই তাহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা, তাহাকে ধরিলে ম্যাকেয়ারকে ধরা সহজ হইবে; এমন কি এক গুলিতে দুই পাখী মারা যাইবে। আপনি কল্য ম্যাকেয়ারকে প্রথমে না ধরিয়া যদি আবদুলকে ধরিতেন, তাহা হইলে সব লেঠা চুকিয়া যাইত। যাহা হউক, এখন আবদুলকে ধরিবার জন্য আপনার সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত।"

ইন্‌স্পেক্টর ডেভিসের কথা আমার মনে লাগিল—তাঁহার বাক্যগুলি যুক্তিযুক্ত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আমিও বুঝিলাম, এখন আবদুলকে ধরাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইন্‌স্পেক্টর ডেভিস্ কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় হইলেন। যাইবার সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি সেই নিরুদ্দিষ্ট কনেষ্টবলের কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না?

তিনি বলিলেন, "মহাশয়! তার বড় দুর্দ্দশা হইয়াছে, দোতলা হইতে একতলার ছাদে পড়িয়া গিয়া তাহার একখানা হাত ও একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, আবদুল তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে; কিন্তু আমার মনে হয়, সে পলাইতে গিয়া নিজেই পড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তাহার জীবনের কোন অনিষ্ট হইবে না।"

এই বলিয়া ইন্‌স্পেক্টর ডেভিস্ চলিয়া গেলেন।

আমি আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া টেলিগ্রাফ আফিসে গেলাম। সেই সময়ে কানপুরে গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ আফিস খোলা হয়। এই টেলিগ্রাফ আফিস তখনও জনসাধারণের জন্য খোলা হয় নাই, কেবল গবর্ণমেণ্টরই সংবাদ প্রেরিত হইত। আমি আফিসের প্রধান

কর্ম্মচারীর নিকটে গিয়া, নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া লর্ড ক্যানিংয়ের নিকটে এক আবশ্যকীয় সংবাদ পাঠাইতে চাহিলাম। তিনি প্রথমে আমাকে চিনিতে না পারিয়া আমার সংবাদ পাঠাইতে অসম্মত হইলেন, আমি তাঁহাকে জেনারেল হের নিকটে আমার বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিতে বলিলাম। প্রায় পনের মিনিটের পর সেই পত্রের উত্তর পাইয়া তিনি আমার নিকটে ক্ষমা চাহিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে লর্ড ক্যানিংয়ের নিকটে সংবাদ প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি ক্যানিংকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইলাম ;—

"রবার্ট ম্যাকেয়ার নামক এক ফরাসী দস্যু নাম জাল করিয়া, ইংরাজ-সৈনিক-বিভাগে কাপ্তেনের কাজ করিত। সে একজন ঘোর ষড়যন্ত্রী ; ভারতে ফরাসীসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপনের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছে। বিঠুরে নানা সাহেব ও তান্তিয়া টোপীর সহিত তাহার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। গত রাত্রিতে তাহাকে আমি গ্রেপ্তার করি। আব্দুল নামক তাহার এক সহচরের সাহায্যে সে পুনরায় পলায়ন করিয়াছে। কল্য রাত্রিতে ম্যাকেয়ারকে গ্রেপ্তার করিবার সময়ে এই আব্দুল কর্ত্তৃক একজন পুলিসের লোক হত ও তিনজন আহত হইয়াছে। আপনি চন্দননগরে ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহার নামে এক গ্রেপ্তারী পরওয়ানা শীঘ্র আমার নিকটে প্রেরণ করিবেন, এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তাহাদের দেশে ঐ নামের কোন প্রসিদ্ধ দস্যু কখনও ছিল কি না।"

সেখান হইতে কানপুরের ফটোগ্রাফার জেম্‌স্ উইলসনের বাড়ী গেলাম। ম্যাকেয়ারের ফটো আমার সঙ্গেই ছিল, সেইরূপ দুই ডজন ফটো শীঘ্র তুলিয়া দিবার জন্য হুকুম দিলাম এবং বলিয়া দিলাম যে, দু'-দিনের মধ্যে যদি তাহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে

তাহাদের ধার্য্য মূল্য ব্যতীত আরও দশ টাকা বেশী দিব। তাহারা কল্যই আমার নিকটে ফটো প্রেরণ করিবে বলিয়া স্বীকার করিল এবং আমার ঠিকানা লিখিয়া লইল। গৃহে ফিরিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানা হেলেনার নিকটে পাঠাইলাম ;—

"হেলেনা। ম্যাকেয়ার পলাইয়াছে। কল্য রাত্রিতে আব্দুল পুলিসের একজনকে খুন এবং তিনজনকে আহত করিয়াছে। তোমার পিতাকে তাহাদের আর প্রশ্রয় দিতে বারণ করিবে, কারণ তাহারা এখন ফেরার খুনী আসামী। তুমি খুব সাবধানে থাকিও, কারণ ম্যাকেয়ার তোমার উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে। আমি যত শীঘ্র পারি, তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছি।"

প্রায় এক ঘণ্টা পরে হেলেনার এক উত্তর পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে ;—

"মহাশয়! অদ্য বৈকালে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে পরম বাধিত হইব।"

বেলা চারিটার সময়ে গর্ডন সাহেবের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহিরের ঘরে হেলেনা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সে আমাকে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আসিয়া, আমার হাত ধরিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! আমার পিতাকে রক্ষা করুন, কখন আমি যদি আপনার কোন উপকার করিয়া থাকি, তাহার প্রত্যুপকারস্বরূপ আমার পিতার জীবন রক্ষা করুন।"

সেই অল্পবয়স্কা, সরলা বালিকা কাতর প্রাণে আমার নিকটে তাহার পিতার জীবন ভিক্ষা চাহিতেছে—এই করুণাময় দৃশ্য দেখিয়া আমিও নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, "হেলেনা! তুমি কাঁদিও না, আমি তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি

যে, তোমার পিতার গুপ্তবিষয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার কখন কোন অনিষ্ট করিব না। তাঁহার প্যারিস-রহস্যের বিষয় যদিও আমি জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু তুমি আমার জীবন-দাত্রী, তোমার মুখ দেখিয়া সে সকল কথা আমি বিস্মৃত হইলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার দ্বারা তোমাদের পরিবারের ইষ্ট ব্যতীত কখনও কোন অনিষ্ট সাধিত হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া আমাকে নিকটস্থ এক চেয়ারে বসিবার জন্য অনুরোধ করিল। আমি বসিলে সে পুনরায় বলিল, "আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, আপনি আমার পিতার কখনও অনিষ্ট করিবেন না। আপনার নিকটে আমার আর এক অনুরোধ এই যে, ম্যাকেয়ার কিম্বা আব্দুল গ্রেপ্তার হইলে, তাহাদের দোষ প্রমাণ করিবার জন্য আমার পিতাকে কিম্বা আমাকে সাক্ষীরূপে প্রকাশ্যে আদালতে যেন উপস্থিত না করেন।"

আমি বলিলাম, "হেলেনা। তোমাদের দ্বারা তাহাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইলে দোষ প্রমাণ করিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত—সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমার অনুরোধে তাহাও করিব না।"

হেলেনা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় বলিল, "কল্য হইতেই আমার পিতার জ্বর হইয়াছে, তিনি এখন অত্যন্ত অসুস্থ আছেন; ম্যাকেয়ার যে পলাইয়াছে, সে বিষয় আমি তাঁহাকে এখনও জানাই নাই। আপনি একজন ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী, এই কথা শুনিয়াই আমার পিতা অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, আর আপনার দ্বারা তাঁহার জীবনের সমূহ অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াছেন। আপনার দ্বারা তাঁহার কোন অনিষ্ট যাহাতে না হয়, সেই অনুরোধ করিবার জন্যই আজ আমি আপনাকে এখানে আসিতে লিখিয়াছিলাম। আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছেন, সেইজন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।"

গর্ডনের সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হেলেনার মুখে তাঁহার অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে আর বিরক্ত করিতে ইচ্ছা হইল না। পুনরায় তাঁহাদের সহিত শীঘ্র সাক্ষাৎ করিব, এই বলিয়া হেলেনার নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

সেইদিন রাত্রি নয়টার সময়ে লর্ড ক্যানিংয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাইলাম ;—

"ম্যাকেয়ার ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত দস্যু। তাহার ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে ; কিন্তু সে ১৮৫০ খৃঃ অব্দে টুলোঁ জেল হইতে পলাইয়া যায়। অনেক দিন হইল, ফরাসী-গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। যে দেশে, যে কেহ তাহাকে ধরিতে পারিবে, সে দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আপনি যত শীঘ্র পারেন, তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবেন। তাহার ষড়যন্ত্রে আমাদের সমূহ বিপদ হইবার আশঙ্কা আছে।"

পরদিন ম্যাকেয়ারের ফটো আসিয়া পৌঁছিল। আমার নিম্নস্থ অন্যান্য ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারিদের মধ্যে দশজনকে দশখানা ফটো দিয়া নানাদিকে ম্যাকেয়ারের অন্বেষণে প্রেরণ করিলাম এবং দশ হাজার টাকা পুরস্কারের কথাও তাহাদিগকে বলিয়া দিলাম। আমি স্বয়ং পাঁচজন বিশ্বস্ত সহচর লইয়া আগ্রায় রওনা হইলাম। ভাবিলাম, ম্যাকেয়ার ও আব্‌দুল নিশ্চয়ই গর্ডন প্রদত্ত ত্রিশ হাজার টাকার চেক ভাঙাইতে আগ্রা ব্যাঙ্কে যাইবে, সেখানে তাহাদের ধরিবার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সমাধিক্ষেত্রে।

(ব্রিগেড-সার্জ্জন ষ্টিফেনের কথা।)

জর্জ হামিল্টনের বাড়ী হইতে ফিরিতেই পাঁচটা বাজিয়া গেল। অগত্যা গৃহে না ফিরিয়া, গর্ডনের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে গর্ডনের অনেক বন্ধু-বান্ধব আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। কফিনও প্রস্তুত ছিল; কিন্তু মৃত শরীর তখনও নীচে আনীত হয় নাই। পাদ্রি উইলসনের জন্য সকলেই অপেক্ষা করিতেছিলেন।

গর্ডনকে শোকে ও দুঃখে অত্যন্ত মুহ্যমান দেখিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপরে গেলাম। হেলেনার ঘরের সম্মুখে স্বয়ং পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর ও তিনজন সার্জ্জন পাহারা দিতেছিলেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, গর্ডন পাশের ঘরে আছেন। সে ঘরের দরজা ভিতর দিক হইতে বন্ধ; আস্তে আস্তে দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম; প্রথমতঃ কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না, কিছুক্ষণ পরে অতি ক্ষীণস্বরে ভিতর হইতে উত্তর আসিল "তুমি কে?"

"আমি ষ্টিফেন, কোন এক আবশ্যকীয় কাজের জন্য আসিয়াছি।"

গর্ডন দরজা খুলিয়া দিলেন। তাঁহার চেহারার এ কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তিনি তখনও কাঁদিতেছিলেন। হামিল্টনের পত্রের তাড়াটি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, "জর্জ হামিল্টনের বাড়ীতে গত রাত্রিতে মহা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সেইজন্য তিনি এখানে আসিতে পারেন নাই, তাই আমার দ্বারা এই পত্রগুলি তোমার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

গর্ডন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ?"

আমি হেন্‌রীর মৃত্যু-সংবাদটা গর্ডনকে এখন না দেওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া বলিলাম, "থাক, সে সংবাদে তোমার এখন দরকার নাই।"

"হেলেনার মৃত্যুসংবাদ হামিণ্টন কিম্বা হেন্‌রী শুনিয়াছে ?"

"হাঁ, হামিণ্টন তাহা শুনিয়াছেন, আর সেইজন্য আমার নিকটে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।"

গর্ডন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর পত্রগুলির দিকে চাহিয়া বলিল, "এ গুলি হামিণ্টন আমার নিকটে কেন পাঠাইয়াছেন ?"

আমি বলিলাম, "পত্রগুলি পড়িলে হয় ত বুঝিতে পারিবে।"

গর্ডন প্রথম পত্রটার কিছু পড়িয়াই, চোখে রুমাল দিয়া পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ষ্টিফেন, ষ্টিফেন, আমার হৃদয় অত্যন্ত নির্দ্দয়, আমি হেলেনার ন্যায় স্বর্গীয় দেবীর পিতা হইবার উপযুক্ত নই। আমিই তাহাকে সুখী হইতে দিলাম না, আমারই জন্যে একটি পবিত্র পুষ্প প্রস্ফুটিত না হইতেই বৃন্তচ্যুত হইল। ওঃ, আজ আমার হৃদয়ে দারুণ শেল বিঁধিতেছে।"

এই সময়ে বাহির হইতে পুলিস-কমিসনার সাহেব আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম, পাদ্রী উইল্‌সন্‌ ও অন্যান্য অনেক লোক কফিন লইয়া উপরে আসিয়াছে।

কমিসনার সাহেব আমাকে বলিলেন, "গর্ডনকে জিজ্ঞাসা করুন, এখন হেলেনার মৃতদেহ সৎকারার্থে লইয়া যাইতে পারি কি না ?"

আমি গিয়া গর্ডনকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। গর্ডন কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নিজেই বাহিরে আসিল। তিনি তখন আর কাঁদিতেছিলেন না, তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

গর্ডন বাহিরে আসিয়া, কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া হেলেনার ঘরে প্রবেশ করিলেন, আমিও তাঁহার সহিত সেই ঘরে ঢুকিলাম। তিনি হেলেনার মুখের উপরকার আচ্ছাদন সরাইয়া অনেকক্ষণ সেই অপূর্ব্ব সরলতাময় মুখচ্ছবির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি হেলেনার মুখের দিকে বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না; তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন সে ঘুমাইয়া রহিয়াছে।

অল্পক্ষণ পরে গর্ডন বলিল, "ষ্টিফেন, তুমি আমার ঘর হইতে কাঁচি-খানা লইয়া এস।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কাঁচি আনিয়া দিলাম। গর্ডন্ হেলেনার একগুচ্ছ কেশ কাটিয়া লইলেন এবং আর একবার তাহার মুখের কাপড় সরাইয়া সেই অপূর্ব্ব স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখিবার জন্য ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। পরে গর্ডন অশ্রুসিক্তনয়নে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ষ্টিফেন, হেলেনাকে আমি জন্মের মত দেখিয়া লইলাম।"

এই বলিয়া অন্য ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। পাদ্রী উইল্‌সন্ আসিয়া হেলেনার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন; তৎপরে পুলিস-কমিসনার ও অন্যান্য লোকে মিলিয়া তাহার দেহ কফিনে রাখিল। গর্ডনের নিকটে ইন্‌স্পেক্টর সাহেব ও অন্যান্য কয়েকটি লোক রহিল, আর সকলে হেলেনার নশ্বরদেহ মৃত্তিকাস্থ করিবার জন্য চলিল। আমিও সেই সঙ্গে চলিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টার পর আমরা গোরস্থানে পৌঁছিলাম। সেখানে গিয়া দেখি, হামিল্টন হড্‌সন ও অন্যান্য অনেক সাহেব হেন্‌রীকে গোর দিবার জন্য আসিয়াছেন। আমাকে দেখিবামাত্র হামিল্টন আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমি আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম, আমার ইচ্ছা, হেন্‌রীর নিকটেই হেলেনাকে গোর

দেওয়া হউক, কারণ জীবদ্দশায় ইহারা যেমন পরস্পরকে প্রণয়ের চোখে দেখিত এবং সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরের নিকটে থাকিতে ভালবাসিত, এখন ইহাদের মৃতদেহ সেইরূপ পরস্পরের নিকটেই থাকুক। আশা করি, গর্ডন ইহাতে কোনরূপ আপত্তি করিবেন না।"

আমি বলিলাম, "ইহাতে তাঁহার আপত্তির কোন কারণ নাই।"

তৎপরে হেলেনা ও হেন্‌রীর নশ্বর দেহ পাশাপাশি রাখিয়া সমাধিস্থ হইল। সকলে অশ্রুপূর্ণনয়নে বাড়ী ফিরিলাম।

* * * * * *

আমরা যখন গৃহে ফিরিলাম, তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। পূর্ব্ব হইতেই শরীর ও মনটা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাই শীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলাম। নিদ্রা শীঘ্র আসিল না, ভাবিতেছিলাম, হেলেনাকে কে খুন করিল? গির্জ্জা ঘরে যাহাকে দেখিয়া হেলেনা অত্যন্ত ভীতা হইয়াছিল, সে কে? যে দুই ব্যক্তি রাস্তাতে কি পরামর্শ করিতেছিল, তাহারাই কি হেলেনাকে খুন করিয়াছে? রাস্তায় যে ব্যক্তি দুইদিন আমাকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, সে-ই বা কে? এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে আমার চাপরাসী আসিয়া আমাকে ডাকিল; আমি দরজা খুলিলে সে আমার হাতে একখানা চিঠী দিল। তাহাতে লেখা রহিয়াছে;—

"মহাশয়! গত রাত্রি হইতে আমার পিতার অত্যন্ত জ্বর হইয়াছে। এখন তাঁহার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমার পিতাকে দেখিয়া যান, তাহা হইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। আপনার জন্য গাড়ী পাঠাইলাম।

জোসেফ ফ্রাঙ্কলিন।"

জোসেফ ফ্রাঙ্কলিন সেখানকার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পুত্র, তাহার পিতার সহিত আমার বেশ সৌহার্দ্দ ছিল। পত্র পাঠ করিয়া, আমি তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া গাড়ীতে উঠিলাম, সঙ্গে কাহাকেও লইলাম না। ইতিপূর্ব্বে রাত্রিতে কোন রোগী দেখিতে যাইতে হইলে সঙ্গে আমার কম্পাউণ্ডার বা চাপরাসীকে লইয়া যাইতাম, আজ কাহাকেও সঙ্গে লইলাম না। ভাবিলাম, ফ্রাঙ্কলিন সাহেব ত আমার একজন বন্ধু, তাঁহার বাড়ীতে লোক লইয়া যাইবার কোন আবশ্যক নাই। আমি গাড়ীতে চাপিলাম।

প্রায় একঘণ্টা পরে গাড়ীটা এক লোকালয়শূন্য মাঠে আসিয়া পৌঁছিল। আমার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে কোচ্‌ম্যানকে, ফ্রাঙ্কলিন সাহেবের বাড়ী যাইতে আর কত দেরী, জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু সে কোন উত্তর না দিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল। এবার আমার মনে সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল, গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য দরজা খুলিলাম; কিন্তু গাড়ীর ভিতর হইতে হঠাৎ কে যেন আমার নাকের কাছে তীব্র আঘ্রাণ যুক্ত কি একটা পদার্থ ধরিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি সেই গাড়ীতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

(ষ্টিফেনের ডায়েরীতে ইহার পরবর্ত্তী ঘটনার বিষয় আর কিছু লেখা নাই। অতঃপর আমরা অন্যান্য ঘটনা বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম।)

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সে কি আবদুল ?

(মিস্ রোজের কথা)

হেলেনার মৃত্যুর পর প্রায় পনের দিন আমি দিবারাত্রি কাঁদিয়াছিলাম। মা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় অন্ধ হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইতাম; কিন্তু তিনি পাগলের মতন হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুই শুনিতেন না, কেবল কাঁদিতেন। কিছুদিন পরে আমরা সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের অন্য একখানা বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম।

অনেক দিন হইতে ষ্টিফেন আর আমাদের সহিত দেখা করিতে আসেন নাই। আমি তাঁহার জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলাম। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার কোন পীড়া হইয়া থাকিবে; কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহার বাড়ীতেই তাঁহার তত্ত্ব লইতে যাইব, স্থির করিলাম। একদিন বৈকালে সেই উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইলাম। ইতিপূর্ব্বে হেলেনার সঙ্গে কয়েকবার ষ্টিফেনের বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম—সেইহেতু তাঁহার বাড়ীর ঠিকানাটা আমার জানা ছিল। আমি ষ্টিফেনের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাস্তার এক ধার দিয়া অতি দ্রুতগতিতে চলিয়াছি, এমন সময়ে একজন অতি কৃষ্ণকায় ভীষণ-মূর্ত্তি মুসলমান আমার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। তাহাকে দেখিয়াই আমার মনে কেমন এক আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত

হইল। প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, সে অমনোযোগবশতঃ এইরূপ করিয়াছে; কিন্তু শীঘ্রই সে সন্দেহ দূর হইল। সে ব্যক্তি কিছু দূরে গিয়া, আমার দিকে একবার ফিরিয়া দেখিল এবং পাশের গলিতে ঢুকিয়া পড়িল। আমি সেই গলির নিকটে আসিয়া দেখিলাম, সে চলিয়া না গিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি আর সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া অগ্রসর হইলাম। কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া দেখি, সে-ও আমার পিছনে পিছনে আসিতেছে। একবার আমি দাঁড়াইলাম—সে-ও দাঁড়াইয়া একজনের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিল। বুঝিতে পারিলাম, এ ব্যক্তি আমার পিছু লইয়াছে, অত্যন্ত ভয় হইল। ষ্টিফেনের বাড়ী আর যাওয়া হইল না। নিকটেই "কানপুর টাইমস্" সম্পাদকের বাড়ী, তিনি আমাদের অত্যন্ত পরিচিত বন্ধু, তাঁহার বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সম্পাদক মর্লী সাহেব বাড়ীতেই ছিলেন, তাঁহাকে এই ঘটনার বিষয় সমস্ত বলিলাম। তিনি নিজের গাড়ীতে সঙ্গে করিয়া আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। পরদিন "কানপুর টাইমসে" নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইল;—

"কানপুর ফোর্টের ব্রিগেড সার্জ্জন সাব্ জন ষ্টিফেন প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, বদমায়েসদের চক্রান্তে পড়িয়াছেন। গত দশই তারিখ সোমবার রাত্রিতে তিনি নিজের বাড়ীতে ছিলেন। তিনজন লোক গাড়ী ও ফ্রাঙ্কলিন নামক কোন সাহেবের পত্র লইয়া, রোগী দেখাবার ভাণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া যায়। ইহার পর হইতে তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। সেইদিন রাত্রি একটার সময়ে ফোর্টের সম্মুখকার ময়দান দিয়া একখানা গাড়ী যাইতেছিল; একজন পাহারাওয়ালা সেই গাড়ীখানা আটক করে। গাড়ীর লোকেরা বলে, তাহারা ফ্রাঙ্কলিন সাহেবের লোক, তাঁহার কোন আত্মীয়কে সহরে পৌঁছাইয়া

দিবার জন্য গিয়াছিল, ফিরিতে রাত্রি হইয়াছে। পাহারাওয়ালা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। ফ্রাঙ্কলিন নামক যে একজন ব্যবসায়ী লোক সহরে বাস করিতেছেন, তিনি আমাদের পত্রের দ্বারা জানাইয়াছেন যে, সেই রাত্রিতে তাঁহার গাড়ী কোথাযও যায় নাই। জনসাধারণের বিশ্বাস, ধনী সওদাগর গর্ডনের কন্যা হেলেনাকে যাহারা হত্যা করিয়াছে, দুর্ভাগ্য ষ্টিফেনও তাহাদের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। ষ্টিফেন হেলেনার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।”

এই সংবাদ পাঠ করিয়া আমি শোকে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলাম, এবং আমার সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। কল্য যে কৃষ্ণকায় ভীষণ মূর্ত্তি আমার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহার কথা স্মরণ হইল। বুঝিলাম---সে-ও সেই দলের একজন।

বাবার নিকটে সেই সংবাদপত্রখানা লইয়া গেলাম; তিনিও সেই সংবাদ পাঠ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। আমাকে অনেক প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, “আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, ষ্টিফেনের জীবনের কোন অনিষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার উদ্ধারসাধন করিবার জন্য আমি একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিব, তিনি নিশ্চয় তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।”

এই বলিয়া তিনি বাহিরে যাইবার জন্য পোষাক পরিধান করিলেন, এবং আমাকে উপরে যাইতে বলিয়া পিতা বাহির হইলেন। প্রায় তিন ঘণ্টার পর তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, “রোজ, বৈকালে তোমাকে আমার সহিত এক বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীর নিকটে যাইতে হইবে, তিনি ষ্টিফেনের বিষয়ে তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন।”

সেইদিন বৈকালে আমরা গাড়ী করিয়া সেই ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারীর

বাড়ীতে গেলাম। এই রাজপ্রাসাদের মতন বাড়ীর সম্মুখে আমাদের গাড়ী থামিল। সেই বাড়ীর দেওয়ালে মার্‌বেল পাথরে বড় বড় স্বর্ণ অক্ষরে লেখা রহিয়াছে ;—"সরদার রামপাল সিংহ"

দ্বারীর দ্বারা ভিতরে সংবাদ প্রেরণ করা হইল, দ্বারী ফিরিয়া আসিলে আমরা বাড়ীর ভিতরে গেলাম। সেই বাড়ীর দ্বিতল গৃহে একজন বলিষ্ঠকায়, গৌরবর্ণ পুরুষ একখানা সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিবামাত্র চেয়ার হইতে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আমাদের বসিবার জন্য চেয়ার আনিয়া দিলেন। পিতা আমাদের উভয়কে উভয়ের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। সরদার রামপাল সিংহের মুখশ্রী মহত্বের পরিচায়ক। তাঁহার আয়ত চক্ষু মহাতেজপুঞ্জ-বিশিষ্ট ও হৃদয়ভেদী। দেখিলেই এক মহা ক্ষমতাশালী লোক বলিয়া বোধ হয়। তিনিই প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস রোজ, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার ?"

আমি বলিলাম, "আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়।"

বাস্তবিক তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার বোধ হইতেছিল, তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে যেন কোথায় দেখিয়াছি। পুনরায় তিনি বলিলেন, "তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, একদিন রবিবার রাত্রিতে তুমি, হেলেনা ও ষ্টিফেন সাহেব ফোর্টের সম্মুখকার ময়দান দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলে, আমি হেলেনাকে পীড়িত দেখিয়া তোমাদের জন্য গাড়ী ডাকিয়া দিব কি না ষ্টিফেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; কিন্তু ষ্টিফেন আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।"

এইবার আমার সেদিনকার কথা মনে পড়িল। বলা বাহুল্য, আমিও তখন ইহার প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "মহাশয়, ক্ষমা করুন, আপনাকে যে দেখিয়াছি, তাহা এখন আমার

বেশ স্মরণ হইয়াছে ; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কিরূপে আমাদের পূর্ব্ব হইতে চিনিতেন।”

“তুমি না জানিতে পার, কিন্তু তোমার পিতার ও হেলেনার সহিত আমার পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল। হেলেনা এক সময়ে আমার জীবন রক্ষা করে, সেইজন্য আমি তাহাকে নিজের কন্যার মত স্নেহ করিতাম এবং সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তাহার পাছে পাছে থাকিয়া তাহাকে নানা বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতাম ; কিন্তু বিধির লিখন কে খণ্ডাইতে পারে ? এত করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না ; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ইহার প্রতিশোধ নিশ্চয়ই লইব।”

এই সময়ে দেখিলাম, সেই খবরের কাগজের উপরে তাঁহার চক্ষু হইতে দু’-এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত তাঁহার এই সকল কথা শুনিতেছিলাম। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও ইতিপূর্ব্বে আমি জানিতে পারি নাই। বোধ করি, পিতা ও হেলেনা আমার নিকটে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল বিষয় গোপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সরদার রামপাল সিংহ সে বিষয়ের আর কোন কথা উত্থাপন না করিয়া ষ্টিফেন-সংক্রান্ত অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সেই সকলের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলাম। গত কল্য একজন মুসলমান আমার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম।

এই কথা শুনিবামাত্র তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহার চেহারার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে আমার পিতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “মহাশয়, রোজের কথায় আমার বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে—আমার মনে হইতেছে, সে ব্যক্তি আবদুল ব্যতীত আর কেহ নহে। যাহা হউক, আপনারা অতি সাবধানে থাকিবেন।”

কিছুক্ষণ পরে আমরা তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। সমস্ত রাস্তা ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম, আব্দুল কে ?

প্রত্যহ যে সময়ে গিয়া শয়ন করিতাম, আজও সেই সময়ে শয়ন করিলাম। আমি যে ঘরে শুইতাম, সেই ঘরে আমার একটা অতি প্রিয় কুকুর সর্ব্বদা কাছে থাকিত। অনেক রাত্রিতে কুকুরের ডাকে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম, আমার মাথার দিক্‌কার জানালা খোলা রহিয়াছে এবং ঘরের মাঝখানে একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ঠিক সেই সময়ে ছায়ার ন্যায় সেই মূর্ত্তি জানালা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

কারাগারে—আমি ও ষ্টিফেন।

(মিস্ রোজের কথা।)

যেদিন রাত্রিতে আমার ঘরে লোক প্রবেশ করে, সেইদিন হইতে অতি সাবধানে রাত্রিতে শয়ন করিতাম। আমার ঘরের চতুর্দ্দিকে সমস্ত রাত্রি দুই-তিন জন লোক সশস্ত্র পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। লোক সঙ্গে না করিয়া কখনও ঘরের বাহির হইতাম না। সরদার রামপাল সিংহ আমাকে অত্যন্ত সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে এক সপ্তাহকাল নিরাপদে অতিবাহিত হইবার পর একদা রবিবার সন্ধ্যার সময়ে আমি লেডী রজার্সের সহিত গাড়ী করিয়া এক গির্জ্জায় উপাসনার্থ গমন করি। লেডী রজার্সের সহিত আমার মাসাবধি হইতে পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের ইতিহাস আমাদিগের নিকটে অপরিজ্ঞাত ছিল। তাঁহাকে তাঁহার বিষয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর প্রদান করিতেন না, অন্য কথা তুলিতেন। তবে এই পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি জয়পুর রাজ্যের রেসিডেণ্ট মৃত টি, রজার্স সাহেবের বিধবা পত্নী। তাঁহার বয়স প্রায় আটাশ বৎসর হইবে।

প্রায় দেড় মাসকালের আলাপ-পরিচয়ে তাঁহাকে অত্যন্ত সরলা ও ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। তিনি আমাদের বাড়ীর নিকটে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে দুইজন চাপরাসী ও লেডী রজার্সের সহিত আমি উপাসনালয়ে গিয়া

উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার নিকটেই বসিয়া উপাসনায় যোগ দিলেন। অল্পক্ষণ পরে একজন সাহেব আসিয়া আমাদের সম্মুখকার বেঞ্চে বসিল। সে নিকটে বসিবামাত্র তাহার মুখ হইতে সুরার গন্ধ বাহির হইতে লাগিল। সে সেই স্থানে বসিয়াই লেডী রজার্সের প্রতি চার-পাঁচ বার ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল।

আমি ইহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে লেডী রজার্সকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি এই ব্যক্তিকে চিনেন?"

তিনি যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "না!"

আমি আর কিছু না বলিয়া চুপ্ করিয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরে লেডী রজার্স আমাকে না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমার মনে সন্দেহ হওয়াতে আমিও তাঁহার পশ্চাতে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, লেডী রজার্স সেই সাহেবের সহিত থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া কি কথা বলিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমার মনে কেমন এক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাহাদের কথায় মনোযোগ না দিয়া, শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গে যে দুইজন চাপরাসী গিয়াছিল, তাহারা আমার নিকটেই বসিয়াছিল, তাহাদের বাহিরে ডাকিয়া আমাদের গাড়ী ডাকিতে বলিলাম। বলা বাহুল্য, এই দুইজন চাপরাসী, আমাদের অনেক দিনকার অতি পুরাতন ভৃত্য। আমাদের জন্য তাহারা প্রাণ দিতেও সঙ্কুচিত হইত না। তাঁহারা অত্যন্ত বলশালী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সাহসী ছিল। তাহাদের নিকটে গুলিভরা আটনলী পিস্তল প্রস্তুত ছিল।

কিছুক্ষণ পরে আমার গাড়ী আসিয়া ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এমন সময়ে রজার্স আমার সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে

বলিলেন, "মিস্ রোজ, বাহিরে আমার এক পরিচিত লেডীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য তুমি কিছু মনে করিও না। যাহা হউক, এখন ত উপাসনা শেষ হয় নাই; তবে বাড়ী যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? আর আমাকে না বলিয়া তুমি চলিয়া যাইতেছ, ইহা কি ভাল?"

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, "না, না, আমি আপনাকে ফেলিয়া যাইতাম না; অবশ্যই ডাকিয়া লইতাম। আজ শীঘ্র ফিরিয়া যাইবার একটু বিশেষ কারণ আছে, পরে তাহা বলিব।"

এই বলিয়া আমি রজার্সের হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। তিনি আর কিছু না বলিয়া, পকেট হইতে একটা চাবী বাহির করিয়া, শিশ্ দিয়া আমার সঙ্গে গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। ঠিক সেই সময়ে এক জন সাহেব গির্জ্জা ঘর হইতে বাহির হইয়া শিশ্ দিতে দিতে রাস্তার দিকে চলিয়া গেল। তাহার মুখের অর্দ্ধাংশ টুপির দ্বারা ঢাকা ছিল, তবুও তাহাকে আমি চিনিতে পারিলাম, ইতিপূর্ব্বে সে-ই আমার সম্মুখকার বেঞ্চে বসিয়াছিল এবং রজার্সের সহিত বাহিরে থামের আড়ালে কথা বলিতেছিল। তখন রজার্সের প্রতিও আমার বিষম সন্দেহ হইতে লাগিল। অগ্রগামী দুইজনকে অতি সতর্কতার সহিত থাকিতে বলিয়া অতি দ্রুতগতিতে গাড়ী হাঁকাইতে হুকুম দিলাম।

গির্জ্জা হইতে আমাদের বাড়ী চারি মাইল। একটা মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। যখন আমরা অর্দ্ধেক রাস্তায় আসিয়াছি, তখন হঠাৎ একটা পিস্তলের আওয়াজ হইল। সেই সঙ্গে আমাদের গাড়ীর কোচ্ম্যান নীচে পড়িয়া গেল, গাড়ীও হঠাৎ থামিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে আমার দুইজন চাপরাসী লাফ দিয়া নীচে নামিয়া, পিস্তল হাতে দুইজনে দুই দিক্‌কার দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু পরক্ষণেই

আর দুইবার বন্দুকের শব্দ হইল এবং একজন চাপরাসী মাটিতে পড়িয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে দশ-বারজন ছদ্মবেশধারী ব্যক্তি আসিয়া আমার দ্বিতীয় চাপরাসীকে আক্রমণ করিল। সে ভীত না হইয়া চারিবার গুলি ছুড়িল; তাহার গুলি কাহাকেও আঘাত করিল কি না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার সমস্ত শরীর ভয়ে অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সময়ে চাপরাসিগণ সেই সকল লোক দ্বারা আক্রান্ত হইল, সেই সময়ে আমি প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলাম। আমাকে চীৎকার করিতে দেখিয়া রজার্স আমার গলা টিপিয়া ধরিল এবং মুখের ভিতরে রুমাল গুঁজিয়া দিল, আমি অর্দ্ধ জ্ঞানহারা হইয়া গাড়ীর ভিতরে পড়িয়া গেলাম।

তাহার পর কয়েকজন লোক আসিয়া, আমাকে ধরাধরি করিয়া, গাড়ীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া অন্য স্থানে লইয়া চলিল। আমার মুখের ভিতরে এরূপ ভাবে রুমাল গুঁজিয়া দিয়াছিল যে, আমি একটু শব্দও করিতে পারিলাম না। এইরূপে একঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর তাহারা আমাকে লইয়া এক বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমাকে এক অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ভয়ে ও চিন্তায় আমার শরীর ও মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; সেই ঘরের মেজের উপরে আমি নিরাশভাবে আমার শালখানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম।

স্বপ্নে দেখিলাম, যেন ষ্টিফেন আসিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। আমি যেমনি উঠিতে যাইব, অমনি আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল—দেখিলাম সত্যসত্যই ষ্টিফেন এক আলো হাতে আমার মাথার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

"আমি প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলাম।"

[শোণিত-তর্পণ—১০২ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press.

দশম পরিচ্ছেদ।

ফকীরের অভিসন্ধি।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

যেদিন রোজ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, তাহার পরদিন অতি প্রত্যূযেষই গর্ডন আমাকে ডাকিয়া পাঠান। সেখানে গিয়া রোজের মুখে গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা শুনিলাম। সে আমাকে একটা বড় ছোরা হাতে দিয়া বলিল যে, সেইটা সে তাহার ঘরের মধ্যে রাত্রিতে পাইয়াছে। ছোরাটা আমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম। যে ঘরে রোজ শুইত, সেই ঘর দেখিতে গেলাম, যে জানালা দিয়া সেই লোকটা পলাইয়া গিয়াছিল, সেটাও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম— সেই দোতলা ঘর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িবার কোন প্রকার সুবিধা নাই। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। রোজকে অনেক প্রশ্ন করিলাম; কিন্তু সে বলিল যে, একটা লোককে জানালা হইতে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছে; ইহা ব্যতীত আর সে কিছু জানে না। যাহা হউক, রোজ বা তাহাদের বাড়ীর অন্যান্য ভৃত্যের নিকট হইতে কোনপ্রকার সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া, বাড়ী ফিরিলাম। যাইবার সময়ে গর্ডনকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলাম, যেন রাত্রিতে রোজের ঘরের চারিপার্শ্বে পাহারা রাখা হয়।

গর্ডনের বাড়ী হইতে যখন বাহিরে আসিলাম, তখন সর্ব্বপ্রথমেই রাস্তার অপর পার্শ্বে একজন সাহেবের প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলাম, সে এক দৃষ্টে গর্ডনের বাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। মনে

সন্দেহ হওয়াতে আমার বাড়ীর দিকে না গিয়া বিপরীত দিকে চলিলাম, সাক্ষাৎভাবে তাহার দিকে বিশেষ নজর করিলাম। প্রায় পনের মিনিটকাল এইরূপে কাটিয়া যাইবার পর একবার আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, সে ব্যক্তিও রাস্তার অপর পার্শ্ব দিয়া সেইদিকে আসিতেছে। বুঝিতে পারিলাম, সে আমার অনুসরণ করিতেছে। অগত্যা আমি একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই গলির মধ্যে ঠিক রাস্তার ধারে একটা দোতলা খালি বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে গিয়া ঢুকিলাম, ভিতরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। উপরে উঠিয়া একটা ঘরের ভিতরে ঢুকিলাম। সেই ঘরের জানালা অল্প ফাঁক করিয়া দেখিলাম, সাহেবটা একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতেছে এবং সেই-গলির দিকে দৃষ্টি করিতেছে।

আমার নিকটে বেশ পরিবর্ত্তন করিবার সমস্ত সরঞ্জাম ছিল। এক জন বৃদ্ধ মুসলমান ফকীরের বেশে আমি সজ্জিত হইলাম। কোট প্যাণ্টলুন ইত্যাদি বোঁচকা বাঁধিয়া পিঠে করিলাম। সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইলাম—সাহেবটা তখনও গাছের নীচে দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতেছে।

কাছেই অনেক দোকান; একটা দোকানে গিয়া একছড়া কাঁচের মালা কিনিলাম। এবার যেদিকে সেই সাহেব দাঁড়াইয়াছিল, সেই-দিক দিয়া চলিলাম সে আমাকে চিনিতে পারিল না। তাকে ছাড়াইয়া, কিছুদূর গিয়া, একটা দোকানে ভিক্ষা চাইবার ছলে আমি দাঁড়াইলাম, সাহেবটা গলির সম্মুখে গিয়া উঁকি মারিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। এবার সে আমাকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া চলিল—আমিও তাহার পিছু লইলাম।

সে অতি দ্রুতগতিতে চলিল, আমিও ফকীরের ন্যায় শ্লোক বলিতে

বলিতে তাহার অনুসরণ করিলাম। প্রায় এক মাইল গিয়া একটা বাড়ীর সম্মুখে সে দাঁড়াইল। বাড়ীখানা একতলা, দেখিলেই কোন এক সাহেবের বাড়ী বলিয়া বোধ হয়। সে দরজায় ঘা দিল—ভিতর হইতে কে একজন দরজা খুলিয়া দিল, সাহেব ভিতরে প্রবেশ করিল, সেই সঙ্গে দরজা পুনরায় বন্ধ হইল।

আমি সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া প্রথমে নম্বরটা টুকিয়া লইলাম, পরে দরজায় ঘা দিলাম। একজন মুসলমান খানসামা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সে আমাকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "এখানে কিছু হবে না, অন্য স্থানে যাও।"

আমি বেগতিক দেখিয়া তাহাকে বলিলাম, "ভাই, আমি একজন বৃদ্ধ ফকীর, মক্কা হইতে আসিতেছি, স্বজাতি হইয়া তোমার কি আমার প্রতি এরূপ আচরণ করা উচিত?"

আমার কথা শুনিয়া সে একটু নরম হইয়া বলিল, "আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমাকে কিছু পয়সা আনিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। দরজা খোলাই রহিল, আমি সেই ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া ভিতরটা দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, দুজন সাহেব ও একজন মেম বারাণ্ডায় বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে। যে সাহেব আমার পিছু লইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সে একজন। তাহারা কি পরামর্শ করিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য বড়ই কৌতূহল জন্মিল, কি উপায়ে ভিতরে যাইব, তাহা ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময়ে সেই মুসলমান ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া, আমার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া, সে স্থান হইতে আমাকে শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলিল।

আমি বলিলাম, "তোমার উপরে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; আমি একজন প্রাচীন হাকীম, আমার নিকটে নানা রকম ঔষধ আছে,

"তোমার যদি কোন প্রকার ঔষধের আবশ্যক থাকে, তা বল, বিনামূল্যে তোমাকে দিতে প্রস্তুত আছি।"

আমার কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি সেই স্থানে বসিল। আমি দেখিলাম, ঔষধ লাগিয়াছে। পুনরায় বলিলাম, "নানা রকম মন্ত্রতন্ত্রও আমি জানি।"

সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বলিল, "ফকীরজি, আমার স্ত্রী অনেক দিন যাবৎ পীড়াভোগ করিতেছে, অনেক হাকীম দেখাইয়াছি, কেহই ভাল করিতে পারে নাই, এখন তুমি যদি কিছু ঔষধ কিম্বা কবজ দাও, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত উপকৃত হই।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "কোন চিন্তা নাই, আমি একটা কবজ তোমার স্ত্রীকে ধারণ করিতে দিতেছি, তাহাতে সর্ব্ব রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া যাইবে। আমাকে বাড়ীর ভিতরে এক নিভৃত স্থানে লইয়া চল, সেখানে কেহই যেন আমাকে দেখিতে না পায়, অন্য কেহ দেখিলে সে কবজে ফল হইবে না।"

সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমাকে সেই বাড়ীর পশ্চাৎ দিক্‌কার এক দ্বার দিয়া ভিতরে লইয়া গেল। সে যেখানে আমাকে বসিতে বলিল, সেখান হইতে সাহেবদের কথাবার্ত্তা কিছুই শুনা যায় না। অগত্যা আমি সেখানে না বসিয়া যে বারাণ্ডায় সাহেবেরা বসিয়াছিল, সেই বারাণ্ডার পার্শ্বস্থ ছোট এক কুটরীতে ঢুকিয়া পড়িলাম। সে ব্যক্তি কিছু না বলিয়া আমার সহিত সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মন কবজের দিকে, কাজে কাজেই কেন আমি সে ঘরে প্রবেশ করিলাম, সে বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করিল না। তাহাকে আমি একখণ্ড ভাল কাগজ, দোয়াত ও কলম আনিতে বলিলাম। সে বাহিরে গেলে, আমি সেই ঘরের দরজা একটু খুলিয়া সাহেবদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম ;—

একজন সাহেব বলিল, "না না, তাহা হইলে ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা, রামপাল বেটা বড় চতুর লোক, তাহার চক্ষে ধুলা দেওয়া সহজ হইবে না, আমার মতে এখন দু-চার দিন চুপ্ করে থাকাই ভাল। এক উপায়ে না হয়, অন্য উপায়ে তাহাকে ধরিব। একটা স্ত্রীলোককে জালে ফেলিতে কত দেরী।"

আর একজন বলিল, "আমিও তাই বলিতেছি—এখন ওকে ধরা থাক। রামপাল পিছু লাগিয়াছে লাগুক, আমি তোমাদের মতন তাহাকে ভয় করি না। তাহার মতন অনেক বোকা ডিটেক্‌টিভ আমি দেখেছি, আজ তার সব বুদ্ধি ফাঁক করিয়া দিতাম, যদি সে আমার চোখের আড়াল না হইত। যাক্, এখন কাজের কথা বলিব, আজ রাত্রি বারটার সময়ে আমাকে স্থইড পার্কে যাইতে হইবে, সেখানে তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার কথা আছে।"

আর একজন কি কথা বলিল, তাহা ভাল করিয়া শুনিতে পাইলাম না; কারণ ঠিক সেই সময়ে সেই মুসলমান খানসামাটা কাগজ ও দোয়াত লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আমি খুব আড়ম্বরের সহিত তাহার কবচ লিখিয়া দিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। স্থির করিলাম, রাত্রি বারটার সময়ে আমাকে স্থইড পার্কে একবার যাইতে হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শক্রদের পরামর্শ।

(সবদার রামপাল সিংহের কথা।)

সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে আমি ও লছমনপ্রসাদ মুসলমান মৌলবীবেশে সুইড পার্কের উদ্দেশে রওনা হইলাম। বেশ পরিবর্ত্তনে আমি সুদক্ষ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলাম, অল্পক্ষণেই চেহারা এরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতাম যে, অতি পরিচিত লোকেরাও আমাকে কিছুতেই চিনিতে সক্ষম হইত না।

দুজনেই উর্দ্দুতে কথাবার্ত্তা করিতে করিতে চলিলাম। বলা বাহুল্য, প্রকৃতই আমরা কোরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম। পথে একজন মুসলমানের নিকট হইতে সুইড পার্কের ঠিকানাটা জানিয়া লইলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমরা সেই পার্কের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। লছমনপ্রসাদকে রাস্তার এক ধারে লুক্কায়িত থাকিতে বলিয়া আমি একাকী সেই পার্কের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আমাদের উভয়েরই সঙ্গে আটনলী দুইটা পিস্তল ও জীবন রক্ষণোপযোগী অন্যান্য অস্ত্রও ছিল। বলা বাহুল্য, এইরূপ অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত আমার নিকটে একটা পকেট-ইলেক্‌ট্রিক লণ্ঠন ও এক শিশি ক্লোরোফরম ছিল।

পার্কে যখন প্রবেশ করিলাম, তখন রাত্রি আটটা। তখনও সেখানে লোক যাতায়াত করিতেছে। আমি বেশ জানিতাম, যতক্ষণ লোকের সমাগম থাকিবে, ততক্ষণ তাহারা কেহই এখানে আসিবে না। যাহা হউক, এখন আমার প্রথম কর্ত্তব্য পার্কের কোন্‌দিকে

তাহারা একত্রিত হইতে পারে, তাহাই নির্দ্ধারণ করা। কোন্ দিক্‌টা নির্জ্জন ও পরামর্শ করিবার উপযোগী স্থল, তাহাই দেখিবার জন্য সমস্ত পার্কটা বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম। পার্কের মধ্যস্থলে একটা বড় পুষ্করিণী এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ ও ছোট নানা রকমের গাছ ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে যখন আমি দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হইলাম, তখন সেখানে এক লোহের বেঞ্চের উপরে একজন সাহেবকে উপবিষ্ট দেখিলাম। পার্কের সেইদিকটা অত্যন্ত অন্ধকার ও বৃক্ষ সমূহের ঘনত্ব জন্য ঝোপের মতন হইয়াছিল। এরূপ সময়ে সেই জনমানবশূন্য স্থলে সেই সাহেবকে একাকী উপবিষ্ট দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। আমি বুঝিলাম, এ ব্যক্তি সেই দলের একজন। যাহা হউক, সেদিকে আর বিশেষ মনোযোগ না দিয়া আমি শীঘ্রই সে স্থান হইতে চলিয়া গেলাম।

সেখান হইতে বাগানের মালীর ঘরে উপস্থিত হইলাম, দুজন মালী সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিতে পারিলাম যে, রাত্রি নয়টার পরে আর কাহারও সে স্থানে থাকিবার হুকুম নাই। আমি ঘড়ী খুলিয়া দেখিলাম, রাত্রি নয়টা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে। অতঃপর সেই মালীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, বাগানের দক্ষিণ দিক্‌কার বেঞ্চে একজন সাহেব এখনও বসিয়া আছে, তাহাকে কেন এখনও বাহির করিয়া দেওয়া হয় নাই? মালী বলিল, "একজন সাহেব আজ দিনের বেলায় বলিয়া গিয়াছে যে, রাত্রিতে কয়েকজন বন্ধুর সহিত তাহারা এই বাগানে আমোদ-আহ্লাদ করিবে।"

আমি মালীর কথা শুনিয়া সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিলাম। তাহাকে বলিলাম যে, যাহারা আজ বাগানে আসিবে, তাহারা বদমায়েস লোক—আমি একজন পুলিসের লোক, তাহাদিগকে ধরিতে আসিয়াছি। সে

অত্যন্ত ভীত হইয়া আমাকে লম্বা সেলাম করিল। আমি তাহাকে বিশেষ পুরস্কারের আশা দিয়া আমার নিজের পোষাক তাহার জিম্মায় রাখিলাম এবং তাহার পোষাক পরিধান করিলাম। তাহার নিকট হইতে আর একটা কম্বল চাহিয়া লইয়া, সমস্ত দেহ তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, আমি সেই সাহেবের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমেই তাহাকে সেলাম করিয়া বলিলাম, "হুজুর, আমি এই বাগানের মালী, সরকার বাহাদুরের কড়া হুকুম যে, নয়টার পর আর কেহ এখানে থাকিতে পারিবে না ; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া এস্থান হইতে বাহিরে গমন করুন। আমি গেট বন্ধ করিয়া দিব।"

সাহেব একটু রাগান্বিতস্বরে হিন্দীতে বলিয়া উঠিল, "চুপ রহো, তুম্‌কোভি বক্‌সিস্ মিলেগা, আওর তুমারা সাথীকোভি কুছ মিলেগা, হাম্ আওর মেরা দোস্তোভি ইহাঁ পর রাত বারা বাজতক ঠহরেগে। আর হুঁসিয়ারীসে রহিও, জক্কীন সাহেবকে নাম যো লেগা উস্কো ছোড়্‌কে কিস্‌কো ইস্তরফ আনে মাৎ দেও।"

আমি "যো হুকুম খোদাবন্দ" বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। মালীদের ঘরে আসিয়া সেই কাপড় ফিরাইয়া দিলাম এবং তাহাদের একজনকে ফটকের দিকে গিয়া দেখিতে বলিলাম, যদি কেহ সেইদিকে যায়, তাহা হইলে আমাকে যেন তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেয়। আমি ততক্ষণ মালীদের ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে সেই মালী ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, চারজন সাহেব এইমাত্র বাগানের দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া মালীদের নিকট হইতে একটা কাল কম্বল চাহিয়া লইলাম এবং আপাদ-মস্তক তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদের অনুসন্ধানে চলিলাম। আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়া অতি

সাবধানে আমি তাহাদের নিকটে গিয়া পৌঁছিলাম; সেখানে একটা গাছের ঝোপ ছিল, আমি তাহার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিল, "যাক্ বাজে কথায় আর কাজ নাই, এখন কাজের কথা আরম্ভ করা হউক। আমি একবার আশ-পাশটা ভাল করিয়া দেখিয়া আসি।"

এই বলিয়া সে একটা লণ্ঠন লইয়া নিকটস্থ ঝোপ, অন্ধকার স্থান সকল ভাল করিয়া পরিদর্শন করিতে লাগিল। আমি এক বড় আম-গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছিলাম, বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে সেই গাছেই উঠিলাম। একটু বেশী উঁচুতে গিয়া, এক মোটা ডালের উপরে আপাদমস্তক ঢাকিয়া বসিলাম। বলা বাহুল্য, আমি যেখানে বসিয়া-ছিলাম, সেস্থান হইতে নীচে কিছুই দেখা যায় না।

তৎপরে তাহাদের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। একজন বলিল, "তোমরা আমার উপরে যে কাজের ভার দিয়াছ, তাহা আমি অল্পদিনে সম্পন্ন করিতে পারিব। এখন কথা হইতেছে, আব্‌দুল এ কার্য্যসাধনে শীঘ্র সমর্থ হইবে কি না? সর্ব্বপ্রথমে টাকার দরকার, আব্‌দুল যে ফন্দি ঠাওরাইয়াছে, তাহাতে যদি কিছু টাকা হাতে করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে। রোজের নিকটে পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট ছিল, তাহাও সে হাত করিতে পারিল না; এখন উপায় কি?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। অদ্যই সকালে তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়া-ছিল। সে বলিল, টাকা অতি শীঘ্রই সংগ্রহ করিয়া দিবে। ষ্টিফেন্সের নিকট হইতে চল্লিশ হাজার টাকা আদায় করিবে বলিয়াছে। ষ্টিফেন নাকি এইরূপ একখানা খৎ গর্ডনের নামে লিখিয়া তাহার হাতে দিয়াছে, যতদিন না টাকা দিবে, ততদিন তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না।

তৃতীয় ব্যক্তি। বাঃ! আবদুলের বেশ ফন্দি, বড় বড় লোকদের কয়েদ করিয়া টাকা আদায় করা অর্থাগমের বড় সুন্দর উপায়।

চতুর্থ ব্যক্তি। তা নিয়ে আমাদের দরকার কি? আমাদের টাকা নিয়ে কাজ, টাকা না পেলে আমরা তাহাদের জন্য কিছু করিতে পারিব না।

তৃতীয় ব্যক্তি। তা ত ঠিক কথা, কিন্তু টাকাই পাইতেছি কোথা? এত কাজ করিলাম, ম্যাকেয়ারের নিকট হইতে মোট পাঁচ শত টাকা পাইয়াছি। তোমরা ত আমার ঘাড় ধরিয়া টাকা আদায় করিবে; কিন্তু এখন টাকা আমি কোথায় পাই?

তাহাদের মুখে ম্যাকেয়ারের নাম শুনিয়া আমি চমকিয়া গেলাম। আবদুলও ইহাদের নিকটে পরিচিত; ষ্টিফেন কোথায় বন্দী আছে, তাহাও ইহারা জানে—তবে ইহাদের গ্রেপ্তার করিলে ত সকল কাজ হাঁসিল হইবার সম্ভাবনা! ভাবিলাম, যদি ইহারা স্বীকার না করে, তাহা হইলে সকলই বৃথা হইবে এবং ম্যাকেয়ার ও আবদুল পলাইবে, এমন কি ষ্টিফেনের জীবন পর্য্যন্তও যাইতে পারে। স্থির করিলাম, ইহাদের না ধরিয়া কিছু লইলে বরং কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। সেখানে বিলম্ব না করিয়া আমি গাছ হইতে নামিলাম। মালীদের ঘরে গিয়া পুনরায় বৃদ্ধ ফকীরের বেশ ধারিলাম এবং রাস্তার বাহির হইলাম। মালীদের সাবধান করিয়া দিলাম, যেন সাহেবেরা আমার বিষয় বিন্দু-বিসর্গও জানিতে না পারে। রাস্তায় আসিয়া আমাদের পরিচিত এক ইঙ্গিত করিলাম—তখনই এক গলির ভিতর হইতে লছমন্ প্রসাদ বাহির হইয়া আমার নিকটে আসিল। আমি তাহাকে সেই স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া সাহেবদের পিছু লইতে বলিলাম। আমি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া রাস্তার ধারে এক গাছের তলায় দাঁড়াইলাম; আমার

মজয় বাগানের গেটের দিকে রহিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর দুইজন সাহেব সেই গেট হইতে বাহির হইয়া আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমিও রাত-ভিখারীর ন্যায় হিন্দী দোঁহা আওড়াইতে আওড়াইতে অগ্রসর হইলাম। সাহেবেরা আমার নিকটে আসিলে, আমি এক লম্বা সেলাম করিয়া আল্লার নামে তাহাদের নিকটে কিছু ভিক্ষা চাহিলাম।

একজন বলিল, "এৎনা রাতমে ভিক্ষা কৌন্ দেয়গা, দিক্ মৎ করো।"

আমি আর কিছু না বলিয়া তাহাদের পিছু পিছু চলিলাম।

একজন ইংরেজীতে বলিল, "যদি এই বেটা রামপাল হয়।"

আর একজন আমার দিকে একবার ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "দূর পাগল, সে এতদূর ঝানু গোয়েন্দা নয় যে, এত রাত্রে এখানে আমাদের পিছু লইতে আসিবে, সে এখন ঘুমাইয়া পরকালের স্বপ্ন দেখিতেছে।"

প্রায় পনের মিনিট এইরূপে চলিবার পর তাহারা সহরের প্রান্ত-ভাগে এক নির্জ্জন গলির মধ্যে ঢুকিল। আমি অতি বিনীত ও দুঃখ-ব্যঞ্জকস্বরে বলিলাম, "আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রাত্রিকার জন্য আমাকে একটু স্থান দান করেন, তাহা হইলে একজন বৃদ্ধের প্রাণরক্ষা করা হয়; নচেৎ শীতে অদ্যই আমার মৃত্যু হইবে।"

একজন রাগিয়া বলিল, "ভাগ্ শুয়র; জায়গা নাহি মিলেগা।"

অন্য জন বলিল, "আচ্ছা আও।"

আমি তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। একখানা বৃহৎ দ্বিতল বাড়ীর মধ্যে তাহারা ঢুকিল, আমাকে দুয়ারের নিকটে এক ঘরে স্থান দেখাইল, তাহারা দরজায় চাবী বন্ধ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। আমি ইলেক্ট্রিক লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরটা একবার দেখিয়া লইলাম। তখন রাত্রি

প্রায় একটা। সেই ঘরেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে বাহিরে একজনের গলার শব্দ শুনিলাম; তৎপরে সে শিশ্ দিতে আরম্ভ করিল। বুঝিলাম, এ লছমন প্রসাদের ইঙ্গিত। আস্তে আমার ঘরের জানালাটা খুলিয়া তাহাকে ইসারা দ্বারা নিকটে ডাকিলাম। কাছে ছোরা ছিল, জানালার তিনটা কাঠের গরাদে কাটিয়া আমি লছমনকে ভিতরে লইলাম। আমার উদ্দেশ্য সেই বাড়ীটা ভাল করিয়া তল্লাস করিয়া দেখা—ষ্টিফেন সেখানে বন্দী আছে কি না।

প্রায় রাত্রি তিনটার সময়ে আমি ও লছমন চোরের মতন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া উপরে গিয়া উঠিলাম। দুজনেই পিস্তল লইয়া অতি সাবধানে দ্বিতলের একটা বৃহৎ ঘরের ভিতরে ঢুকিলাম। প্রথমে কাণ পাতিয়া শুনিলাম, সে ঘরে কাহারও নিশ্বাস বহিতেছে কি না। তৎপরে লণ্ঠন বাহির করিয়া দেখিলাম, সে ঘরটা খাবার ঘর, একটা টেবিল ও চেয়ার ব্যতীত সেখানে আর কিছুই নাই। সে স্থানে লছমনকে পাহারায় রাখিয়া আমি একাকী অন্য ঘরে ঢুকিলাম, সেখানে কাহাকেও দেখিলাম না। এইরূপ তিন-চারিটা ঘরের পর এক ঘরে দুজন সাহেবকে শুইয়া থাকিতে দেখিলাম। আলো বাহির করিলাম—দেখিলাম, তাহারা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। পকেট হইতে ক্লোরাফরমের শিশি লইয়া আমি তাহাদের নাকের কাছে ধরিলাম। তৎপরে তাহাদের বাক্স খুলিয়া চিঠী-পত্র অন্বেষণ করিলাম। ম্যাকেয়ার লিখিত ছয়খানা পত্র পাইলাম। একখানায় লেখা রহিয়াছে;—

"হেলেনাকে খুন করাতেই কি বৈরনির্য্যাতনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে? কখনই না, পৃথিবীতে গর্ডনের বংশ নির্ম্মূল না করিলে আমি শান্তি পাইব না। তোমরা যদি এই কাজ করিতে পার, তোমাদের সমুচিত পুরস্কার দিব।"

পত্র পাঠ করিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ওঃ! ম্যাকেয়ার কি ভয়ানক ব্যক্তি! আর একখানা পত্রে লেখা রহিয়াছে ;—

"রোজকে ধরিবার জন্য তোমরা কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ, তাহা আমাকে শীঘ্র জানাইবে। হুইড পার্কেই অদ্য রাত্রে আমার সাক্ষাৎ পাইবে।"

তারিখ দেখিয়া বুঝিলাম, সেদিন ইতোমধ্যে গত হইয়াছে। আর পত্রে লেখা রহিয়াছে ;—

"তোমরা ত্বরায় কার্য্য সমাধান কর, অতি শীঘ্রই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিবে, নানার নিকট হইতে আমি অদ্য বহু পত্র পাইয়াছি।"

আমি সেই সকল পত্র পকেটে পূরিলাম। তাহাদের নাকে আবার ক্লোরাফরম ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইলাম। উপরকার সমস্ত ঘর খুঁজিলাম ; কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর আমরা নীচে নামিয়া আসিলাম। দেখিলাম, একটা ঘরে কয়েকটা মুসলমান চাকর শুইয়া রহিয়াছে। একজনকে চিনিলাম, তাহাকেই অদ্য সকালে আমি কবচ লিখিয়া দিয়াছিলাম ; কিন্তু সে এখানে আসিল কি করিয়া? যাহা হোক, আমরা দুজনে সেই জানালা দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একি ভৌতিক কাণ্ড?

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

যে সময়ে আমরা সদর রাস্তায় বাহির হইলাম, ঠিক সেই সময়ে দুইজন লোক বাড়ীর দরজার নিকটে হইতে চকিতের ন্যায় চলিয়া গেল। অন্ধকারে তাহারা দেশীয় কি সাহেব, তাহা ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না। তাহারা যে পূর্ব্ব হইতেই দরজার নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। আমরা আর সেদিকে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। তাহারা যে-ই হউক, বোধ হইল, তাহারা আমাদের গতিবিধির উপরে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের অনুসরণ করিতেছে। তখনও বেশ অন্ধকার, রাস্তায় আলো জ্বলিতেছে। এক আলোক-স্তম্ভের নিকটে আমরা কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, সেদিকে আর কেহ নাই। আমরা আবার আস্তে আস্তে চলিলাম। আমার ইচ্ছা রাত্রির অবশিষ্ট কাল রাস্তায় কাটাইয়া দিয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাড়ী যাইব। তাহা হইলে কেহই আমাদের অনুসরণ করিতে পারিবে না। লছমনপ্রসাদও হাতে পিস্তল লইয়া, অতি সতর্কতার সহিত আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল। প্রায় অর্দ্ধেক রাস্তা অগ্রসর হইবার পর, একটা চৌমাথায় আমরা উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে হঠাৎ দুইবার পিস্তলের শব্দ হইল; এবং সেই সঙ্গে এক গুলি আমার কাণের কাছ দিয়া চলিয়া গেল এবং অন্য

গুলি লছমনপ্রসাদের পায়ে আঘাত করিল। লছমন সেই আঘাতেই সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। আমি তাহাকে মাটিতে পড়িয়া যাইতে বলিয়া, নিজেও আহত ব্যক্তির ন্যায় মাটিতে পড়িলাম। মনে করিলাম, এইরূপ করিলে লুক্কায়িত থাকিয়া যে পিস্তল ছুড়িয়াছে, সে নিশ্চয়ই আমাদের নিকটে আসিবে। আমার অনুমান সত্য হইল; পরক্ষণেই দুজন লোক, আপাদমস্তক কাপড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া আমাদের নিকটে দ্রুতপদে আসিতে লাগিল। লছমনকে ইসারা দ্বারা পিস্তল ঠিক করিতে বলিয়া আমি স্বয়ং তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলাম। তাহারা কিছু নিকটে আসিলে, প্রথমে আমি, পরে লছমন দুজনাই পিস্তল ছুড়িলাম। সেই মুহূর্ত্তে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং ক্রমান্বয়ে সেইদিকে গুলি ছুড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে পিস্তলের ধূম পরিষ্কার হইলে অতি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। একি কোন মানুষের কাণ্ড, না, ভৌতিক ব্যাপার! লছমনও ইহার কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া আমাকে সেইদিকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। আমিও কিছু দূর দৌড়িয়া গেলাম; কিন্তু কাহাকেও আর দেখিতে পাইলাম না। অল্পক্ষণ পরে সকাল হইল, আমরাও বাড়ী পৌঁছিলাম। বলা বাহুল্য, লছমন সাংঘাতিকরূপে আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। গুলিটা তাহার পায়ের চামড়ার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেইহেতু খানিকটা চামড়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল মাত্র।

বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেইদিনই রোজকে অতি সাবধানের সহিত থাকিতে পত্র লিখিলাম। গর্ডন সাহেবকেও বলিয়া পাঠাইলাম যে, শত্রুরা তাঁহার সর্ব্বনাশের জন্য চেষ্টা করিতে এখনও নিরস্ত হয় নাই। আমি খুব ভাল দুজন ডিটেক্‌টিভকে তাঁহাদের

বাড়ীতে ছদ্মবেশে পাহারায় নিযুক্ত করিলাম। আহারাদির পর ধুতি চাদর পরিয়া এক বাঙ্গালী বাবুর বেশে বাহির হইলাম। আমরা যে বাড়ীতে রাত্রিতে ছিলাম, প্রথমে সেই বাড়ীর দিকে গেলাম। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, সে বাড়ীতে জন-প্রাণী নাই। দরজার উপরে লেখা রহিয়াছে, "খালি বাড়ী, ভাড়া দিবার জন্য, পাশের বাড়ীর লোককে জিজ্ঞাসা করুন।" পাশের বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, সেটা এক সাহেবের বাড়ী। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলে একজন চাকর আসিয়া আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম যে, পাশের খালি বাড়ীটা আমি ভাড়া লইব, সেইজন্য সেখানে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছি। ভৃত্য গিয়া তখনি তাহার মনিবকে সংবাদ দিল। একজন মেম বাহিরে আসিয়া, আমাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু! আপনি কি ঐ বাড়ী ভাড়া লইতে চাহেন?"

"হাঁ, ঐ বাড়ী কয়েক মাসের জন্য ভাড়া লইতে চাহি। এ বাড়ী কতদিন হইতে খালি পড়িয়া আছে?"

"প্রায় দুই মাস।"

বুঝিলাম, সে আমার সহিত প্রতারণা করিতেছে। কল্যই সে বাড়ীতে এত কাণ্ড করিলাম, আর আজই সে বলিতেছে, সেই বাড়ী দুই মাসাবধি খালি। যাহা হোক, আমি তাহাকে অন্যরূপ প্রশ্ন করিলাম, "বাড়ীর ভাড়া কত?"

"অল্প দিনের জন্য লইলে পঞ্চাশ টাকা, বেশী দিনের জন্য লইলে কিছু কমে পাইবেন।"

"ভাড়া অতি অল্প, তা আমি দিতে প্রস্তুত আছি; তবে কি জানেন, আমার কেমন এক ভূতে ভয়ানক বিশ্বাস—যে বাড়ী অনেক দিন যাবৎ খালি পড়িয়া থাকে, সেখানে নিশ্চয়ই ভূতের আড্ডা হয়। এই এক

প্রতিবন্ধক, তাহা না হইলে আপনার বাড়ী আজ হইতেই ভাড়া লইতাম।”

“না না, এ বাড়ীতে ভূতের ভয় নাই। সম্প্রতি কয়েকজন লোক ছিল, তাহারা ভাড়াটে নহে, আমার বন্ধুবান্ধব; তাহারা কখনও কিছু দেখে নাই।”

“ভাল কথা, তাহারা সম্প্রতি যখন উঠিয়া গিয়াছে, অবশ্যই তাহারা বাড়ীতে কিছু দেখিয়া থাকিবে।”

“বাবু! বাঙ্গালীরা বড় ভূতের ভয় করে, তাহা আমি জানি; কিন্তু আমার এ বাড়ীতে সে ভয় নাই, তাহা লিখিয়া দিতে পারি। যদি ভূত দেখেন, তাহা হইলে আমি ভাড়া লইব না।”

আমি মনে মনে হাসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “মেম সাহেব, বাড়ী ভাড়া লইতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু যথার্থ বলুন দেখি, তাহারা কেন উঠিয়া গেল।”

মেম কিছু থতমত খাইয়া বলিল, “তাহাদের কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়াতে তাহারা উঠিয়া গিয়াছে।”

“যাহারা এই বাড়ীতে থাকিত, তাহাদেব নাম কি ?”

মেম একটু রাগিয়া বলিল, “আপনি তাহাদের নাম শুনিয়া কি করিবেন ? বুঝিতে পারিলাম না, বাড়ী ভাড়া লওয়ার সঙ্গে তাহাদের নামের কি সম্বন্ধ।”

আমি দেখিলাম, মেম কোন রকমেই তাহাদের নাম ঠিকানা বলিবে না। কাজে কাজেই আমি তাহাকে বলিলাম, “আপনি ত ভয়ের উপরে ভয় চাপাইয়া দিলেন, যদিও এ বাড়ীতে ভূত নাই, তবু তাহার যে আত্মীয় মরিয়াছে, সে হয় ত ভূত হইয়া আছে। আমি আর এ বাড়ী ভাড়া লইব না।”

এই বলিয়া আমি বাহির হইয়া আসিলাম। বাহির হইয়া আসিয়া, একটা দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া দোকানীর নিকট হইতে বাড়ী সংক্রান্ত যথাসাধ্য তত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছিলাম, এমন সময়ে যে মুসলমান খানসামাকে আমি কবজ দিয়াছিলাম এবং যাহাকে কাল আমি সেই বাড়ীতে শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেই ব্যক্তি একখানা চিঠী হস্তে সেই মেমের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমি সেইখানেই দাঁড়াইয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, সেই দোকানদারও কিছু খবর দিতে পারিল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এইরূপ অতিবাহিত হইবার পরে সে ব্যক্তি হাতে একখানা চিঠী লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। আমিও দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম।

আমার উদ্দেশ্য, তাহার হস্তস্থিত পত্রমধ্যে কি লেখা আছে, কোন উপায়ে তাহাই দেখিয়া লইব। এবং কি উপায়ে তাহা দেখা যাইতে পারে, তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। দ্রুতগতিতে সেই ব্যক্তির অগ্রবর্ত্তী হইয়া কিছু দূরে চলিয়া গেলাম। সম্মুখে একটা গাছের নিম্নে দাঁড়াইলাম এবং সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় রাস্তার লোকদিগকে কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। চার-পাঁচজন লোক আমার চতুর্দ্দিকে আসিয়া জড় হইল। ক্রমে সেই খানসামাও আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। এই সময়ে আমি একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "ভাই! আমি বিদেশ হইতে আসিয়াছি, এখানকার কিছুই জানি না; এমন কি যে বাড়ীতে আসিয়া আমি বাসা করিয়াছি, তাহার ঠিকানাও ভুলিয়া গিয়াছি। যাহা হউক, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আমাকে একটা কোন দোকান দেখাইয়া দাও, তাহাকে আমি বিশেষ পুরস্কার দিব।"

এই কথা বলিবামাত্র সেই খানসামা আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বাবু সাহেব ! ইহারা সকলেই অজ্ঞ লোক, আমি সাহেবের কাছে চাকরী করি, ভদ্রলোকের আদব-কায়দা বেশ ভাল রকমে জানি; আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে ভাল দোকানে লইয়া যাইব।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার সঙ্গ লইলাম। পথে তাহার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়া বলিলাম, "তুমি যে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছ, সেইজন্য তোমার পুরস্কারস্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিতেছি।"

সে আমাকে এক লম্বা সেলাম করিয়া জোড় হাতে বলিল, "হুজুর গরীবের মা বাপ, এ অধীনকে যা হুকুম করিবেন, তাহাই করিব।"

তাহার সহিত কানপুরসংক্রান্ত নানা কথা আরম্ভ করিলাম। সে-ও যথাযথ উত্তর দিতে লাগিল। অতঃপর সে আমাকে একখানা বড় দোকানে লইয়া গেল। সে নিজেই সেই দোকানীর ঘরে ঢুকিয়া আমার জন্য একখানা চেয়ার বাহির করিয়া আনিল। আমি তাহাতে উপবেশন করিলাম। দোকানে সকল বস্তুই আছে; সামান্য খেলা- হইতে কাপড়, পিরাণ, সাল-দোসালা সকলই আছে। কি ক্রয় করিব তাহা ভাবিতে লাগিলাম। কানপুরে তখন অত্যন্ত শীত, একটা দোশালা কিনিবার ইচ্ছা আমার আগে থেকেই ছিল। এই সুযোগে তাহাই দর করিতে লাগিলাম।

সেই মুসলমান খানসামা দোকানীকে ধমকাইয়া বলিল, "জানিস আমি পল্টনের সাহেবের চাকর, আমার সহিত চালাকী করিলে তোকে আমি পুলিসে দিব। যা ঠিক দর, তাই বাবুর নিকট হইতে নে; বাবু আমার পরিচিত।"

সেই ব্যক্তি যে পল্টনের সাহেবের কাছে চাকরী করে, তাহা তখন বুঝিলাম। পূর্ব্বেই ইহার মনিবকে দেখিয়াছি; তাহারা যে সৈনিক-বিভাগের লোক, তাহা আজ জানিলাম। ঠিক করিলাম, ফোর্টে অদ্যই ইহাদের একবার তত্ত্ব লইতে হইবে। অতঃপর নানা তর্ক-বিতর্কের পর দোসালার মূল্য পঞ্চাশ টাকা ধার্য্য হইল। আমি পকেট হইতে একখানা এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলাম। দোকানীর নিকটে অবশিষ্ট পঞ্চাশ টাকা ছিল না। কাজে কাজেই আমি সেই খানসামাকে নোটটা ভাঙাইয়া আনিতে বলিলাম। সে নোট লইয়া চলিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "ভাই, আমি বিদেশী লোক, তোমার সঙ্গে এইমাত্র আলাপ হইয়াছে, একশত টাকা দিয়া কি প্রকারে আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব?"

সে বলিল, "হুজুর তা ঠিক কথা, তবে এই পত্র হাজার টাকা দিলেও আমি কাহাকেও দিতাম না, ইহা অত্যন্ত দরকারী, ইহা যদি হারাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। আপনার যদি বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে এইটাই আপনার নিকটে রাখিয়া যাইতে পারি।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলেই হইবে।"

সে কিছু সন্দেহ না করিয়া, আমার হাতে পত্রখানা দিয়া নোট ভাঙাইতে বাহির হইল। আমি তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম; দোকানেও অন্যান্য ক্রেতা আসিয়া জুটিল। এই সুযোগে আমি সেই পত্রখানি ছিঁড়িয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। পত্রের উপরে কাহারও ঠিকানা বা নাম ছিল না, এবং ভিতরকার লেখাও অন্যরূপ, কিছুই পড়িতে সক্ষম হইলাম না। অগত্যা পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চিঠীখানা নকল

করিয়া লইলাম। আমার পকেটেই লেফাপা ছিল, তাহাতে পত্রখানা বন্ধ করিয়া পুনরায় দোকানে গিয়া বসিলাম। এবং আর দু-একটা সামান্য জিনিষ ক্রয় করিলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই মুসলমান খানসামা টাকা লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানিকে তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিয়া আমরা সে স্থান হইতে বাহির হইলাম। পথে তাহার মনিবসংক্রান্ত অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে জানিতে পারিলাম, তাহার মনিব পদাতিক সৈন্যের কর্ণেল; জেনেরল হের অধীনে কানপুর দুর্গে কর্ম্ম করে। পত্রের বিষয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না, পাছে সে কিছু সন্দেহ করে। ঠিক এই সময়ে আমরা একটি একতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। সে ব্যক্তি আমায় এক লম্বা সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর আমার মনি-বের এই বাড়ী, আপনি যদি কিছুক্ষণ এই স্থানে অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি এই পত্রটা সাহেবকে দিয়া আপনার ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।"

আমি বলিলাম, "না, আর তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট করিয়াছ। আমি এখন জিজ্ঞাসা করিয়া আমাদের বাড়ীতে পৌঁছিতে পারিব।"

এই বলিয়া আমি তাহার হাতে পুনরায় একটি টাকা দিলাম। সে আমাকে অভিবাদন করিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। অতঃপর আমি সেই বাড়ীর নম্বরটা টুকিয়া লইলাম। বলা বাহুল্য, যে বাড়ীতে আমি এই মুসলমানকে প্রথমে দেখিয়াছিলাম, এ সে বাড়ী নহে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রামপাল বন্দী।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

বেলা এগারটার সময়ে আমি বাড়ী ফিরিলাম এবং আহারাদির পর সেই পত্রখানা লইয়া বসিলাম। গুপ্তকথা লিখিতে হইলে, বিলাতে অনেকে বর্ণমালার এরূপ বিপর্য্যয় করিয়া লেখে যে, তাহা নিজের লোক ছাড়া অন্যে কেহ বুঝিতে পারে না। এই পত্রও সেই প্রণালী অনুসারে লিখিত। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ ধরণের পত্র অনেকবার আমার হাতে পড়িয়াছিল, সেইহেতু এই বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। বেলা বারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া বহু চেষ্টা দ্বারা অবশেষে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিতে আমি সক্ষম হইলাম। যখন আমি কৃতকার্য্য হইলাম, তখন আমার আর আনন্দের সীমা ছিল না; কিন্তু যেই আমি সমস্ত পত্রটি সাজাইয়া পাঠ করিলাম, তখনই আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পত্রের অবিকল অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

"রবিবার,

"প্রিয় ম্যাকেয়ার!

"তোমার কথা মত কাজ করিতেছি। রোজের সহিত বন্ধুতা-স্থাপন করিয়াছি। তাহার সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে যে, আশা করি, অদ্যই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইব। সে আজ ফাঁদে পড়িলে অদ্যই তোমার সহিত তাহার বিবাহের কথা পাড়িব। যদি তাহাতে

সে সম্মত না হয়, ভয় প্রদর্শন করিব; তাহাতেও যদি সে রাজি না হয়, তাহা হইলে তোমার উপদেশানুসারে তাহাকেও হেলেনার নিকটে পাঠাইবার উপায় দেখিব। ষ্টিফেনের নিকট হইতে যে টাকা আদায়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়াছিল, পরে সে তাহা দিতে অসম্মত হইয়াছে। কল্য আবদুল আমার নিকটে আসিয়া এই সংবাদ দিয়া গিয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ষ্টিফেনের দশা কি হইবে? তোমরা যেরূপ পরামর্শ ঠিক করিয়াছ, আমার মতে তাহাই যুক্তিযুক্ত—রোজের সম্মুখে তাহাকে হত্যা করাই ভাল। তাহা হইলে রোজ হয়ত তোমার কথায় সম্মত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এ সকল কার্য্য বিদ্রোহানল জ্বলিবার পূর্ব্বেই করা ভাল। গর্ডনের ভার আমার উপর দিও, আমি তাহাকে শান্তিধামে পাঠাইব। আবদুলের দ্বারা সে কার্য্য সাধন হইবে না। শুনিলাম, সে দুইবারই এই কার্য্যসাধনে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল—দুইবারই সে ভুলক্রমে রোজের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এইরূপ বোকামী করায় গর্ডন এখন অত্যন্ত সতর্ক হইয়াছে। গত পরশ্ব আমি সেখানে গিয়াছিলাম, গর্ডনের সহিত এই সকল বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, সে খুব সাবধানতার সহিত চলিতেছে। যাহা হউক, আমাদের ফাঁদে সে নিশ্চয়ই পড়িবে। আজ একবার যদি আমার সহিত সাক্ষাৎ কর, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। রাত্রি বারটার পরে ২০৪ নম্বরের বাড়ীতেই আসিও। রোজ যদি আজ ফাঁদে পড়ে, তাহা হইলে তাহাকেও সেইখানে লইয়া যাইব। ষ্টিফেন এখন সেখানেই আছে। আজ যাহা হয়, একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, আর গৌণ করা ভাল নয়। রামপালের গতিবিধির উপরে সাধ্যমত লক্ষ্য রাখিয়াছি।

"কাল একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। রামপাল বৃদ্ধ ফকীরের বেশে

রবিন্ ও জোন্‌সের পিছু লইয়াছিল, তাহারা এত বোকা যে, দুষ্ট শঠের কাতর প্রার্থনায় তাহাকে তাহাদের স্ব-আলয়ে আশ্রয় দিয়াছিল। তার পর যাহা হইয়াছে, অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ। সে আবশ্যকীয় অনেক কাগজ-পত্র চুরি করিয়া পলাইয়াছে। আমার লোক রাত্রিতেই তাহার পিছু ধাওয়া করিয়াছিল; কিন্তু কিছুই করিতে সক্ষম হয় নাই। রামপালকে ত্বরায় নিকেশ করিতে আমি অনেক সুদক্ষ লোক নিযুক্ত করিয়াছি। আজ সকালে একজন বাঙ্গালীবাবু আমাদের পাশের বাড়ী ভাড়া লইতে আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সেই বাড়ীতেই রবিন্ ও জোন্‌স কাল পর্য্যন্ত ছিল। সেই বাবুর উপরে আমার কিছু সন্দেহ হয়। একজন লোক তাহার অনুসরণ করিতেছে।

আর আর সংবাদ ভাল। টাকার কিছু দরকার, পাঁচ শত হইলেই আপাততঃ চলিবে। তান্তিয়ার কিছু সংবাদ পাইয়াছি, নানা শীঘ্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। আর আর কথা তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিব। আমি এখানে বিখ্যাত রেসিডেণ্ট মৃত রজার্সের পত্নী বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। এই নামে আমি গর্ডন পরিবার মধ্যে বিশেষ আধিপত্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমার ছদ্মবেশ সুন্দর হইয়াছে, আমাকে পুরুষ বলিয়া এপর্য্যন্ত কেহ সন্দেহ করে নাই।

তোমার বিশ্বাসী
টি, পিটারস্।"

পত্র পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, কি করিব হঠাৎ কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। চিন্তায় মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। আজই রোজকে বাঁচাইতে হইবে, তাহা না হইলে রোজ ও ষ্টিফেন দুজনারই প্রাণ,

যাইবে। আমার বাড়ী হইতে গর্ডনের বাড়ী প্রায় তিন মাইল, সেখানে যাইতে যাইতেই প্রায় এক ঘণ্টা লাগিবে—হয়ত রোজকে আজ বাঁচাইতে পারিব না। এইরূপ নানা চিন্তা আসিয়া মনকে বড়ই যাতনা দিতে লাগিল। আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব করিলাম না, জীবন রক্ষণোপযোগী আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল লইয়া সাহেবের বেশে বাহির হইলাম। প্রথমেই গর্ডনের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। গর্ডনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, রোজ মিসেস্ রজার্স নামক এক মেমের সহিত গির্জ্জায় গিয়াছে। আমি সেখানে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া গির্জ্জার দিকে ছুটিলাম। গর্ডন আমাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না।

যে সময়ে আমি গর্ডনের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় আসিলাম, ঠিক সেই সময়ে একজন মুসলমান চাপরাসী ব্যস্ততার সহিত দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "হুজুর, গর্ডন সাহেবের বাড়ী কোন্‌টা?"

আমি বলিলাম, "কেন?"

সে বলিল, "আমি গির্জ্জার পাদ্রী সাহেবের চাকর, গর্ডন সাহেবের কন্যা মিস্ বাবার আজ মহা বিপদ্ উপস্থিত, তাই আমি তাঁহাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

আমি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাকে বলিলাম, "গর্ডন সাহেবকে বলিবার কোন দরকার নাই, আমি সব জানি, আমি সেখানে যাইতেছি, তুমিও আমার সঙ্গে এস।"

এই কথা শুনিয়া সে আমার সহিত চলিল। আমি অতি দ্রুতগতিতে চলিলাম। কতক দূর গিয়া সে আমাকে বলিল, "হুজুর, ঠিক

গির্জ্জাতে গেলে হবে না, যেখানে মিস বাবার প্রতি আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা, চলুন, আমরা সেখানে যাই।”

আমি বলিলাম, “তুমি সেস্থান কি করিয়া জানিলে?”

আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সেই একটু থতমত খাইয়া গেল। আমার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে চিঠীর কথা মনে পড়িল —পিটার ম্যাকেয়ারকে লিখিয়াছে যে, সে আজ আমার পিছু একজন লোক লাগাইয়াছে। অমনি আমি সবলে সেই ব্যক্তির গলার টুঁটি চাপিয়া ধরিলাম ও অন্য হাতে এক রিভলভার তাহার কপালের কাছে ধরিয়া বলিলাম, “পাপিষ্ঠ, তুই পিটারের গুপ্তচর, তুই শীঘ্র দোষ স্বীকার কর, তাহা না হইলে আজ এক গুলির চোটে তোর মাথার খুলি উড়াইয়া দিব।”

তাহাকে এই কথা বলিবামাত্র সে করযোড়ে আমার নিকটে জীবন ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। আমি আরও সন্দিহান হইয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপরে চাপিয়া বসিলাম। ঠিক এই সময়ে নিকটে এক পিস্তলের শব্দ হইল এবং তৎসঙ্গে কে একজন চকিতের মতন আসিয়া ঠগীদের ন্যায় পশ্চাৎ দিক হইতে আমার গলা বাঁধিয়া ফেলিল। সে এত জোরে ও ক্ষিপ্রহস্তে এই কার্য্য সমাধান করিল যে, আমি অচেতন হইয়া সেই মুহূর্ত্তে ভূমিতলে পড়িয়া গেলাম। সেই মোহ অবস্থায় বেশ বুঝিতে পারিলাম, পাঁচ-সাতজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বাঁধিয়া ঘাড়ে করিয়া উঠাইয়া লইয়া চলিল। রোজের কথা তখন একবার মনে পড়িল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার আর্ত্তনাদ দূরে বিলীন হইয়া গেল, তাহার পর কি হইল, তাহা আমি জানি না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ-সংবাদ।

(জেনারল হের ডায়ারী হইতে অনুবাদিত।)

২২শে মে—১৮৫৭। সোমবার। অদ্য সকালে লছমনপ্রসাদের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, গর্ডন কন্যা মিস্ রোজের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ কমিশনার সরদার রামপাল সিংহ ষড়যন্ত্রকারীদিগের ফাঁদে পড়িয়াছেন। গত কল্য রাত্রিতে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার অন্বেষণার্থে কুড়িজন বিচক্ষণ ও সুদক্ষ পুলিস-কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছি। সরদার রামপাল গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ সাহায্য করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার অবর্ত্তমানে আমাদের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। চারিদিকে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হইতেছে, ইহার পূর্ব্ব সংবাদ তাঁহারই প্রসাদে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশ্বাসঘাতক নানা সাহেবের চাতুরী ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র তিনিই ধরিয়া দিয়াছেন। ফরাসী দস্যু ম্যাকেয়ার ইংরাজ-রাজ্যের বিরুদ্ধে যে ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, সেই গুপ্ত রহস্য তিনিই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সেই ম্যাকেয়ারের হাতে রামপাল আজ বন্দী হইয়াছেন। রামপাল ম্যাকেয়ারের প্রধান শত্রু, এবার তাঁহাকে সে হাতে পাইয়াছে; ঈশ্বর জানেন, রামপালের ভাগ্যে কি আছে। আমার বিশেষ আশা ছিল, রামপাল থাকিতে এ অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিবে না; কিন্তু এ সময়ে তিনি শত্রুহস্তে পতিত হওয়াতে আমার সে আশা একেবারে নির্ম্মূল

হইতে চলিল। আমি আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে শীঘ্রই কলিকাতা পাঠাইবার চেষ্টা দেখিতেছি; অদ্যই ক্যানিংকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইলাম;—

"কানপুর ফোর্ট।

"ডিটেক্‌টিভ-কমিশনার রামপাল গত রাত্রে দস্যু ম্যাকেয়ারের হাতে বন্দী হইয়াছেন। তাহার অবর্ত্তমানে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। রামপাল বন্দী হওয়াতে কল্য হইতে বিদ্রোহীদের কোন গতিবিধির সংবাদ আমরা পাই নাই। রামপালের অন্বেষণ করা হইতেছে। পুলিস-কমিশনার টেলার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন।"

সার টমাস হে, কে, টি, জে, সি, বি;
কমাণ্ডিং অফিসার।"

এই টেলিগ্রাম পাঠাইবার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে লর্ড ক্যানিংএর নিকট হইতে আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হই;—

"কলিকাতা, গবর্ণমেণ্ট প্যালেস,

২২শে মে. ১৮৫৭। "এই দুর্দ্দিনে সরদার রামপাল আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। তাঁহাকে কানপুরে রাখিয়া আমি সেখানকার জন্য এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমার একান্ত অনুরোধ, তাহার অন্বেষণের জন্য তোমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। পুলিস-কমিশনার টেলার তত বিচক্ষণ ব্যক্তি নহে, তুমি স্বয়ংই রামপালের খুঁজিবার ভার লইও। ম্যাকেয়ার যে তাঁহাকে শীঘ্রই বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে, ইতিপূর্ব্বে আমি তাঁহাকে ইহা জানাইয়াছিলাম। নানার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিও। ত্বরায় বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা। সরদার রামপাল থাকিলে আমি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্য কতকটা নিশ্চিন্ত থাকিতাম; কিন্তু বোধ করি, আমারই সেখানে যাইবার শীঘ্র আবশ্যক

হইবে। যাইব কি না, ত্বরায় লিখিবে—ডাক্তার ষ্টিফেনের সংবাদ কি? রামপালের সংবাদ প্রত্যহই আমার নিকটে পাঠাইতে অবহেলা করিও না।

ক্যানিং।”

২৩শে মে, মঙ্গলবার। আজ পুলিস-কমিশনার টেলার যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা অতি ভীতিজনক। বোধ করি, সরদার রামপাল হত হইয়াছেন। সেণ্টপল ক্যাথিড্রেল গির্জ্জার সম্মুখস্থ মাঠে তাঁহার গাত্রবস্ত্র (হ্যাট ও কোট) ও একটা লাঠী পাওয়া গিয়াছে। সেই লাঠী লছমনপ্রসাদ কর্ত্তৃক সেনাক্ত হইয়াছে। যেখানে বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার কিছু দূরে একটা গর্ত্তের মধ্যে একটা ছোরা ও রক্তের দাগ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, রামপাল শত্রুদের হস্তে হত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আমি সেই সকল স্থান স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম। রামপাল যে হত হইয়াছেন, ইহা আমারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস; কিন্তু লছমনপ্রসাদ তাহা বিশ্বাস করিতেছে না, সে বলিতেছে, ইহা অসম্ভব। যাহা হউক, এবারে হয় ত তাহার বুঝিতে ভুল হইয়াছে। অন্বেষণ এখনও চলিতেছে। ঈশ্বর করুন, রামপাল যেন হত না হন, তাহা হইলে আমাদের মহা বিপদে পড়িতে হইবে। আজ গঙ্গার ধারে একখানা নৌকা আসিয়া লাগিয়াছে। তাহাতে চারি-পাঁচ জন সন্ন্যাসী ও কুড়িজন শিষ্য। সকলেই মহারাষ্ট্রীয়। আমার সন্দেহ হইতেছে, ইহারই মধ্যে তান্তিয়া টোপি ও নানা আছে; কিন্তু আজ রামপাল নাই, কে ইহাদের তথ্য লইবে; অদ্য ক্যানিংয়ের নিকটে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইলাম,—

“কানপুর ফোর্ট।

“অন্বেষণে প্রকাশ পাইয়াছে যে, রামপাল হত হইয়াছেন। এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে। গুপ্তচরের ন্যায় পঁচিশ ছাব্বিশ জন মহারাষ্ট্রীয়

সন্ন্যাসী গঙ্গার ধারে আসিয়া রহিয়াছে। রামপাল হত হইবার পূর্ব্ব দিনে তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তান্তিয়া ও নানার এখানে শীঘ্র আসিবার যে বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমার বোধ হইতেছে এই দলের মধ্যে উভয়েই আছে। যাহা হোক, ভিতরে ভিতরে লোক রাখিয়া অন্বেষণ লইতেছি।

সার, টমাস, হে।"

২৪শে, মে, বুধবার, ১৮৫৭। অদ্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংবাদ আসিয়াছে। গত ১০ই মে তারিখে মিরাটের সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। রামপালের গুপ্তচর আজ সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাকে এই সংবাদ প্রদান করিল। রামপালের আজও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বেঙ্গল রেজিমেণ্টের কাপ্তেন লুই আর বুর্লোর আচরণ বড় ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। বিদ্রোহীদের সহিত তাহারা যোগ দিতে পারে। তাহাদের প্রতি কাজে নজর রাখা হইয়াছে। ম্যাকেয়ারের এক চর কাল ধৃত হইয়াছে। রামপালের এক ডিটেক্‌টিভ তাহাকে ধরিয়াছে। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। ম্যাকেয়ারের নামে হিন্দীতে লিখিত এক পত্র তাহার নিকটে পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট হইতে এক জমাদার, তাহারা কবে বিদ্রোহী হইবে, তাহাই লিখিয়া পাঠাইয়াছে। ওঃ! ম্যাকেয়ার কি ভীষণ লোক! সে ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড করিতেছে, তাহা পূর্ব্বে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। রামপাল অনেকবার এই কথা আমার নিকটে উল্লেখ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাঁহার কথায় বড় বিশ্বাসস্থাপন করি নাই; কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার মহাভ্রম হইয়াছে। ক্যানিংকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইলাম;—

"১০ই মে মিরাট কেণ্টনমেণ্টের সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া অনেক ইংরাজ পুরুষ ও স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছে। তাহারা সে স্থান হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। রামপাল এ সময়ে নাই, বড় দুঃখের বিষয়। বারাকপুরেব সিপাহিগণ কি বিদ্রোহী হইয়াছিল? অন্য ডাকাত ম্যাকেয়ারেব এক চর ধৃত হইয়াছে। বারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্টেব এক জমাদারের পত্র তাহার নিকটে পাইয়াছি। তাহাতে কবে তাহারা বিদ্রোহী হইবে, সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছে।' ম্যাকেয়ারই ভিতরে ভিতবে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়াছে। সে কোথায় লুকাইয়া, এই সকল কাণ্ড করিতেছে, তাহার কিছু সন্ধান পাওয়া যায় না। লুই ও বুলোঁ নামে আর দুইজন ফরাসী সৈনিক কর্ম্মচারী আমাদের ফোর্টে আছে। তাহাদের কার্য্যকলাপে আমার বিশেষ সন্দেহ হইতেছে। তাহাদের বিষয়ে কি করিব, শীঘ্র জানাইবেন। ষ্টিফেনের খবর এখনও পাওয়া যায় নাই।

সার, টমাস হে।"

(ইহার কিছুক্ষণ পরে কানপুরে ভীষণ বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠে। স্যার টমাস হের ডায়ারীতে আর কোন বিষয় লিখিত হয় নাই।)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ম্যাকেয়ারের পলায়ন।

(গর্ডনের কথা।)

সেদিন অতি ব্যস্ততার সহিত যখন রামপাল আমাকে রোজের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখনই মনে একটা ভাবি বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তেক পরে তিনি যখন রোজের জন্য গির্জ্জার দিকে দৌড়িলেন, তখন আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। মিসেস্ গর্ডনের কাছে গিয়া এই কথা বলিলাম। হেলেনার মৃত্যুর পর মিসেস্ গর্ডন জীবন্মৃতার ন্যায় দিনাতিপাত করিতেছিলেন। এমন দিন ছিল না, যেদিন তিনি হেলেনার জন্য কাঁদেন নাই। হেলেনার মৃত্যুর পর রোজের প্রতি তাঁহার অধিক মায়া জন্মিয়াছিল। আমি যখন তাঁহাকে উপরি লিখিত ঘটনা বলিলাম, তাহা শুনিবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে চেতনা করিতে কিছু সময় গেল। তৎপরে দুজন আয়াকে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া আমি রোজের অন্বেষণার্থ বাহির হইলাম।

মিসেস্ গর্ডন উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আজ রোজকে তোমার সহিত ফিরিয়া আসিতে না দেখিলে, আমি আর এ জীবন রাখিব না।"

আমি তখন ঈশ্বরের নাম লইয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিলাম,—এই বাক্য আমার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। কি জানি কেন, আমার সমস্ত শরীর কি এক ভাবী বিপদাশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, আমরা যেন কোন এক শোচনীয় বিয়োগান্ত নাটকের বিষাদময় দৃশ্যের সম্মুখবর্ত্তী হইতে চলিয়াছি। বলা বাহুল্য, চারিজন বলবান দরওয়ান

সঙ্গে চলিল। আমাদের বাড়ী হইতে গির্জ্জা কিছু দূরে। আমি গাড়ী লইবার সময় না পাইয়া পদব্রজেই চলিলাম। আমরা যখন গির্জ্জায় পৌঁছিলাম, তখন উপাসনার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রথমে গির্জ্জার মধ্যে অন্বেষণ করিলাম, কোথাও রোজকে দেখিতে পাইলাম না। দুইজন বলিষ্ঠ লোককে তাহার রক্ষণার্থ গাড়ীর সঙ্গে পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদেরও বাহিরে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রামপালকেও সেখানে দেখিলাম না। একবার মনে হইল, হয় ত রামপাল রোজকে লইয়া ইতিপূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন। দ্বারওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে ইতিপূর্ব্বে কাহারও গাড়ী সেখান দিয়া যাইতে দেখিয়াছে কি না। বলা বাহুল্য, সে আমাদিগকে ভালরূপ চিনিত। তাহার উত্তরে জানিতে পারিলাম, রোজ ইতিপূর্ব্বে একজন মেমের সহিত চলিয়া গিয়াছে। আমি সেখানে আর কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ীতে তখনও রোজ আসে নাই। তাহার সঙ্গে যে সকল লোক ছিল, তাহাদের মধ্যেও কেহ ফিরিয়া আসে নাই। মনে ভয়ানক নিরাশার একটা ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল—হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। উপরে না গিয়া নীচেই এক চেয়ারে শোকভরে বসিয়া পড়িলাম। হেলেনা গিয়াছে, রোজও যাইতে চলিল!! ও ম্যাকেয়ার! ম্যাকেয়ার! তোমার হৃদয়ে কি তিলমাত্র দয়া-মায়া নাই? তোমার যদি প্রতিহিংসাবৃত্তি এতই প্রবল হইয়া থাকে, আমার হৃদয় টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলে না কেন? রোজ ও হেলেনা তোমার কি করিয়াছে? হা ঈশ্বর! আমার হৃদয়ে বল দাও। আমি জানি, তোমার শুভ ইচ্ছা নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও পূর্ণ হইবেই হইবে। তাহা সহ্য করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য আমাকে প্রদান কর।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এইরূপ চিন্তায় কাটিয়া গেল, তথনও রোজ ফিরিয়া আসিল না। পুলিস-কমিশনার টেলর সাহেবকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া এক পত্র লিখিলাম, এবং আজ রাত্রিতেই যাহাতে রোজের বিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, সেইজন্য অনুরোধ করিলাম। একজন চাপরাসি দ্বারা টেলরের কাছে পত্র পাঠাইয়া দিলাম। সেরাত্রে মিসেস্ গর্ডনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিলাম না। আমি যে রোজকে না পাইয়া একাকী ফিরিয়া আসিয়াছি, সে সংবাদও তাঁহাকে দেওয়া হইল না; কিছু আহার না করিয়া সেই ঘরেই একাকী বসিয়া রহিলাম। অনেক রাত্রিতে দরওয়ান আসিয়া আমাকে ডাকিল, আমি দরজা খুলিয়া দিলাম। সে আমার হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া বলিল, "একজন সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" আমি কাগজখানা লইয়া আলোর নিকটে গিয়া পড়িলাম, তাহাতে লেখা রহিয়াছে—"রবার্ট ম্যাকেয়ার।" ক্রোধে আমার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল, মনে করিলাম, হয় ত রোজের বিষয় সে বলিতে আসিয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিলে হয় ত আরও কুফল ফলিতে পারে। অগত্যা আমি ম্যাকেয়ারকে আসিতে বলিলাম। পরক্ষণেই এক বৃদ্ধ পাদরী আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল। আমার নিকটেই একখানা চৌকী ছিল, তাহাতে সে বসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মিষ্টার গর্ডন! অনেক দিন পরে আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।"

তাহার কথার স্বরে বুঝিলাম, সেই ম্যাকেয়ার। আমি তখন তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "ম্যাকেয়ার! আমি তোমার এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি যে, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম জিনিষ সকল হরণ করিতেছ? হেলেনাকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়াও কি তোমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই? কি বলিব, তোমার নিকটে আমি

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহা না হইলে সন্তপ্ত গর্ডন আজ তোমার মুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিত।"

ম্যাকেয়ার তখন বলিল, "যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর শোচনা করা বৃথা। বোধ করি, প্রথমে তুমি আমার কথায় সায় দিলে এতদূর হইত না। যাহা হোক, এখন তুমি রোজকে আমার হাতে প্রদান করিতে সম্মত আছ কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছি। সম্মত না হও, তাহা হইলে রোজকেও হেলেনার নিকটে পাঠাইব।"

পাপাত্মা ম্যাকেয়ারের কথা শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে পাষণ্ডের সহিত অন্যরূপ ব্যবহার করিলে কুফলেরই অধিক সম্ভাবনা। অগত্যা আমি দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "ম্যাকেয়ার! ম্যাকেয়ার! রোজকে তুমি প্রাণে মারিয়ো না, তাহাকে ছাড়িয়া দাও; ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "আমি তোমার নিকটে ধর্ম্মোপদেশ লইতে আসি নাই, রোজকে আমার সহিত বিবাহ দিতে রাজি আছ কি না, বল।"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, উঠিয়া বলিলাম, "পাপিষ্ঠ, নরাধম, হেলেনা তোমার মত নারকীর হাত এড়াইয়া ঈশ্বরের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে, ইহাতে আমি সুখী ব্যতীত দুঃখিত নই; রোজও এ দুঃখময় সংসার হইতে অবসৃত হউক, তাহাও বাঞ্ছনীয়; কিন্তু জীবন থাকিতে কখনই সে পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিকে তোমার মতন সয়তানের হাতে প্রদান করিতে পারিব না।"

ঠিক এই সময়ে বাহিরে অনেক লোকের পায়ের শব্দ হইল এবং দরজায় আঘাত হইতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

বাহির হইতে উত্তর হইল, "টেলর।"

আমি ভয়ে, বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উঠিলাম, ম্যাকেয়ার অতি ক্ষিপ্রহস্তে আমার মস্তকের কাছে একটা রিভলভার উদ্যত করিয়া ধরিল, এবং অতি আস্তে আস্তে বলিল, "খবরদার এক পা অগ্রসর হইলেই, এই গুলির চোটে মাথা উড়াইয়া দিব।"

আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই অবসরে সে পিছু হটিয়া আমার পশ্চাদ্দিকার জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তখনও সে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রজ্জলিত নয়নে চাহিয়াছিল। আমি বুঝিলাম, সে এইবার পলাইবে; সেই জানালার অপরদিকে আমার বাগান। এই সময়ে টেলর পুনরায় দরজায় আঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ম্যাকেয়ার জানালা খুলিল, তাহাও দেখিলাম। এক লাফে সে বাহিরে গিয়া পড়িল, তখনও আমার হুঁস হইল না। বাহির হইতে ম্যাকেয়ার একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল, গর্ডন, সাবধান, ম্যাকেয়ারের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ পরিত্রাণ পায় নাই, তুমিও পাইবে না। তোমার বংশ নির্ম্মূল করিয়া আমি সে সঙ্কল্প রক্ষা করিব।"

আর তাহার কোন কথা শুনা গেল না। এবার টেলর খুব জোরে দরজায় আঘাত করিতে লাগিলেন, তখন আমি আস্তে আস্তে গিয়া দরজা খুলিয়া দিলাম। টেলর সাহেব ও আর-কয়েকজন পুলিস-অফিসার আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের নিকটে আমি ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলাম। আমার পত্র পাইবার পূর্ব্বে টেলর সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমার লোকেরা আহত হইয়া হাঁসপাতালে নীত হইয়াছে, তাহাও শুনিলাম। রোজকে যে তাহারা পায় নাই, তাহা ম্যাকেয়ারকে দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই আমি ঠিক

করিয়াছি। টেলরকে বলিলাম, ম্যাকেয়ার আমার ঘরে ছিল, এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছে। টেলর এই কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমি বলিলাম, "টেলর! যদি সময় পাই, তাহা হইলে আমার সহিত ম্যাকেয়ারের পরিচয়ের আমূল বৃত্তান্ত তোমাকে বলিব। এখন এইমাত্র তোমাকে জানাইতেছি যে, সে আমার পরম শত্রু, আজ রোজ এই নরাধম কর্ত্তৃক বন্দিনী হইয়াছে। তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া তাহাকে উদ্ধার কর। সরদার রামপাল আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, তিনিও বোধ করি, আজ এই দুর্দ্দান্তদের ফাঁদে পড়িয়াছেন।"

টেলরের সহিত তাহার পর অনেক কথা হইল। সকলই হেলেনার মৃত্যুসংক্রান্ত। আমাদের এই সকল হৃদয়-বিদারক দুঃখকাহিনী শুনিয়া তিনিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। যাহা হোক, সে রাত্রিটা তিনি আমার ঘরেই রহিলেন। প্রাতে মিসেস্ গর্ডন, রোজের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি আর তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিলাম না। টেলরকে দিয়া সমুদয় ঘটনা তাঁহাকে জানাইলাম। তাহার পর তাঁহার কি শোচনীয় অবস্থা হইল, তাহা লিখিতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। সেইদিনই মিসেস্ গর্ডনের ভয়ানক জ্বর ও প্রলাপ আরম্ভ হইল। ডাক্তারেরা বলিল, এ যাত্রা তাঁহার রক্ষা পাওয়া কঠিন। হায়! আমার স্নেহ, মমতা সকলই বিচ্ছিন্ন হইতে চলিল। অনেক দিন পরে আমার পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়া চোখে অশ্রু দেখা দিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমি যেন অত্যন্ত বিচলিত হইলাম, ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত বিশ্বাস হারাইতে চলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন আমার হৃদয়ে আঘাত করিয়া বলিল, "গর্ডন! গর্ডন! স্থির হও, এ সংসার পরীক্ষার স্থল।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লছমনের ফকীরী।

(লছমনপ্রসাদের কথা।)

যেদিন সন্ধ্যার সময়ে সবদার রামপাল রোজকে রক্ষা করিতে গমন করেন, সেদিন যাইবার সময়ে তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, যদি রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তিনি না ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে বিঠুর রোডের ৪০ নং বাড়ীতে যেন তাঁহার অন্বেষণ করা হয়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আমি তাঁহার অপেক্ষা করিলাম ; কিন্তু তখনও তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। আমি তখন ছদ্মবেশে বাহির হইলাম, বিঠুর রোডে ৪০ নম্বরের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলাম। বাড়ীর বাহির দিক্‌কার দরজা বন্ধ ; কিন্তু ভিতরে অনেক লোকের যাতায়াত শব্দ ও আস্তে আস্তে কথাবার্ত্তার কলরব শুনিলাম। ভিতরে কি করিয়া যাইব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমি বৃদ্ধ মুসলমান ফকীরের বেশেই বাহির হইয়াছিলাম। কারণ রাত্রিতে কানপুরের রাস্তা সমূহে অনেক ফকীর ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। মনে মনে এক ফন্দি ঠিক করিয়া, সে স্থান হইতে কিছু দূরে গিয়া অত্যন্ত করুণকণ্ঠে কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। সমস্ত গায়ে হাতে কাদা মাখিয়া, সেই বাড়ীর সম্মুখে দৌড়িয়া আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলাম। আমার উচ্চ ক্রন্দনের শব্দে সেই বাড়ীর ভিতর হইতে একজন সাহেব বাহির হইয়া আসিল, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়া! তোম রোতা হৈ কাহে ?"

"কয়েকজন পুলিসের লোক আমাকে বড়ই মারিয়াছে, আমি রাস্তার ফকীর, তাহারা আমাকে রামসিংহ নামে একটা কোন বদমায়েস লোকের শত্রু ভাবিয়াছিল, সেই সন্দেহে তাহারা আমার একটা পা ভাঙিয়া দিয়াছে, আর সমস্ত ভিক্ষার পয়সা কাড়িয়া লইয়াছে," বলিয়া আমি আরো কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। আমার মুখে রামপালের নাম শুনিয়া, সে যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া, লোকটা ভিতরে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই আর দুজন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আমার নিকটে আসিল ; এবং পুলিসসংক্রান্ত নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "হুজুর আমি যেরূপ মার খাইয়াছি, তাহাতে একটু স্থির না হইলে কিছুই বলিতে পারিতেছি না, আমাকে ভিতরে লইয়া একটু জল খাইতে দিন, পরে একটু স্থির হইয়া আপনাদের সকল কথার উত্তর দিব।"

আমার কথা শুনিয়া তাহারা আমাকে ভিতরে যাইতে বলিল ; আমি বলিলাম, "আমার উঠিবার সামর্থ্য নাই, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া চলুন।"

বলা বাহুল্য, তাহারা তাই করিল। ভিতরে গেটের সম্মুখে একটা ঘর ছিল, সেই ঘরের দালানে আমাকে বসাইয়া চাকরের দ্বারা এক ঘটি জল আনাইয়া দিল। আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

একজন সাহেব বলিল, "ফকীর, তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর, পরে তোমাকে দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।"

অন্য একজন সাহেব তাহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি এখন একটি কথার উত্তর দাও, পুলিসেরা তোমাকে মারিয়া কোন্ দিকে গিয়াছে ?"

"এইদিকেই আসিয়াছিল।"

আমি আর কিছু না বলিয়া শুইয়া পড়িলাম এবং কিছুক্ষণ পরে আমার নাক ডাকিতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টা পরে বাড়ীর মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। বোধ হয়, সকলে তখন শয়ন করিল। এইরূপে আর একঘণ্টা কাটিয়া গেল, সমস্ত নিস্তব্ধ—তখন আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলাম। এই সময়ে বাটীর মধ্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল—কাণ পাতিয়া রহিলাম। পুনরায় কিছুক্ষণ পরে সেইরূপ কান্না শুনিলাম; বোধ হইল, যেন স্ত্রীলোকের কান্না। এবার বুঝিতে আর বাকী রহিল না—এ রোজ!

আমি যেস্থানে শুইয়াছিলাম, তাহার নিকটেই সাহেবদের কয়েক-জন চাকরও শুইয়াছিল। যে সময়ে আমি উঠিলাম, সে সময়ে তাহারা ঘোর নিদ্রাভিভূত। আমার নিকটেই ক্লোরাফরমের শিশি ছিল, মাথার পাগড়ীর কাপড় হইতে কয়েক খণ্ড ন্যাকড়া ছিঁড়িয়া, ক্লোরা-ফরমের দ্বারা সিক্ত করিলাম। পরে যে কয়েক ব্যক্তি সেখানে শুইয়া-ছিল, তাহাদের সকলের নাকের উপরে এক এক খণ্ড উক্ত ন্যাকড়া রাখিয়া দিলাম। অতঃপর সে স্থান হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিলাম—প্রথম কামরায় দুজন সাহেব শুইয়াছিল, প্রত্যেকের মাথার নিকটে একটা করিয়া পিস্তল রাখা ছিল। তাহা-দেরও নাকের উপরে সেইরূপ ক্লোরাফরম সিক্ত ন্যাকড়া রাখিয়া দিলাম, এবং পিস্তলগুলা ও অন্যান্য অস্ত্র যাহা তাহাদের নিকটে ছিল, সে সকলও স্থানান্তরিত করিয়া রাখিলাম। ঠিক এই সময়ে পুনরায় বাড়ীর ভিতরে ক্রন্দনের শব্দ শুনিলাম। কে একজন তাহাকে উচ্চৈঃ-স্বরে ধম্‌কাইল—তাহাও শুনিলাম। তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে প্রবেশ করিলাম, সে ঘরেও কেহ নাই। সে ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, তাহা

নিবাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে অন্য এক ঘরে ঢুকিলাম। এ ঘরে এক-জন পরিচিত সাহেবকে চেয়ারের উপরে ঘুমাইতে দেখিলাম। ইহাকেই আমরা কয়েকদিন পূর্ব্বে অন্য এক বাড়ীতে ক্লোরাফরমের দ্বারা অচেতন করাইয়া ডাক্তার ষ্টিফেনের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। এখানেও সেই পথ অবলম্বন করিলাম—আস্তে আস্তে তাহার নাকের কাছে ক্লোরাফরমের শিশিটা খুলিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া রহিলাম, পরে সেইরূপ এক খণ্ড ন্যাকড়া তাহার নাকে চাপা দিলাম। এখন নিরাপদে তাহার পকেট অন্বেষণ করিলাম, একটা শিশি ও আটনলী গুলিভরা একটা পিস্তল বাহির হইল। শিশির গায়ে লেখা রহিয়াছে, "হাইড্রসিনিক এসিড" ইহা অতি ভয়ানক বিষ! পিস্তলটি স্থানান্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া, বিষের শিশিটা নিজের পকেটে রাখিলাম। টেবিলের উপরে কয়েকখানা পত্র ছড়ান ছিল, তাহাও সংগ্রহ করিলাম। একখানা পত্রে লেখা রহিয়াছে ;—

"জোন্‌স! ধুন্ধুপন্ত নানা আসিয়াছে, এ দিকে আমাদের সব ঠিক ; শীঘ্রই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। আজই তুমি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীদ্বয়কে—কথা মত কার্য্য না করিলে নিকেশ করিয়া ফেলিবে। আজ গর্ডনের সহিত দেখা করিতে চলিলাম, তাহার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা শেষ করিয়া আসিব। রামপালের বিষয় আর ভাবিয়ো না, ইহলোক হইতে সে ভীষণ কণ্টক অপসৃত হইয়াছে।"

শেষের লাইন পড়িয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। তবে কি রামপাল নাই। তাঁহার আশ্চর্য্য জীবনের শেষ অঙ্ক এইখানেই কি শেষ হইল। হায় রামপাল! আমি ঘরে আর না দাঁড়াইয়া যেদিক হইতে ক্রন্দনের শব্দ আসিতেছিল, সেইদিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলাম। তিনটা ঘর পার হইয়া একটা বারাণ্ডায় আসিয়া পড়িলাম। সে স্থানে কোন

আলো ছিল না; আমি তথায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইলাম। এমন সময়ে কিছু দূরে দুজন মানুষের কথা শুনিলাম।

একজন বলিতেছে, "দেখ ভাই, রোজকে মারিতে আমার হৃদয় কেমন কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহাকে হত্যা করিবার ভার তুমিই লও, ষ্টিফেনের ভারটা না হয় আমার উপরে দাও।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি। না না, তাহা হইবে না; যার উপরে যে ভার, সে তাই করুক। আমার প্রতি হুকুম আছে, রোজের সম্মুখে ষ্টিফেনকে হত্যা করিতে হইবে, আমি তাই করিব। তার পর যদি রোজ সম্মত হয়, তাহলে তোমার ভারটা ত গেলই। সেইজন্য বলিতেছি, আমাকে রোজের হত্যার ভার দিও না, কি জানি, সে যদি সম্মত হয়, তাহা হইলে একটা মানুষ হত্যা করার স্পৃহা আমার চরিতার্থ হইবে না। বোধ হয়, ষ্টিফেনকে তাহার সম্মুখে মারিতে দেখিলে, রোজ প্রাণের ভয়ে ম্যাকেয়ারকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে।

প্রথম ব্যক্তি। আচ্ছা, তাহাই হউক; ষ্টিফেন আসিয়া একবার রোজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে। এইবার না হয়, তুমি একবার তাহার মতটা জানিয়া এস। যদি এখনই সে সম্মত হয়, তাহা ষ্টিফেনকে জানাইবার দরকার কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আচ্ছা, তুমি এই স্থানে অপেক্ষা কর, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।

এই বলিয়া সে ব্যক্তি একটা আলো জ্বালিয়া সম্মুখের ঘরের দরজা খুলিল। এই সময়ে আমি একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইলাম। আলোতে তাহাদের ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, বোধ হইল, তাহাদের একজন মুসলমান ও আর একজন হিন্দু। যে ব্যক্তি সেখানে ছিল, তাহাকেই হিন্দু বলিয়া বোধ হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি আলো লইয়া ঘরের

ভিতরে ঢুকিল এবং প্রথম ব্যক্তি বাহিরে অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় রহিল, আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া, ক্লোরাফরমের শিশি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে ব্যক্তি অন্ধকারে আমার আগমন কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিল না। আমি অতি সতর্কতার সহিত সেই শিশি তাহার নাকের কাছে ধরিলাম। সে চক্ষু বুজিয়া শুইয়াছিল, ঘরের আলোকে তাহাকে আমি বেশ দেখিতে পাইতেছিলাম; কিন্তু সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। শিশিটা তাহার নাকের কাছে ধরিবামাত্র তাহার সমস্ত দেহ প্রথমে একটু কাঁপিয়া উঠিল, পরে সে'ও ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহারও নাকের উপরে সেই আরকসিক্ত একখণ্ড ন্যাকড়া রাখিয়া দিলাম। ঘরের ভিতরকার লোকটাকে কি করে কায়দা করি, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভিতরে গিয়া তাহাকে বলের দ্বারা পরাস্ত করিয়া ধরিতে গেলে, হয় ত সে অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারে, কিম্বা মহা গণ্ডগোলের দ্বারা অপর সকলকে সতর্ক করিয়া দিতে পারে। কাজে কাজেই তাহাকে বাহিরে ধরাই স্থির করিয়া দরজার পার্শ্বে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার চাদরটাকে পাকাইয়া দড়ীর মতন করিয়া লইলাম এবং রিভল্‌ভার হাতে লইয়া প্রস্তুত হইলাম। রোজের নিকটে গিয়া সে প্রথমে তাহাকে অত্যন্ত ধম্‌কাইতে লাগিল। দরজার ফাঁক দিয়া দেখিলাম—রোজ চেয়ারের উপরে বসিয়া, দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতেছে, তাহার কোন কথার উত্তর দিতেছে না।

কিছুক্ষণ সে ব্যক্তি এইরূপ ধম্‌কাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ রোজ! তুমি যদি আমার কথা না শুন, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে তোমার প্রিয় বন্ধু ষ্টিফেনের মুণ্ড তোমার সম্মুখে দ্বিখণ্ড করিব। আজ তোমারই জন্য তাহার প্রাণ যাইবে। যদি তাহার প্রাণ বাঁচা-

ইতে চাও, তাহা হইলে মহাত্মা ম্যাকেয়ার সাহেবকে পতিত্বে বরণ কর। আমার নাম আব্দুল। আমার এই হস্ত তোমার প্রিয় ভগ্নি হেলেনার সুকোমল কণ্ঠ ছেদন করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। কেন, তাহা কি জান? সে ম্যাকেয়ারকে পতিরূপে গ্রহণ করিল না বলিয়া। আজ যদি তুমি আমার কথামত কার্য্য না কর, তাহা হইলে এই ছুরিকা তোমারও শোণিত পান করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না। ষ্টিফেনকে ত এইমাত্র তোমার সম্মুখেই মারিব; তৎপরে তোমার পিতা মাতাকেও ইহলোক হইতে অপসৃত করিব। অতএব এখনও তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, আমার কথামত কাজ করিয়া সকলের প্রাণ রক্ষা কর এবং নিজেও ম্যাকেয়ারকে ভালবাসিয়া সুখী হও।”

রোজ কোন উত্তর দিল না, বরং দ্বিগুণ স্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আব্দুল নাম শুনিবামাত্র আমি চমকিয়া উঠিলাম। এই আব্দুলই হেলেনার হত্যাকারী, ম্যাকেয়ারের পাপকার্য্যের প্রধান সহায় এবং অদ্য রোজ ও ষ্টিফেনকে হত্যা করিতে প্রস্তুত। একবার মনে হইল, এই উত্তম সুযোগ—এক গুলির চোটে তাহার মাথার খুলিটা উড়াইয়া দিই। পরে মুহূর্ত্তে ভাবিলাম, তাহা হইলে হয় ত রোজ ও ষ্টিফেনকে বাঁচাইতে পারিব না, গোলমালে অন্যান্য লোকেরা সতর্ক হইয়া আমার জীবনও লইতে পারে। যাহা হউক, সেরূপ না করিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করিলাম। সেই চাদরের দড়ী হাতে করিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আব্দুল বাহিরে আসিতে লাগিল, যেই সে দরজা পার হইয়াছে, অমনি পশ্চাদ্দিক হইতে সেই চাদরের দ্বারা তাহার গলা খুব জোরের সহিত বাঁধিয়া ফেলিলাম। এক অস্পষ্ট শব্দ করিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল। পরে সেই ব্রহ্মাস্ত্র ক্লোরাফরম তাহার নাকের কাছে ধরাতে সে-ও অচেতন হইয়া পড়িল; পরে তাহাকে ভাল করিয়া

বাঁধিয়া ফেলিলাম। আমার পকেটেই দিয়াশলাই ছিল, তাহা দ্বারা আলো জ্বালিলাম এবং রোজের ঘরে ঢুকিলাম। রোজ তখনও চেয়ারের উপরে বসিয়া, দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে।

আমি বলিলাম, "রোজ! যদি তুমি বাঁচিতে চাহ, শীঘ্র আমার সঙ্গে এস, আমি সরদার রামপালের লোক।"

রামপালের নাম শুনিয়া সে আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে রামপালের লোক, তাহার নিদর্শন কি?"

"নিদর্শন এখন কিছুই দিতে পারি না, তবে তোমার জীবন রক্ষা ব্যতীত আর কোন ইচ্ছা যে নাই, তাহার নিদর্শন এখান হইতে বাহির হইলেই দেখিতে পাইবে। এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাস্য এই যে, রামপালের কোন সন্ধান জান কি না? তিনি তোমাকে রক্ষা করিতে আসিয়া বোধ করি, শত্রুদের চক্রান্তে পড়িয়াছেন। তাঁহারই অন্বেষণে আজ আমি এখানে আসিয়াছি।"

আমার কথা শুনিয়া রোজ কাঁদিয়া বলিল, "হায়! হায়! রামপালও দুরাত্মাদের হাতে পড়িলেন! আমার পিতাকে কে রক্ষা করিবেন?"

"রোজ! এ সময়ে অধীর হইলে চলিবে না, মনকে দৃঢ় কর! বোধ করি, আর একটু দেরী হইলে তোমাকে আর বাঁচাইতে পারিব না।"

এবার রোজ চেয়ার হইতে উঠিয়া আমার অনুসরণ করিল। আমি এক হাতে পিস্তল ও অন্য হাতে আলো লইয়া সেখান হইতে বাহির হইলাম। দরজার কাছে আসিয়া দেখি, আব্দুল নাই। আমি অত্যন্ত আশঙ্কিত হইলাম। তাহাকে যেরূপ অবস্থায় রাখিয়াছিলাম, তাহাতে অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহার চেতনা পাইবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। অবশ্যই অন্য কেহ তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকিবে। ভাবিলাম, যখন বাড়ীর মধ্যে লোক সতর্ক হইয়াছে, তখন রোজের

পরিত্রাণ কিম্বা রামপালের অন্বেষণ সুদূরপরাহত; এমন কি আমার জীবন যাইবারও খুব সম্ভাবনা। যাহা হোক, রোজকে কিছু না বলিয়া, দ্রুতগতিতে বারাণ্ডা পার হইয়া অন্য এক ঘরে প্রবেশ করিলাম। সে ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তার পর আর এক ঘরে ঢুকিলাম, সে ঘরেও কেহ ছিল না। এবার তৃতীয় ঘরে ঢুকিলাম, এ ঘর পার হইলেই ফটক; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল ঘরে যে সকল সাহেবদিগকে আমি ইতিপূর্ব্বে ক্লোরাফরমের দ্বারা অচেতন অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহই এ সকল ঘরে ছিল না; সুতরাং একটা ভাবী আশঙ্কায় আমার হৃদয় অত্যন্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে ঘরে দশ-পনের জন সশস্ত্র লোক চকিতের ন্যায় প্রবেশ করিল, সকলেরই হস্তে রিভল্বার। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া দেয়ালেতে যে মস্ত বড় ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া এক গুলি করিলাম। সেই মুহূর্ত্তে তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, এবং তৎসঙ্গে ঘরও অন্ধকার হইয়া গেল। তার পর সে ঘর ঘন ঘন পিস্তলের শব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল, কে কাহাকে আক্রমণ করিবে, তাহার ঠিক রহিল না। আমি এই সুযোগে অনায়াসে উন্মুক্ত দ্বার দিয়া পলায়ন করিলাম। রোজের পরিণাম ভাবিবার আর তিলার্দ্ধ সময় পাইলাম না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

একি স্বপ্ন?

(মিস্ রোজের কথা।)

আমার নিকটে লছমনপ্রসাদ আসিবার পূর্ব্বেই ষ্টিফেন আসিয়াছিলেন। আমি নিদ্রায় তাঁহারই বিষয় স্বপ্নে দেখিতেছিলাম। পরক্ষণেই যখন তাঁহাকেই সম্মুখে দেখিলাম, তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। মুহূর্ত্তের জন্য সে ভীষণ কারাগারের বিষয় বিস্মৃত হইলাম।

ষ্টিফেন আমার হাত ধরিয়া অত্যন্ত শোকব্যঞ্জকস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রোজ, আজ তোমার নিকটে শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছি, দুরাত্মারা আমার জীবন না লইয়া পরিতৃপ্ত হইবে না। তাহারা সংকল্প করিয়াছে যে, তোমার সম্মুখে আমার মস্তক ছেদন করিবে, এবং তৎপরে তোমাকে নানারূপ ভয় ও প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিয়া ম্যাকেয়ারের সহিত তোমায় বিবাহ-পাশে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবে। বোধ হয়, তুমি তাহাতে কখনই সম্মত হইবে না, অগত্যা তোমারও জীবন যাইবে।"

এই বলিয়া ষ্টিফেন আমার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া আমার হাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমি কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম। কি বলিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে বাহির হইতে কে ডাকিয়া বলিল, "শীঘ্র কাজ সারিয়া বাহিরে আসুন, এ আলাপের সময় নয়।"

ষ্টিফেন পুনর্ব্বার বলিলেন, "রোজ! এইমাত্র ম্যাকেয়ারই আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছে; তাহার বিশ্বাস—তুমি আমাকে ভাল-

বাস, কাজেকাজেই অন্য কাহাকেও ভালবাসিবে না। সে সেইজন্য আমাকে সংসার হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া তোমাকে পাইবার পথ নিষ্কণ্টক করিতে চাহে। তোমার মঙ্গলের জন্য আমি জীবন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি; কিন্তু তাহা করিয়াও তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না। ম্যাকেয়ার যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বিপথে লইতে না পারিবে, ততক্ষণ সে পরিতৃপ্ত হইবে না। তুমি তাহার কথার মত না দিলে আমার, তোমার এবং পরে তোমার পিতামাতারও জীবন যাইবে; কিন্তু আমার উপদেশ এই যে, জীবন যাক্, তাহাও বাঞ্ছনীয়—তবুও দুরাত্মা ম্যাকেয়ারের প্রলোভনে পবিত্র ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইও না।"

এবার পুনরায় অতি তীব্রস্বরে সে ব্যক্তি ষ্টিফেনকে ডাকিল। ষ্টিফেন আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন; যাইবার সময়ে এইমাত্র বলিলেন, "রোজ! রোজ! অত কাঁদিও না; ঈশ্বরের উপর নির্ভর আর মনের দৃঢ়তা দেখাইবার এই উত্তম সময়। প্রস্তুত হও, আমিই সে পথ প্রথমে দেখাইব।"

ষ্টিফেনের আগমন হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় চুপ করিয়াছিলাম, একটিও কথা বলি নাই। তিনি চলিয়া গেলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, আমি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না,. উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। ষ্টিফেনের উপদেশ মত তখন কাজ করিতে পারিলাম না। কি জানি—নানা চেষ্টা করিয়াও তখন হৃদয়ে বল আনিতে পারিলাম না। এইরূপ অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। তাহার পর লছমনপ্রসাদ আসিল।

লছমন যখন ঘরের আলোতে গুলি করিয়া একটা গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়া পলাইয়া গেল, তখন আমি ভাবিলাম, আমার আর পরিত্রাণ হইল না—ষ্টিফেন ও আমি এক সঙ্গেই মরিব।

সেই দুরাত্মারা পুনরায় আলো জ্বালিল এবং আমার হাত একটা শক্ত দড়ী দিয়া বাঁধিয়া পুনরায় সেই কারাগারে টানিয়া লইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় দরজা বন্ধ হইল এবং আমি দুঃখের অকূলপাথারে ডুবিয়া কেবল ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম।

সে রাত্রি কাটিয়া গেল, আমার উপরে আর কিছু অত্যাচার হইল না। পরদিন সকালে রজার্স আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

আমি বলিলাম, "রজার্স! আপনার কি ধর্ম্মেতে কোন আস্থা নাই? আপনি স্ত্রীলোক হইয়া আর একজন স্ত্রীলোককে কি প্রকারে বিপথগামী হইতে পরামর্শ দেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। জানিবেন, এখনও ঈশ্বর আছেন, জগতে ধর্ম্ম এখনও কাজ করিতেছে। পাপপুণ্যের এখনও বিচার হইয়া থাকে।"

রজার্স সে সকল কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল ম্যাকেয়ারের কথা বলিতে লাগিল। অনেক প্রলোভন, নানা প্রকার ভয়, বহু প্রকার তোষামোদ করিল; কিন্তু আমি কিছুতেই বিচলিত হইলাম না। সে আমাকে এইরূপ পাষাণবৎ অবিচলিত দেখিয়া ভীষণস্বরে বলিল, "তোমার অপরিণামদর্শিতার ফল শীঘ্রই ফলিবে। আজ তোমার মৃতদেহ শৃগালের দ্বারা ভক্ষিত হইবে।"

আমি বলিলাম, "তাহাতে ধর্ম্ম ও শান্তি আছে।"

রজার্সের শেষ তীব্র ভাষা শুনিয়া তাহাকে স্ত্রীমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল না—সে অবশ্যই ছদ্মবেশী কোন পুরুষ।

সেদিন কিছুই আহার করিলাম না। সমস্ত দিন প্রার্থনায় কাটাইলাম। পিতা ও মাতার জন্য মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল; কিন্তু তখন আমার হৃদয়ে অসীম বল আসিয়াছে, ষ্টিফেনের উপদেশ বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে।

রাত্রি প্রায় আটটার সময়ে একজন পাদরী আলো হস্তে আমার

গৃহে প্রবেশ করিল। আমি বুঝিলাম, আমার পার্থিব জীবনের শেষ অঙ্ক উপস্থিত; কিন্তু ষ্টিফেনের জন্য বড় কষ্ট হইতে লাগিল, তিনি কোথায়?

কিছুক্ষণ পরে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে আব্দুল ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ষ্টিফেন ঘরে প্রবেশ করিল। পাদরী বলিল, "তোমরা প্রস্তুত হও, যদি কিছু বলিবার থাকে, এই সময়ে বল—আর সময় নাই।"

ষ্টিফেন আমার দিকে চাহিয়া প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত হইলাম। ষ্টিফেনও আমার পার্শ্বে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে আব্দুল বলিল, "মিস্ রোজ! এখনও বলিতেছি, আমার কথায় সম্মত হও, অমূল্য জীবন অনর্থক নাশ করিও না।"

আমি দুঃখব্যঞ্জক ও ঘৃণার স্বরে বলিলাম, "সয়তান! এ শুভকার্য্যে আর আমাদের বাধা দিয়ো না।"

তৎপরে প্রথমে ষ্টিফেন প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু! প্রকৃত খৃষ্টানের ন্যায়, ধর্ম্ম ও তোমার জন্য এ তুচ্ছ জীবনের মায়া আজ আমরা পরিত্যাগ করিয়া তোমার রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। হে পিতঃ! তুমি পবিত্রবারি দ্বারা আমাদিগের মলিন আত্মাকে বিধৌত করিয়া তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও।"

পাদরী বলিল, "তথাস্তু।"

কি জানি, কেন তখন আমার আর কোন প্রার্থনা মুখে আসিল না, আমি কেবল বলিলাম, "দেব! আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

পাদরীও বলিল, "তথাস্তু।"

এমন সময়ে হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ পাইলাম; চাহিয়া দেখিলাম—সম্মুখে দীর্ঘ অসি হস্তে বীরশ্রেষ্ঠ সরদার রামপাল !!!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর কি হইল ?

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

সেই রাত্রে ম্যাকেয়ারের লোক কর্তৃক বন্দী হইবার পর আমার কি দশা হইয়াছিল, তাহা এখনও আমার নিকটেই অপরিজ্ঞাত ও গুপ্ত রহস্য মনে হইতেছে। তাহারা আমার গলায় হঠাৎ দড়ী দিয়া বাঁধিয়া ফেলিবার পরেই আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম ; আমার জ্ঞান হইলে দেখিলাম, আমি একখানা নৌকায় শুইয়া রহিয়াছি, আমার চতুর্দ্দিকে আট-দশজন মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসী উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজনের তেজঃপূর্ণ ও মহত্ত্বব্যঞ্জক মুখ আমার স্মৃতিপথে জাগরূক হইল। ইঁহাকেই আমি দিল্লী হইতে কান-পুরে-আসিবার সময়ে গঙ্গার ঘাটে দেখিয়াছিলাম। সে মহতী মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের মনে ভক্তির উদয় হয়—আমারও হইয়াছিল। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভক্তিভরে নমস্কার করিলাম। তিনিও আমায় প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন, "সরদার রামপাল! আমাকে কি চিনিতে পার ?"

তখন আমার সম্পূর্ণ চেতনাশক্তি হয় নাই, কাজেই আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। তিনি আর কিছু না বলিয়া আমার মাথার কাছে আসিয়া বসিলেন। প্রায় একঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইবার পর আমি সম্পূর্ণ চেতনালাভ করিয়া উঠিয়া বসিলাম। তখন দেখিলাম, গঙ্গার মধ্যস্থানে নৌকা রহিয়াছে।

আমাকে উঠিতে দেখিয়া সেই সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম-পাল! আমি তোমার জীবনদাতা, আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিবে কি?"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "আপনি যাহা অনুরোধ করিবেন, তাহা রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।"

কি জানি, তখন আমি না বুঝিয়া, না জানিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম। পরে তাহার বিষময় ফল দেখিয়া এখনও সন্তপ্ত হইতেছি। হয় ত তখন যদি তাঁহার নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে সিপাহীবিদ্রোহরূপ মহা দাবা-নলে কানপুরস্থ সুকুমার ইংরাজ-বালকবালিকা ও অবলা স্ত্রীগণ নিষ্ঠুর ও নির্ম্মমভাবে আহুতি প্রদত্ত হইত না। তখন জানি নাই, সেই মহান্ সন্ন্যাসীর হৃদয়ে কোন্ নারকীয় জিঘাংসানল প্রজ্জলিত হইতে-ছিল; কিন্তু তাঁহাকে দোষ দিতে সাহস করি না, তাঁহার স্বদেশ উদ্ধারই জীবনের মহাব্রত ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ঘটনাচক্রে বা, যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে সিপাহীবিদ্রোহরূপ মহা নাট্যাভিনয়ে বিষাদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তাহার জন্য এই মহানুভব সন্ন্যাসী কিম্বা বিখ্যাত নানা কেহই দোষী নহে। আমি তখন ইংরাজ-রাজের নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহা না হইলে আমার হৃদয়স্রোত সেই উন্মত্ত সন্ন্যাসীর প্ররোচনায় কোন্ দিকে প্রবাহিত হইত কে জানে?

পুনরায় সে সন্ন্যাসী বলিলেন, "রামপাল! স্বদেশের মত প্রিয়তম জিনিষ আর নাই। তোমার যাহা কিছু প্রিয়তম বস্তু—মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদি সকলই এই একই জননীসম্ভূত। যদি তোমার পিতামাতার প্রতি ভক্তি থাকে; ভাইভাগ্নগণের প্রতি

স্নেহ-মমতা থাকে এবং স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার স্রোত যদি এখনও ক্ষান্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রিয়তম স্বদেশকে বিজাতীয় ম্লেচ্ছদের হস্তে বিক্রয় করিও না। আমি জানি, তুমি একজন বীর শিখ, গুরুগোবিন্দের মহামন্ত্রে দীক্ষিত। সেই মহাত্মা স্বদেশের জন্য এ তুচ্ছ মানবজীবন বিসর্জ্জন করিয়া এখন স্বর্গস্থ। সে স্থান হইতে তিনি তোমার কার্য্যকলাপ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছেন। স্বদেশের উদ্ধারসাধনার জন্য আজ আমরা বদ্ধপরিকর; তোমার উচিত, আমাদিগকে সাহায্য করা। মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী ও কন্যাগণের যদি ধর্ম্মরক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিও না। এইরূপ যদি কর, তাহা হইলে তোমার স্বধর্ম্ম পালন করা হইবে; দেবগণ তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইবেন; তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ তোমার উপরে বর্ষিত হইবে এবং তোমার স্বর্গস্থ গুরুদেব মহাত্মা গোবিন্দ সিংহের পবিত্র আত্মা তোমার মস্তকে স্বর্গীয় পুষ্প বর্ষণ করিবেন। বন্ধুর ন্যায়, ভ্রাতার ন্যায়, পিতার ন্যায় এবং সর্ব্বশেষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরুর ন্যায় তান্তিয়া টোপি তোমাকে আজ এই উপদেশ প্রদান করিতেছে—তুমি কি তাহা পালন করিবে ?"

সেই সন্ন্যাসীই যে ঝান্সীর রাণীর লক্ষ্মীবাইয়ের মন্ত্রণাগুরু, তান্তিয়া টোপি—তাহা অবগত হইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলাম। তান্তিয়ার নাম তখন ভারত-বিখ্যাত। মধ্যপ্রদেশে তান্তিয়ার প্রবল প্রতাপ। তখন গবর্ণমেণ্টও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বীরশ্রেষ্ঠ তান্তিয়াকে ভয় করিয়া চলিতেন। এই তান্তিয়াই নানার পৃষ্ঠপোষক এবং বিদ্রোহীর নেতা। বলিতে কি, তান্তিয়ার গুণে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ সতেজ কথায় আমি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। আমি বলিলাম, "সন্ন্যাসী-প্রবর! আপনার উপদেশ যুক্তিযুক্ত; কিন্তু হস্তপদ-আবদ্ধ

নরের নিকটে তাহার কোন মূল্য নাই। আমি ইংরাজরাজের নিকটে এই প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ যে, সর্ব্বদা তাঁহাদের হিত ব্যতীত অহিত সাধন করিব না। প্রতিজ্ঞা-পালন হিন্দুদের প্রধান ধর্ম্ম। আপনি বলুন, কি প্রকারে আমি সে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই। আজ যদি আমি স্বাধীন থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিতেন, আপনার পার্শ্ব ব্যতীত আর কোথাও আমার স্থান হইত না। সেইজন্য বলিতেছি, আপনার এ উপদেশটি রক্ষা করিতে পারিব না। অন্য প্রকারে যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, বলুন, তাহা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।"

"বড় দুঃখের বিষয়, তুমি আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিলে না। যাহা হউক, অদ্য আমিই চেষ্টা করিয়া তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছি, তাহার প্রত্যুপকার স্বরূপ তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে। তুমি যদিও আমাদের সাহায্য না কর, ক্ষতি নাই; কিন্তু বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না। তোমাকে আজ আমার কাছে এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

"ক্ষমা করিবেন—ইহাও এক প্রকার আপনাদের সাহায্য করা। তাহাও পারিব না, আর কিছু থাকে যদি বলুন।"

"আচ্ছা, তাহাও চাই না। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা এখান হইতে স্থানান্তরে যাই, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না এবং আমরা যে এখানে আছি, এ সংবাদও গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে পারিবে না।"

"আপনি আমার জীবনদাতা এবং আপনার নিকটে যখন আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তখন এ অনুরোধ রাখিব, স্বীকার করিতেছি।"

"ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু তোমাকে সেই কয়েক দিন আমার নিকটে বন্দী থাকিতে হইবে।"

"যদি দুইজনের জীবন রক্ষার ভার আমার উপরে না থাকিত, তাহা হইলে আমি সম্মত ব্যতীত কখনই অসম্মত হইতাম না ; তাহাদের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া আজ আমি এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বোধ করি, এতক্ষণে তাহাদের জীবন গিয়াছে, কিম্বা শীঘ্রই যাইবে। আপনার নিকটে এখন আমার এই প্রার্থনা যে, যখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে এখন মুক্তি প্রদান করিয়া আর দুজনের জীবন রক্ষা করুন। আমি মুক্তি পাইলে, যতক্ষণ না আপনারা এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন, ততদিন আপনাদের কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিব না।"

"তুমি যদি তাহাদের নাম ধাম বল, তাহা হইলে আমাদের লোকেরা গিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে এখনই চেষ্টা করিবে। তুমি প্রতিজ্ঞা করিলেও কোন এক গুপ্ত কারণ বশতঃ আমি আজ হইতে কল্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে পারিব না। এমন কি তোমার যদি কোন বাধা না থাকে, তবে সেই অত্যাচারিত ব্যক্তিগণ কোথায় এবং কাহার দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছে বল; আমি স্বয়ংই গিয়া তাহাদের রক্ষা করিব—তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিব না।"

তান্তিয়ার কথা শুনিয়া ভাবিলাম, যখন আবদুল ও ম্যাকেয়ার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী ও বিদ্রোহিগণের নেতা, তখন তাহারা নিশ্চয়ই যে ইঁহার বিশ্বাসপাত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; অধিকন্তু ম্যাকেয়ারের নামে কয়েকখানা পত্রে নানার কথা উল্লেখ আছে, সেই নানার দক্ষিণ হস্ত তান্তিয়া। ইঁহার নিকটে ম্যাকেয়ার বা আবদুলের নাম প্রকাশ করিলে আমার উদ্দেশ্য সফল হইবার পক্ষে মহা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। আমি এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে তাহাদের নাম, ধাম বলিতে বিরত হইলাম। দুর্ভাগা ষ্টিফেন ও রোজের জীবন রক্ষার ভার ঈশ্বরের

উপরে গুপ্ত করিয়া তান্তিয়ার নিকটে বন্দী রহিলাম। সেদিনকার রাত্রি এক প্রকারে কাটিয়া গেল। তান্তিয়ার সহিত, আর কোন বিশেষ কথা না। পরদিনও সেই গঙ্গাবক্ষে নৌকার মধ্যে বন্দী অবস্থায় রহিলাম; কিন্তু রোজের ও ষ্টিফেনের জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হইল, আমি তাহাদের খবর জানিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অগত্যা আমাকে সেইদিন কয়েক ঘণ্টার নিমিত্ত ছাড়িয়া দিবার জন্য পুনরায় তান্তিয়া টোপিকে অনুরোধ করিলাম।

তিনি বলিলেন, "রামপাল! চল, আমিও তোমার সহিত যাইতেছি, তাহাদের জীবন রক্ষা হইলে তোমাকে আমার সহিত পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে তান্তিয়া, তাঁহার একজন সহচর ও আমি সশস্ত্র নিঃশব্দে কানপুর সহরে প্রবেশ করিলাম।

রোজ এখানে বন্দিনী, সে বাটীর নম্বর আমার জানা ছিল। আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই বাড়ীর সম্মুখকার ফটকে উপস্থিত হইলাম। ফটক বন্ধ, সেইখানে আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া তান্তিয়া বলিলেন, "রামপাল। এই কি সেই বাড়ী?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, এই সেই বাড়ী বটে।"

তিনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "এ কি! এ যে ম্যাকেয়ারের বাড়ী! আচ্ছা, ভিতরে এস, ব্যাপারখানা কি দেখা যাউক।"

এই বলিয়া তিনি একটু কি সঙ্কেতসূচক শব্দ করিলেন। প্রথমবারে কেহ আসিল না, দ্বিতীয়বার ঐরূপ করাতে তিন-চারিজন সাহেব দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দিল। তান্তিয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "জোন্স! ম্যাকেয়ার কোথায়?"

সাহেবেরা তান্তিয়ার স্বর শুনিয়া তাঁহাকে বিধিমত অভিবাদন করিল এবং আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেল।

সেই ঘরে ম্যাকেয়ার বসিয়াছিল। তান্তিয়ার সহিত আমাকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মুখ ভয়ে শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল। সে চৌকী হইতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চীৎকার করিয়া বলিল, "ওঃ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? রামপালকে কাল যে আমি স্বহস্তে মারিয়া গঙ্গার প্রবল স্রোতে ফেলিয়া দিয়াছি, এ অবশ্যই তাহার প্রেতাত্মা!"

এই বলিয়া সে নিজের চক্ষু দুই হাতে আচ্ছাদন করিল। তান্তিয়া সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অতিশয় কর্কশস্বরে বলিলেন, "ম্যাকেয়ার! তোমার এই কাজ! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি বিদ্রোহী-দলের নেতা হইলেও এ সকল জঘন্য কাজ কখনই অনুমোদন করি না। তুমি যাহাদিগকে বন্দী করিয়াছ, তাহারা কি এখনও জীবিত আছে? যদি থাকে, আমাদিগকে শীঘ্র সেখানে লইয়া চল।"

ম্যাকেয়ার সেইরূপ ভাবেই চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "ক্ষমা করুন, তাহারা আমার পরম শত্রু, তাহাদের কখনই ছাড়িয়া দিতে পারিব না।"

"তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল, তাহারা তোমার কিরূপ শত্রুতাচরণ করিয়াছে, সেইস্থানেই তাহার বিচার করিব।"

"চলুন, কিন্তু বোধ করি, তাহাদের জীবন এতক্ষণ শেষ হইয়া গিয়াছে।"

ম্যাকেয়ারের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল সে আমাদের সঙ্গে করিয়া সে স্থানে লইয়া চলিল। রোজের ঘরের সম্মুখে গিয়াই রোজের কথা শুনিতে পাইলাম। আনন্দে আমার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল, আমি দৌড়িয়া সকলের আগে সেই

ঘরে ঢুকিলাম। সম্মুখে দেখিলাম—কৃপাণ হস্তে আব্দুল ও একজন পাদ্রী এবং তাহাদের সম্মুখে ষ্টিফেন ও রোজ হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতেছে।

রোজ আমাকে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আমার হাত ধরিল এবং বলিল, "প্রিয় রামপাল! অবশেষে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন।"

তার পর তান্তিয়া, রোজ ও ষ্টিফেনের মুখে সংক্ষেপে সকল কথা শুনিয়া ম্যাকেয়ার ও আব্দুলকে লক্ষ্য করিয়া অতি তীব্রস্বরে বলিলেন, "দুরাত্মগণ! তোমাদিগের ন্যায় পিশাচ দ্বারা ভারত স্বাধীন হইবে, এরূপ আশা করা আমার পক্ষে বৃথা। আজ হইতে তোমাদিগকে আমি পরিত্যাগ করিলাম; কিন্তু আমার অধীনে থাকিয়া যেরূপ জঘন্য পাপে তোমরা লিপ্ত ছিলে, তজ্জন্য তোমাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।"

তৎপরে জোন্সকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার আদেশ মত ম্যাকেয়ার ও আব্দুলকে তোমরা বন্দী কর।"

আমাদের সম্মুখে সেই মুহূর্ত্তে তান্তিয়ার আদেশ পালিত হইল। তৎপরে সকলেই সে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। সেই বাড়ীর আর চারিজন সাহেবও তান্তিয়ার আদেশ মত আমাদের সঙ্গে চলিল।

রাস্তায় আসিয়া তান্তিয়া আমাকে বলিলেন, "রামপাল! রোজ ও ষ্টিফেন এখন নিজের বাড়ীতে যাইতে পারিবে, তোমাকে পুনরায় আমার সহিত নৌকায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। তোমার কার্য্য সাধন হইয়াছে, এখন বোধ করি, আমার সঙ্গে যাইতে তোমার আর কোন বাধা নাই।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, চলুন।"

রোজ ও ষ্টিফেনের সহিত আমার আর কোন কথা হইল না। তাহারা আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। আমি তান্তিয়ার সহিত পুনরায় নৌকায় গিয়া উঠিলাম।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রোজের মাতার শেষ দশা।

(সার্জ্জন ষ্টিফেনের কথা।)

রামপালকে কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিলাম, তাহাদের সহিত ম্যাকেয়ার ও আব্দুল বন্দী-স্বরূপ চলিল, ব্যাপার কি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বহুদিন বন্দীভাবে থাকিয়া আমার শরীর বড় নিস্তেজ হইয়াছিল, অনেক দিনের পর মুক্ত বাতাসে আসিয়া আমি যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, সেই সঙ্গে রামপালকেও হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিলাম। রোজ আমার পার্শ্বেই আসিতেছিল; তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। আমরা মরণোন্মুখ হইয়া পুনরায় জীবন লাভ করিব, ইহা স্বপ্নের অগোচর। কিছুকাল পূর্ব্বেই আমরা দুইজনে অনন্তধামের যাত্রী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। কখনও ভাবি নাই, আমরা পুনরায় এই সংসারে এইরূপভাবে বিচরণ করিব। ঈশ্বরের করুণা-স্রোত কখন কিরূপ ভাবে আসিয়া পড়ে, তাহা ক্ষুদ্র জ্ঞানবিশিষ্ট তুচ্ছ মানবের বুঝিবার কোন শক্তি নাই।

কিছুক্ষণ পরে রোজ বলিল, "ষ্টিফেন! একটা গাড়ী ভাড়া করুন, হাঁটিয়া গেলে বড় দেরী হইবে। মার জন্য আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছে, তিনিও আমার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।"

রোজের কথা শুনিয়া তখন আমার জ্ঞান হইল, আমি ইতিপূর্ব্বে গর্ডনের কিংবা মিসেস্ গর্ডনের কথা কিছু ভাবি নাই। হেলেনার

মৃত্যুর পর মিসেস্ গর্ডনের হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও মায়া রোজের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। রোজ এইরূপ বিপদে পতিত হওয়াতে তাহার মাএর না জানি আজ কতই কষ্ট হইতেছে! যাহা হোক, তাড়াতাড়ি একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলাম। পনের মিনিটের মধ্যে গর্ডনের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। নীচের ঘরেতেই গর্ডন ও দুজন প্রসিদ্ধ সিবিল-সার্জ্জন বসিয়াছিলেন।

গর্ডন আমাদের দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি চক্ষু রুমাল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, "স্নেহের রোজ! ষ্টিফেন! সত্যই কি তোমরা আজ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ? না, ইহা আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি, না আমি জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছি! দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন আঁধারের মধ্যে এ সুখ আমার ভাগ্যে আর হইবে না—আমি নিশ্চয়ই জানি, ইহা অসম্ভব—অসম্ভব!"

রোজ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, দৌড়িয়া গিয়া তাহার পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা! আমিই তোমার রোজ—সত্যই আমি আসিয়াছি।"

কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য গর্ডন আর তাহা বিশ্বাস করিলেন না। অদৃষ্টের ভীষণ চক্রাঘাতে তাঁহার সমস্ত সুখ, শান্তি এককালে নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছিল, গর্ডন জ্ঞানশক্তি হারাইয়াছেন—তিনি এখন বিকৃত-মস্তিষ্ক, ঘোর উন্মত্ত। রোজ কতই কাঁদিল, কত অনুনয়-বিনয় করিল; কিন্তু গর্ডন আর বিশ্বাস করিলেন না।

তিনি বলিলেন, "না, না, আমার আর বিশ্বাস হয় না, কোথায় রোজ? কোথায় ষ্টিফেন? যেখানে হেলেনা ঘুমাইতেছে, রোজও আমার সেইখানে ঘুমাইয়াছে। তোমরা কাহাকে সাজাইয়া আনিয়া বলিতেছ—এ রোজ! এ রোজ! আমি এ প্রতারণায় আর বিশ্বাস করি না।"

আমি আর থাকিতে পারিলাম না—কাঁদিয়া ফেলিলাম। দুঃখের এ ভীষণ ও হৃদয়বিদারক চিত্র সকল দেখিবার জন্য কি ঈশ্বর আমাকেই সাক্ষী রাখিয়াছিলেন? এবার রোজ পিতাকে ছাড়িয়া আমার পা জড়াইয়া বলিতে লাগিল, "ষ্টিফেন! ষ্টিফেন! বাবাকে রক্ষা কর।"

হায়! আমি আর কি করিব? মানবের সাধ্য কি যে, মহান্ ও অনন্ত শক্তিশালী ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্মুখীন হইয়া তাহা প্রতিহত করে? আমি রোজের হাত ধরিয়া উঠাইলাম। ডাক্তারেরা ব্রস্তভাবে গর্ডনের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার মস্তকে স্নিগ্ধ জল ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকলই বৃথা হইল, জ্ঞানশক্তি অপহৃত হইল। মানবের সকল বস্তু যাক্—ধন, যশ, সুখ, সমৃদ্ধি যাহা কিছু আছে, সকলই অপসারিত হউক; কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞান যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার কিছুই অপহৃত হয় না, সে মানবই থাকে; কিন্তু বিধাতা বুঝি গর্ডনের ভাগ্যে তাহাও লেখেন নাই।

কিছুক্ষণ পরে উপর হইতে একজন যুবক নীচে নামিয়া আসিল। সে রোজকে দেখিবামাত্র যেন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল; কিন্তু রোজ দৌড়িয়া তাহার নিকটে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "জেম্‌স, মা কেমন আছেন? আমাকে শীঘ্র উপরে লইয়া চল, মার জন্য আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।"

জেম্‌স রোজকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "প্রিয় রোজ, তাঁহার নিকটে নিশ্চয়ই তোমাকে লইয়া যাইব; কিন্তু একটু অপেক্ষা কর, ডাক্তারদের পরামর্শ লই।"

জেম্‌স একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া অন্য ঘরে লইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কি কথা হইল, জানি না; বোধ করি, রোজকে এখন উপরে লইয়া যাইতে ডাক্তার বারণ করিল। ডাক্তারগণ ও জেম্‌সকে

দেখিয়া এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইল, রোজের মাতাও সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত।

দুজন ডাক্তারের মধ্যে ডাক্তার গ্রে আমার পরিচিত। তিনি আমাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, তুমি যে পাষণ্ডদিগের হাত হইতে বাঁচিয়া আসিয়াছ, এজন্য ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। রোজ বড় অসময়ে আসিয়াছে, তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ, পিতা গর্ডন উন্মাদ, এরূপ অবস্থায় তাঁহার দশা যে কি হইবে, তাহাই ভাবিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে। জেম্‌স তাঁহার মাসতুতো ভাই, সে আজ দিল্লী হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সে এখন গর্ডনকে দেখিবে, না রোজকে ও তার মাকে দেখিবে? আমার অনুরোধ, কিছুদিন তুমি এই বাড়ীতেই থাক।"

গ্রের কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। কারণ গর্ডন আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁহার এরূপ শোচনীয় অবস্থায় তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই আমার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য; কিন্তু অপর দিকে আমি গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী চাকর এবং আজ-কাল যেরূপ বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিবার আশঙ্কা, তাহাতে কখন কোথায় আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার ভয়ে সকলেই ব্যস্ত। এরূপ অবস্থায় সৈন্যদের সঙ্গে আমার স্থানান্তরে যাওয়াই খুব সম্ভব। এই সকল ভাবিয়া গ্রের কথার আমি যথাযথ উত্তর দিতে পারিলাম না।

গ্রে পুনরায় বলিল, "তুমি একবার উপরে গিয়া মিসেস্‌ গর্ডনকে দেখিয়া এস, তাঁহারও অন্তিম সময় হইয়া আসিয়াছে।"

রোজের মাতার এইরূপ অবস্থা শুনিয়া আমার প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠিল, হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া আসিল। ভাবিলাম, মিসেস্‌ গর্ডনের যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে রোজের দশা কি হইবে? তাহার সবল ও

কোমল প্রাণ সহ্য করিতে না পারিয়া হয় ত এককালে ভাঙ্গিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, রোজ আমার নিকটে সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়, স্বভাবতঃ তাহারই জন্য আমার প্রাণ অধিক ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা, নানা বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও সর্ব্বতোভাবে সংসাধিত হইবে—কে তাহা প্রতিহত করিবে?

কিছুক্ষণ পরে উপর হইতে জেম্‌স পুনরায় নীচে আসিল। এবারও গ্রেকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া কি পরামর্শ করিল। দেখিলাম, উভয়ের মুখে বিষাদের ঘনচ্ছায়া; বুঝিলাম, আর কোন আশা নাই, সব শেষ হইয়া আসিতেছে। গ্রে কয়েকটি ঔষধের শিশি ও আমাকে সঙ্গে লইয়া উপরে চলিল। রোজ গর্ডনের পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছিল; সে আমাকে উপরে যাইতে দেখিয়া, আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া হাত ধরিল; এবং অত্যন্ত শোকব্যঞ্জকস্বরে বলিতে লাগিল, "জন্, তুমি আমাকে কি আর ভালবাস না? তুমিও কি আমার প্রার্থনা উপেক্ষা করিবে? একবার মার নিকটে আমাকে লইয়া চল। আমার এ অনুরোধ তোমাকে নিশ্চয় রাখিতে হইবে।"

এই বলিয়া রোজ আমাকে ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ডাক্তার গ্রে রোজকে যাইতে নিষেধ করিল; এবং অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিল না। হায়! তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন শোকের বিশাল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, আমাদের সামান্য বাক্য কি তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে? অগত্যা আমরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলাম।

উপরে রোজকে আমার নিকটে বাহিরে রাখিয়া, জেম্‌স ও গ্রে মিসেস্ গর্ডনের ঘরে প্রবেশ করিল। আমি রোজকে অনেক বুঝাইলাম—জানি না, তখন কোথা হইতে তাহার শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে তত্ত্ব-

জ্ঞান আসিল। সে বলিল, "হাঁ, সব বুঝিয়াছি, মাও আমাকে ছাড়িয়া হেলেনার নিকটে চলিয়া যাইতেছেন ; কিন্তু তুমি ত বলিয়াছ, জীবনে এইরূপ বিপদের সময়ে অম্লানবদনে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া তাঁহার উপযুক্ত সন্তানের নিদর্শন দেখানই আমাদের উচিত। আমি তোমার উপদেশ মত ঈশ্বরের নাম লইয়া সকল দুঃখ, কষ্ট সহ্য করিতে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলাম।"

আমি রোজের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম—বুঝিলাম, ঐশ্বরিক বল তাহার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

অল্পক্ষণ পরে জেম্‌স সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের নিকটে আসিল। সে আমাকে, মিসেস্ গর্ডনকে দেখিতে যাইতে বলিল ; কিন্তু রোজকে তখন সেখানে যাইতে নিষেধ করিল।

আমি জেম্‌সকে বলিলাম, "রোজকে যাইতে দিন, দুঃখের শোচনীয় অবস্থান্তর দেখিতে তাহার হৃদয় এখন প্রস্তুত হইয়াছে।"

রোজও বলিল, "জেম্‌স, তোমার হৃদয় এত নিষ্ঠুর হইল ? মাকে সন্তান দেখিতে যাইবে, তাহাতে এত বাধা কেন ?"

"জেম্‌স একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "স্নেহের রোজ ! জীবনে তোমার উপরে কখনও নিষ্ঠুর হই নাই, আর হইবও না। তবে এখন যে তোমার মার কাছে যাইতে দিতেছি না, তাহাতে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইবারই অধিক সম্ভাবনা ; হয় ত তোমার মা এই সময়ে হঠাৎ তোমাকে দেখিলে তাঁহার পীড়া বাড়িতে পারে, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। এরূপ স্থলে তোমাকে সে স্থানে যাইতে দেওয়া কি আমার উচিত ?"

রোজ বলিল, "কিম্বা এরূপ ত হইতে পারে—আমাকে দেখিলে তাঁহার পীড়ার উপশম হইতে পারে।"

"তা কে বলিতে পারে? আচ্ছা, তুমি একান্তই যদি না ছাড়, তাহা হইলে একটু দূরে দাঁড়াইয়া থাকিও।"

অতঃপর আমরা সকলে সে ঘরে প্রবেশ করিলাম। মিসেস্ গর্ডন একটি কোচের উপরে শুইয়াছিলেন, পার্শ্বে ডাক্তার গ্রে ও দুজন আয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিল। রোজ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, আমি গিয়া মিসেস্ গর্ডনের সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তিনি অনেকক্ষণ আমার প্রতি বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার রক্তিম চক্ষু দেখিয়া বুঝিলাম, বিকারের অবস্থা। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, প্রবল জ্বর—নাড়ী অতিশয় দ্রুত চলিতেছে। অবস্থা যে ভাল নহে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করিলাম। তিনি প্রায় পনের মিনিট কাল আমার প্রতি নিরীক্ষণ করিবার পর বলিলেন, "কেও, কে তুমি?"

আমি বলিলাম, "আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না, আমি যে আপনার স্নেহের ষ্টিফেন।"

তিনি কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া পরে বলিলেন, "হাঁ, এতক্ষণে চিনিতে পারিয়াছি, তুমি ম্যাকেয়ার! রোজ কি তোমার সঙ্গে আসিয়াছে?"

এই সময়ে রোজ আর থাকিতে পারিল না, দৌড়িয়া তাহার মার গলা জড়াইয়া ধরিল; মিসেস্ গর্ডন তাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "আঃ, কে তুমি? কেন অমন করিতেছ। রামপাল ও গর্ডন রোজকে আনিতে গিয়াছে, তাহারা এখনও কেন ফিরিল না? তুমি একবার জানালা দিয়ে দেখ ত—ওই বুঝি তাহারা আসিতেছে! কই, তাহাদের সঙ্গে রোজকে ত দেখিতেছি না—ও কে হেলেনা!! তুমি এতদিন আমাকে ভুলিয়া কোথায় ছিলে? এখন আসিয়াছ ভাল, একবার রোজকে ডাকিয়া আন, তোমাদের দুজনকে একবার আমি নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইব।"

গ্রে এই সময়ে তাঁহার মস্তকে ও চোখে অডিকলন ও বরফ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রোজ তাহার মার গলা ছাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিও কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইলাম।

সে রাত্রিতে আমরা সকলেই সেখানে রহিলাম। রোজকে আর বেশি উদ্বিগ্ন দেখা যায় নাই। গর্ডনকে উপরে আনা হইল, রোজ তাঁহারই সেবায় নিযুক্ত রহিল। সমস্ত রাত্রি আমরা দুজনে জাগিয়া রহিলাম। আমি মিসেস্ গর্ডনের সেবায় নিযুক্ত রহিলাম; ডাক্তার দুজনও সেই ঘরে রহিলেন। জেম্‌স সমস্ত দিন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, তাহাকে কিছুকালের জন্য বিশ্রামের অবসর দিলাম। প্রথম হইতেই রোগীর অবস্থা বড়ই খারাপ দেখিতেছিলাম, দুপুর রাত্রির পর অবস্থা আরও শোচনীয় হইল। বুঝিলাম, এ যাত্রা তাঁহাকে রক্ষা করা ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত মনুষ্যের সাধ্যাতীত। সমস্ত রাত্রি যথাসাধ্য সেবা ও ঔষধের ত্রুটি হইল না। অবশেষে শেষ রাত্রিতে তাঁহার জ্বর ছাড়িল, এবং সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিল; আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া তাঁহার অবস্থা পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। গ্রে ও তাঁহার সহকারী ডাক্তার উদ্বিগ্ন হইয়া রোগীর নাড়ী মুহুর্মুহু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম, সকলই বৃথা; তাঁহার এ দুঃখপূর্ণ সংসারের বিষাদময় জীবনাঙ্ক শেষ হইয়া আসিতেছে। সংসারের সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া, মায়ার কঠিন নিগড় ছেদন করিয়া সেই একমাত্র বিশ্রাম স্থানে যাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন।

রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকার সময়ে মিসেস্ গর্ডনের একটু চেতনা হইল; বোধ করি, এই পৃথিবীর নিকটে মানব-জীবনের শেষ বিদায় লইতে তাঁহার জ্ঞানশক্তি মুহূর্ত্তেকের জন্য ফিরিয়া আসিল। তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, "তুমি ষ্টিফেন, না?"

আমি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না—আমি ষ্টিফেন।"

তিনি বলিলেন, "গর্ডনকে একবার ডাক।"

আমি গর্ডনকে ডাকিতে গেলাম। গর্ডন এই কথা শুনিয়া আমার প্রতি স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, আর কিছুই বলিলেন না। আমি ও রোজ তাঁহার হাত ধরিয়া মিসেস্ গর্ডনের ঘরে লইয়া আসিলাম, তিনি তাঁহার নিকটে একটা চেয়ারে বসিলেন। রোজ একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল, মিসেস্ গর্ডনের চক্ষু তখন নিমীলিত ছিল, গর্ডন যে আসিয়াছেন, তখনও তিনি তাহা টের পান নাই। প্রায় দশ মিনিটের পর তিনি গর্ডনের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "গর্ডন! ম্যাকেয়ারকে ক্ষমা করিও; আজ আমাকে শেষ বিদায় দাও, হেলেনাকে দেখিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে, আমি তাহার নিকটে যাইতেছি; তুমি রোজকে দেখিও।"

এই সময়ে রোজ আর থাকিতে পারিল না, তাহার মাতার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। হায়! যে গেল, সে ত সব ভুলিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু যে রহিল, তাহার কোমল হৃদয় সে অভাব কি করে সহ্য করিবে? রোজকে দেখিবামাত্র মিসেস্ গর্ডন ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "ও—কে, কে রোজ——"

আর কোন কথা শুনিলাম না। তাঁহার বাক্শক্তি চিরকালের জন্য লোপ পাইল। নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা অমর লোকে চলিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার বিপদ্।

(সার্জ্জন ষ্টিফেনের কথা।)

আজ কয়েক দিন হইল, মিসেস্ গর্ডন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। রোজ তাহার মাতার মৃত্যুর সময়ে একটু কাঁদিয়াছিল, তাহার 'পর হইতে তাহার ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; তাহার প্রাণ সংসারের ভীষণ কশাঘাত সহ্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহার মূর্ত্তি এখন স্থির ও অচঞ্চল; দেখিলে বোধ হয়, যেন কঠিন বজ্রেও ইহাকে আর টলাইতে পারিবে না।

ধন্য ঈশ্বর! তুমিই ভগ্ন ও ম্রিয়মাণ প্রাণের বলদাতা; তোমার প্রেমের রাজ্যে সয়তানদের ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিবার জন্য নিরাশ্রয় হৃদয়ে তুমিই অসীম সামর্থ্য প্রদান কর—আজ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম। রোজ আমার নিকটে আসিয়া আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিল। জেম্‌সও সেইখানে ছিল, সে-ও আমাকে অভিবাদন করিল। গর্ডনের অবস্থা পূর্ব্বেরই ন্যায়, গর্ডনের নিকটে গেলাম; কিন্তু তিনি আমাকে একটিও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, এবং আমার প্রশ্নেরও কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার জন্য সেইখানে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করিলাম, রোজও করিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রার্থনার সময়ে গর্ডন আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন এক-একবার জ্বলিয়া উঠে, বোধ হয়, গর্ডনের মস্তিষ্ক জ্ঞানবুদ্ধি-

ভ্রষ্ট হইয়াও ঈশ্বরারাধনার সময়ে যেন একটু জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রার্থনার পর গর্ডনের অবস্থা পূর্ব্বভাব ধারণ করিল, আমরা সে স্থান হইতে বারান্দায় আসিয়া বসিলাম। রোজ রামপালের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু রামপাল তখন কোথায়, কি করিতেছেন, তাহা আমি কিছু জানিতাম না, কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আজ ৩রা জুন। কানপুরের সিপাহিগণের বিদ্রোহী হইবার পূর্ব্ব-লক্ষণ সকল দেখা যাইতেছে। প্রথমে প্যারেডের সময়ে ৫০নং বেঙ্গল-রেজিমেণ্টের সিপাহিগণ কর্ণেল মন্‌রোর আজ্ঞা অবহেলা করিয়া প্যারেড ময়দানে যাইতে অসম্মত হয়, জেনারেল হে তাহাদের অল্প সাজা দিয়া সমস্ত দিন নজরবন্দী করিয়া রাখেন। সমস্ত কর্ম্মচারী ও নগরবাসী আজ শশব্যস্ত—কখন সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহার ঠিক নাই। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের স্ত্রী পুত্রে আজ কানপুর ফোর্ট' পরিপূর্ণ। আমিও রোজের জন্য যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছি। দুপুরের পূর্ব্বেই তাহাকে সতর্ক থাকিতে এবং ফোর্টে যত শীঘ্র পারে, আসিবার জন্য দুইবার পত্র লিখিয়াছি; কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাই নাই; কারণ কি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সমস্ত দিন এইরূপ গোলযোগে কাটিয়া গেল, বৈকালে প্রায় পাঁচটার সময়ে কার্য্য হইতে কিছুক্ষণের জন্য অবসর লইয়া গৃহে ফিরিলাম; কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রোজের নিকটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ঠিক এই সময়ে আমার চাপরাসী আসিয়া একখানা কার্ড দিয়া গেল, তাহাতে লেখা রহিয়াছে, "জেম্‌স উইল্‌সন্।" বুঝিলাম, রোজের নিকট হইতে জেম্‌স আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া তাহাকে উপরে লইয়া আসিলাম।

সে বলিল, "মহাশয়! আপনি যে আজ দুইখানি পত্র রোজের নিকটে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে কানপুরে শীঘ্রই সিপাহী-বিদ্রোহের সম্ভাবনা জানাইয়াছেন। আমার বিবেচনায় তাহা রোজকে না জানানই ভাল। সেইহেতু সে পত্র দুখানা আমি আমার নিকটে রাখিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকটে এক বিষয়ের পরামর্শ করিতে আসাই আমার উদ্দেশ্য। আমি জানি, আপনি গর্ডন-পরিবারের বিশেষ বন্ধু এবং তাঁহাদের ভালর দিকে আপনার বিশেষ দৃষ্টি আছে; সেইজন্যই এই বিষয়ে আপনার নিকটে মত লইতে আসিয়াছি। আশা করি, আপনি আমার উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া তাহা সংসাধনে বিশেষ সাহায্য করিবেন। বিষয়টি এই—আমার পিতৃব্য গর্ডনের যেরূপ অবস্থা, তাহা ত আপনি স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতেছেন, রোজও মনঃকষ্টে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; গর্ডনের বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া আসিতেছে, আমার ইচ্ছা রোজকে একজন উপযুক্ত লোকের সহিত বিবাহ দিলে বড় ভাল হয়, এ বিষয়ে আপনার কি মত, তাহা জানিতে চাহি।"

জেম্‌সের কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল, আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "আমার আর কোন আপত্তি নাই, তবে তাহার পিতা বর্ত্তমানে তাঁহার মত লইয়া এ কাজ করাই উচিত; কিন্তু গর্ডন এখন উন্মাদ, যতদিন না তিনি প্রকৃতিস্থ হন, ততদিন এ কার্য্য স্থগিত থাকাই ভাল।"

"মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থ; আমিও সেই মতে মত দিতেছি; কিন্তু রোজের পিতামাতা দ্বারা পাত্র পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়াই, আমি এইরূপ অবস্থায় এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে বলিতেছি। এমন কি এই বিষয় উল্লেখ করিয়া রোজ যে পত্র সে ব্যক্তিকে লিখিয়াছে, তাহাও আমার নিকটে আছে, যদি তাহা দেখিতে চাহেন, তাহা

হইলে এখনই দেখাইতে পারি। যখন কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে, তখন আমার বিবেচনায়, এ কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই রোজ ও গর্ডনের পক্ষে মঙ্গল।"

জেম্সের কথা শুনিয়া আমি বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলাম, হৃদয় ভীষণরূপে স্পন্দিত হইতে লাগিল। মস্তক ঘুরিয়া গেল, সমস্ত জগৎ যেন আমার নিকটে অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—কেন? কে জানে? অবশ্যই রোজকে আমি অত্যধিক স্নেহ করিয়া থাকি, সে আমার নিকটে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়; তাহার যাহাতে ভাল হইবে, তাহাই আমার বাঞ্ছনীয়। রোজ যদি সুপাত্রে ন্যস্ত হয়, তাহাতে তাহার ভাবী মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইবে না—এ সকলই বুঝিলাম; কিন্তু তবুও কেন যে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম, "সে ব্যক্তি কে—তাহার নাম বলিতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে?"

"না, তেমন কিছু আপত্তি নাই, তবে প্রথমে আপনার মতটা জানিতে পারিলেই ভাল হয়।"

"আমি যদি জানিতে পারি, সে ব্যক্তি রোজের পিতামাতা কর্ত্তৃক মনোনীত এবং রোজেরও প্রিয়, এবং তাহাকে পাইলে রোজ ভবিষ্যতে সুখী হইবে, তাহা হইলে আমার তাহাতে অমত থাকিতে পারে না।"

"আমি সত্যই বলিতেছি, সে ব্যক্তি রোজের পিতামাতা কর্ত্তৃক মনোনীত এবং রোজও তাহাকে পত্র লিখিয়াছে," বলিয়া জেমস একখানি পত্র দিল। তাহাতে লেখা এইরূপ;—

"প্রিয় জে—

পিতামাতার বাক্য অবহেলা করা আমার উচিত নহে। তাঁহারা আমার জন্য যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ মত

আছে। তুমি আমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এই দুই কথায় তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়া হইল। তুমি এখানে শীঘ্র আসিলে সকল বুঝিতে পারিবে।

তোমার স্নেহের রোজ।"

পত্র পাঠ করিয়া আমার আর কিছু দ্বিধা রহিল না। সমস্তই বুঝিতে পারিলাম। আমার দুঃখ করিবার আর কিছু নাই। রোজ যাহাতে সুখী, আমিও তাহাতেই সুখী। যাহাতে রোজের ভবিষ্যৎ-জীবন সুখকর হইবে, তাহাতে আমি বাধা দিব কেন? কিন্তু রোজের অত্যন্ত অন্যায়, সে আমাকে তাহার নিজের লোকের ন্যায় দেখিয়া থাকে—এ বিষয়ে আমার নিকটে গোপন করা কোন প্রকারে উচিত হয় নাই। যাহা হোক, জেম্‌সকে বলিলাম, "এখন আর আমার কোন আপত্তি নাই, তবে নামটা জানিলে ভাল হয়।"

কি জানি কেন—তখন আমার চক্ষু দিয়া দু-একবিন্দু অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া নীচে পড়িল। বোধ করি, জেম্‌স তাহা দেখিতে পাইল না।

অল্পক্ষণ পরে জেমস্ বলিল, "মহাশয়! ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, সে ব্যক্তি আর কেহ নহে, আমি স্বয়ং; এখন বোধ করি, আপনার আর কোন আপত্তি নাই?"

মুহূর্ত্তেকের জন্য আমার জ্ঞান-শক্তি লোপ হইয়া আসিল। একজন আগন্তুক সেই সময়ে আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। যিনি আসিলেন, তিনি একজন হিন্দু-সন্ন্যাসী। ইনিই সরদার রামপালের সহিত সে রাত্রে ম্যাকেয়ারের ভীষণ কারাগার হইতে আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়া ম্যাকেয়ার ও আব্‌দুলকে বন্দী অবস্থায় লইয়া যান। তাঁহাকেই আজ সম্মুখে দেখিয়া আমি বিশেষ সমাদরসহকারে বসিবার আসন প্রদান করিলাম।

তিনি চৌকীতে না বসিয়া, ইংরাজী ভাষায় বলিলেন, "ষ্টিফেন! তোমার সহিত আবশ্যকীয় দুই-একটি কথা আছে; একবার এইদিকে এস।"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সঙ্গে কিছু দূরে গেলাম। সেখানে তিনি বলিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে, যে লোক তোমার ঘরে বসিয়া আছে, তাহাকে এখন বিদায় করিয়া দেওয়াতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে?"

আমি বলিলাম, "কিছুই না, এইমাত্র তাহাকে যাইতে বলিতেছি।"

এই বলিয়া আমি জেম্‌সের নিকটে আসিয়া তাহাকে বলিলাম, "আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এখন যান, তাহা হইলে ভাল হয়, এই আগন্তুক সন্ন্যাসীর সহিত আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে, তিনি আপনার সম্মুখে তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। আপনি যে বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন, এবং তাহাতে যখন সকলেরই মত আছে, বিশেষতঃ রোজ যাহাতে সুখী, তাহাতে আমি কখনই অসম্মত হইতে পারি না। এ বিষয় কল্যই রোজের নিকটে গিয়া এক প্রকার স্থির করিব।"

এই কথা শুনিয়া জেম্‌স্ আমাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

তৎপরে সেই সন্ন্যাসীপ্রবর আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন, "রাম-পালের মুখে তোমাদের সমস্ত কথা শুনিয়া আমি তোমাদের জন্য বড়ই দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছি। আশা করি, রামপালকে যেমন শুভা-কাঙ্ক্ষী মনে কর, আমাকেও সেইরূপ ভাবিবে। কানপুরে শীঘ্রই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিবে। বোধ করি, এ অনলে কোন ইংরাজ নরনারীর পরিত্রাণ নাই। আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি, রোজ এবং

রোজের পিতা, সকলেই এস্থান শীঘ্রই পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত স্থানান্তরে চল। আমার সহিত থাকিলে তোমরা নিশ্চয়ই নিরাপদে থাকিবে; নতুবা তোমাদের মহা বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা। কল্য রাত্রি দশটার সময়ে তোমরা সকলে এই স্থানে উপস্থিত থাকিবে। আমি স্বয়ং এখানে আসিয়া তোমাদের লইয়া যাইব।"

তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা প্রকৃতই তাঁহার হৃদয়ের কথা; আমার অবিশ্বাস করিবার আর কোন কারণ রহিল না। আমি বলিলাম, "কল্য রোজেরা যদি এই বিষয়ে সম্মত হন, তাহা হইলে এই স্থানে আমাদের দেখা পাইবেন।"

এমন সময়ে কেল্লাতে ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল। কারণ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। তিনি আর কিছু না বলিয়া, কল্য পুনরায় আসিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি ফোর্টের দিকে চলিলাম।

অদ্য ৫ই জুন। কানপুরের ভাগ্যে মহা ভয়ঙ্কর দিন। কল্য সন্ধ্যা হইতে "এই বিদ্রোহী সিপাহিগণ আসিল," এই ভয়ে সকলেই শঙ্কিত। অদ্য সমস্ত দিনই ফোর্টে ছিলাম। সন্ধ্যার সময়ে একটু অবসর পাইবামাত্র, ঘোড়ায় চড়িয়া গর্ডনের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি যখন উপরে রোজের ঘরের সম্মুখে গেলাম, তখন হঠাৎ রোজের এই কয়েকটি কথা আমার কর্ণে গেল, "যদি সংসারে আমার আপনার লোক কেহ থাকেন, তিনি জে——"

আর কোন কথা আমার কাণে গেল না,—আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে একটা বড় গোলা রোজের ঘরের সম্মুখকার বারান্দার এক অংশ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল। আমি দৌড়িয়া রোজের ঘরে প্রবেশ করিলাম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নানা ও তান্তিয়া।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

ষ্টিফেন ও রোজকে মুক্ত করিয়া আমি পুনরায় তান্তিয়ার সঙ্গে তাঁহার নৌকায় গিয়া উঠিলাম। ম্যাকেয়ার, আব্দুল ও অন্য দুইজন সাহেব তান্তিয়ার আদেশে আমাদের সহিত নৌকায় আসিল। সে রাত্রিতে ম্যাকেয়ার ও আব্দুলকে হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া নৌকার এক নিভৃত কক্ষে বন্দীস্বরূপ রাখা হইল। তাহাদের পাহারায় উপযুক্ত প্রহরী সকল নিযুক্ত হইল। বলা বাহুল্য, তান্তিয়াকে এ বিষয়ে আমি বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম।

পরদিন তান্তিয়ার সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হইল, তখন ম্যাকেয়ারের যে সকল পূর্ব্ব-ইতিহাস আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার নিকটে বিবৃত করিলাম। ঘোর পাপাত্মা আব্দুলও যে এই নর-পিশাচ ম্যাকেয়ারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, এবং তাহার সকল প্রকার পাপকার্য্যের সহায়তাকারী, তাহা তান্তিয়াকে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিলাম। এই সকল সয়তানের দ্বারা ভারতের উদ্ধার-কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইবে, তাহা ভাবাই অজ্ঞতার কার্য্য। অবশ্যই তান্তিয়ার স্বদেশ-প্রেমিকতা ভারতবাসীমাত্রেরই অনুকরণীয়; কিন্তু তিনি যে সকল দুরাত্মার উপরে নির্ভর করিয়া, এই মহা পবিত্র ব্রত উদযাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাদের চরিত্রগত জঘন্য প্রবৃত্তি সকল সেই সময়ে

কার্য্যে পরিণত হইবার উত্তম সুযোগ পাইয়াছিল; বলা বাহুল্য, তদ্দ্বারাই তান্তিয়ার সদিচ্ছা সম্পন্নের বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছিল, এবং তাঁহার নির্ম্মলচরিত্র লোকের নিকটে আজ পর্য্যন্ত নিষ্প্রভ ও নীচতাপূর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আমি যখন গর্ডন ও ম্যাকেয়ার সংক্রান্ত আমূল বৃত্তান্ত তাঁহার নিকটে প্রকটিত করিলাম—ম্যাকেয়ার কিরূপে গর্ডনের প্রাণের হেলেনাকে নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক হত্যা করিয়াছে, কিরূপে রোজকে বন্দী করিয়াছে, কিরূপে গর্ডনের নিকট হইতে ভয় প্রদর্শন করিয়া অর্থ আদায় করিয়াছে, সমস্তই যখন তাঁহাকে বলিলাম—তখন তান্তিয়ার মহৎ হৃদয় দুঃখ, ঘৃণা ও ক্রোধে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল; তিনি বলিলেন, "রামপাল, আমি এ সকল বিষয় পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। আমার হৃদয় দুঃখীর দুঃখে কাঁদিয়া থাকে; দুর্ব্বল বলবান্ কর্ত্তৃক অন্যায়রূপে অত্যাচারিত হইতে দেখিলে, প্রতিশোধ লইবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে; বিদেশীয় দুরাত্মাগণ দ্বারা স্বদেশীয়গণ লাঞ্ছিত হইতেছে দেখিয়া আজ আমি স্বদেশের উদ্ধারসাধনে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও, স্বদেশকে আমি প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসি; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও ধর্ম্ম আমার নিকটে অধিক প্রিয়তর। স্বদেশের উদ্ধারসাধনে চেষ্টা করিতে আমি ত্রুটি করিব না, কিন্তু যতদূর ধর্ম্মানুমোদিত তাহাই করিব, তদতিরিক্ত করা আমার সাধ্যাতীত। ম্যাকেয়ারকে আমি বিদেশী ফরাসী বীর বলিয়া জানিতাম, এবং সে-ও তাই বলিয়া আমার নিকটে পরিচয় দিয়াছিল, যাহা হৌক, আজ যখন তাহাকে চিনিতে পারিলাম, তখন নিশ্চয় জানিও, আমি তাহার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে ত্রুটি করিব না।"

এই স্থলে আমি বলিলাম, "ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন; সে যদি যথার্থই দোষী

"ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব।

[শোণিত-তর্পণ।

Lakshmibilas Press.

.নিয়া আপনার নিকটে সাহায্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে ইংরাজ-গবর্ণ-
মেণ্টের হস্তে প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি।"

তাম্ভিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "না, তাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে; সে
.ধী, স্বীকার করি; কিন্তু যখন সে ফিরিঙ্গীদের পক্ষ ছাড়িয়া আমাদের
পক্ষে আসিয়াছে, তখন তাহাকে এ সময়ে তাহার দোষের শাস্তি-
.নের জন্য শত্রুদের হস্তে অর্পণ করা আমি গর্হিত বলিয়া বিবেচনা
.র।"

অতঃপর আমি আর কিছু বলিলাম না। সেইদিন বিকালে
.াম্ভিয়ার নিকটে শুনিলাম যে, আজ নানা সাহেব তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ
.রিতে আসিবে। নানার নিকটে তিনি ম্যাকেয়ারের বিচার প্রার্থনা
করিবেন। কারণ নানা সাহেবকেই তিনি বিদ্রোহীদের নেতা বলিয়া
.বীকার করিয়াছেন এবং যদি ভারত স্বাধীন হয়, তাহা হইলে নানাকেই
তিনি পেসবা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। নানা সাহেব কিরূপ
.র ও নীচ অন্তঃকরণের লোক, তাহা আমার নিকটে অপরিজ্ঞাত
.ল না। তাহার নিকটে ম্যাকেয়ার ও আবদুলের সুবিচার প্রত্যাশী
.য়া নির্ব্বোধের কাজ, তাম্ভিয়া তখন ইহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন
.; কিন্তু পরে তাহা বুঝিতে পারিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন।

সেইদিন নানা তাম্ভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। তাম্ভি-
.র অনুরোধে আমি দূরেই রহিলাম, নানাকে দেখিতে পাইলাম না।
.য়। যে নানার নিষ্ঠুরতার জন্য আজ পর্য্যন্ত অনেকের নয়নাশ্রু শুষ্ক
.য় নাই, যাহার বৈরনির্যাতনের আগুনে অনেক পরিবার ছারখার
.ইয়া গিয়াছে; ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টও বিশেষরূপে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত
.হইয়া আজ পর্য্যন্ত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে সুযোগ পান নাই,
এবং যে কণ্টককে সময় থাকিতে আমি অপসারিত করিতে দ্বিধা

নিযুক্ত হইয়াছি ; আজ সেই নানা ও আমি একই নৌকায়। তখনও কানপুরের ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয় নাই, তখনও সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন সম্পূর্ণরূপে জ্বলিয়া উঠে নাই, তখনও যদি আমি ইংরাজরাজের এই ভীষণ শত্রুকে হস্তগত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয় ত ভারতের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত ; কিন্তু তান্তিয়ার নিকটে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শিখগুরুর নামে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না ; সেইজন্য তখন সময় থাকিতে সে কণ্টককে বিধ্বংস করিতে পারিলাম না।

নানার সহিত তান্তিয়ার কি পরামর্শ হইল, তাহা জানিতে পারিলাম না। তবে এই মাত্র শুনিলাম যে, তান্তিয়ার সহিত নানার কোন এক গুরুতর বিষয়ে মতদ্বৈধ হইয়াছে ; এবং সেই বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য পুনরায় আগামী কল্য সে আসিবে।

পরে তান্তিয়ার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, "নানা সাহেবকে ম্যাকেয়ার ও আব্দুল সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় আমি বলিয়াছি, তিনি আমারই সম্মুখে তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কল্য এই বিষয়ের এক প্রকার স্থির-নিশ্চিত হইয়া যাইবে।"

তাহার পর দিন পুনরায় নানা আসিল। তাহার সঙ্গে আরও দশ-পনেরজন লোক ছদ্মবেশে আসিয়াছিল। পূর্ব্বদিনকার ন্যায় আমি দূরে থাকিতে আদিষ্ট হইলাম। পরে শুনিলাম, তান্তিয়া ও নানার মধ্যে যে বিষয়ে মতদ্বৈত ছিল, তাহা বিদূরিত না হইয়া আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। ম্যাকেয়ার ও আব্দুল, নানার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং তান্তিয়াও নানাকে আর কোনরূপ সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহেন।

তাহার পর তান্তিয়ার সহিত যখন আমার দেখা হইল, তখন দেখিলাম,

তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। কপাল সঙ্কুচিত ও গভীর চিন্তারেখাপূর্ণ। তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখ রামপাল, নানা কুমন্ত্রণার বশীভূত হইয়া বিপথগামী হইতে চলিল, এক্ষণে তাহার সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না। সে পেসবা হইবার উপযুক্ত পাত্র ভাবিয়াই আমি তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, আমার নির্ব্বাচন ঠিক হয় নাই। বোধ করি, এই ভার অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির উপরে অর্পণ করিবার প্রয়াসী হইলে আমার শুভ-ইচ্ছা সম্পন্ন হইবার অধিক সুবিধা হইত। যাহা হৌক, যে ভ্রম হইয়াছে, তাহা এখন আর সংশোধিত হইবার নহে। আমি দুই-একদিনের মধ্যেই দিল্লী রওয়ানা হইব। তোমাকে আর এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি না; অদ্যই তোমাকে ছাড়িয়া দিব। নানা সাহেব গ্যাকেয়ার ও আবদুলকে, উপযুক্ত শাস্তির অজুহাত দেখাইয়া আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই দুই ব্যক্তি শাস্তি পাওয়া দূরে থাকুক, নানার অসদভিপ্রায় সংসাধনের সম্পূর্ণ সহায় হইবে। আমি ইচ্ছা করিলে, এই দুই পাপীর উপযুক্ত দণ্ডবিধান স্বয়ংই করিতে পারিতাম; কিন্তু নানার নিকটে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাহাকে আমি পেসবা বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, সেইহেতু এতদিন পর্য্যন্ত তাহার আদেশপালন করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম। এখন আমার কর্ত্তব্য এই যে, ষ্টিফেন ও রোজের আমি আর কোন উপকার করিতে পারি কি না? নানা যখন আমার কথামত কাজ করিতে অসম্মত হইয়াছে, তখন আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, কানপুরে এক মহামারী কাণ্ড হইবে। রোজ ও ষ্টিফেনকে এবং তোমার আর যাহাকে ইচ্ছা, তাহাদের এই সংবাদ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়া সতর্ক করিয়া দিতে পার।"

ম্যাকেয়ার ও আব্‌দুল এক প্রকার মুক্তি পাওয়াতেই আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। তান্তিয়া যদি নানার সহকারী থাকিতেন, তাহা হইলে বিপদের ভয় অনেকটা কম থাকিত; কিন্তু যখন তিনি নানার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, ম্যাকেয়ার ও আব্‌দুলকে তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তখন বিপদের সম্ভাবনাই অধিক। ম্যাকেয়ার এক প্রকার মুক্তিলাভ করিয়াছে, এ সংবাদ রোজ ও ষ্টিফেনকে সর্ব্বাগ্রেই প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য। তৎপরে গবর্ণমেণ্টকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়া এখন যতদূর পারা যায়, বিদ্রোহীদের অভিপ্রায় ফলবতী হইতে না দেওয়াই উচিত। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমি তান্তিয়াকে বলিলাম, "যখন ঘটনা এরূপ ভাব ধারণ করিয়াছে, তখন আমাকে যত শীঘ্র পারেন, যাইতে দিন। এখনও সময় আছে, এখনও অনেককে আমি ভাবী-বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে পারিব। আমার বাড়ীর ঠিকানা আপনাকে দিয়া যাইতেছি, কাল সময়মত আপনি আমার সহিত অনুগ্রহ করিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। আমি ইতিমধ্যে রোজ ও ষ্টিফেনের নিকটে গিয়া যাহাতে তাঁহারা শীঘ্রই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপনার সহিত অন্য স্থানে প্রস্থান করেন, সে বিষয় বিশেষরূপে পরামর্শ দিব, এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় কি, তাহা আপনাকে কল্য জানাইব।"

তান্তিয়া ইহাতে সম্মত হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আমাকে তীরে নামাইয়া দিলেন। আসিবার সময়ে আমি তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতে বিস্মৃত হইলাম না।

তান্তিয়ার নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমেই বাড়ীতে গেলাম। সেখানে কিছু আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়া ফোর্টে যাইবার জন্য বাহির হইলাম। তখন রাত্রি প্রায় সাতটা। এখন কানপুরে ঘোর বিদ্রোহের

পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে, সকলেই শশব্যস্ত ও ভীত। রাত্রিতে বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন ব্যতীত ফোর্টে প্রবেশ করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি যখন ফোর্টের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম, ঠিক সেই সময়ে আর দুইজন লোক ফোর্টের ভিতর হইতে দ্রুতগতিতে বাহির হইল। অন্ধকারে তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না, আমি নিকট-বর্ত্তী এক গাছের আড়ালে দাড়াইলাম। যাহারা বাহির হইল, তাহারা কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আর কয়েকজন লোকের সহিত অতি মৃদুস্বরে কি কথা কহিতে লাগিল। তাহাদের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পাইলাম না, তবে তাহারা যে নানা সাহেবের নাম ও আমার নাম উচ্চারণ করিল, তাহা বেশ শুনিতে পাইলাম। আমাদের নাম উচ্চা-রিত হইতে শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত সন্দেহান্বিত হইল। আমি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে কোথা হইতে আর দুজন সাহেব বাহির হইয়া আসিল। সে দুজন ও পূর্ব্বকার ব্যক্তিগণ সকলেই ফোর্টের সম্মুখকার ময়দানের দিকে অগ্রসর হইল। এদিকে ফোর্টের দরজা বন্ধ হইল এবং প্রহরি-গণ হাঁকিতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি গায়ের সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিলাম। কেবলমাত্র একখানা কাপড় পরিধানে রহিল, সেই কাপড়ের উপরে কাল কোটটা জড়াইয়া, তাহাদের অনুসরণ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা সকলে একটা গাছের তলায় আসিয়া একত্র হইল। আমিও একটা গাছের আড়ালে লুকায়িতভাবে দাঁড়াই-লাম। যে স্থানে আমি লুকাইলাম, সে স্থান হইতে তাহাদের কথা বেশ শুনিতে পাইতেছিলাম।

একজন ইংরাজীতে বলিল, "মহারাজ! আমরা সকলেই উপস্থিত হইয়াছি। আপনার কি অভিপ্রায় শীঘ্র বলুন।"

যিনি উত্তর দিলেন, তিনি ইংরাজীতেই বলিলেন, "বটে!"

তাঁহার উচ্চারণে বেশ বুঝিতে পারিলাম, তিনি একজন দেশীয়। তিনি বলিলেন, "লুই, তোমার কথা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম, আমার মতে পরশ্বই কাজ আরম্ভ করিলে ভাল হয়। ইংরাজগণ এখনও আমাকে শত্রু বলিয়া ঠিক করিতে পারে নাই, বোধ হয়, শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে; অতএব যত শীঘ্র কাজ আরম্ভ হয়, ততই ভাল। এখন চল, রবার্ট ম্যাকেয়ারের নিকটে যাই, সে আমাদের জন্য গুলবাগে অপেক্ষা করিতেছে। তোমরা হয় ত শুনিয়া থাকিবে যে, তান্তিয়ার সহিত আমার মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে।"

এই বলিয়া সকলে গুলবাগের দিকে অগ্রসর হইল। আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। ইহারা মহারাজ বলিয়া যাহাকে অভিবাদন করিল, সে ব্যক্তি নানা ব্যতীত আর কেহ নয়।

আমি অতি সতর্কতার সহিত প্রায় একঘণ্টাকাল তাহাদের অনুসরণ করিবার পর তাহারা একটা আম্র-বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই স্থানেই ম্যাকেয়ার তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেই বাগানটাই সাধারণের নিকটে গুলবাগ বলিয়া পরিচিত। আমিও আস্তে আস্তে সেই বাগানে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে কে একজন অঙ্গুলী দ্বারা আমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। ফিরিয়া দেখি—একটি হিন্দুস্থানী সুন্দরী বালিকা।

আমি পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তাহার মস্তকের কাছে ধরিলাম; এবং আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে?"

"আমার নাম ময়না।"

"ময়না? কই তোমার নাম ত কখন শুনি নাই; এবং তোমাকে চিনিও না, তুমি আমাকে চিনিলে কি প্রকারে?"

"আমি আপনাকে চিনি—কিন্তু সে সকল কথা এখন থাক। আপনার একজন বন্ধু আপনাকে একবার ডাকিতেছেন—শুনিবেন কি?"

"তোমাব সহিত আমার যখন পরিচয় নাই, তখন তোমার কথা-মত কাজ করিতে ইচ্ছুক নহি। এ ঘোর রাত্রিতে একজন অপরিচিত লোককে বন্ধুর নামে ডাকিয়া লইবার কারণটা কি, খুলিয়া বল দেখি।"

"কারণ আর কিছু নয়, আপনার সাহায্য চাই। একটি মহা-বিপজ্জনক কাজে আমি হাত দিয়াছি, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইব, বলিতে পারি না। সে কাজে আপনার সাহায্য বড আবশ্যক হই-য়াছে। আজ ভাগ্যক্রমে আপনার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, সেইজন্য সাহস করিয়া এত কথা বলিলাম; কিছু মনে করিবেন না। এখন তান্তিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এদিকে একবার আসুন। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

তান্তিয়া এমন সময়ে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ময়নার সরলতাপূর্ণ কথা শুনিয়া তাহার উপর বিশ্বাস হইল; কিন্তু তবুও পূর্ব্বকার বিপদ্ স্মরণ করিয়া মন বড়ই সন্দিগ্ধ হইল। ময়না শত্রুদের ষড়যন্ত্রে আমাকে পুনরায় জালে ফেলি-বার চেষ্টা ত' করিতে পারে। এইরূপ নানা চিন্তা আসিয়া আমার মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল। আমি বলিলাম, "যখন তুমি বলিতেছ, তুমি আমাকে চেন, তখন আমি যে একজন ডিটেক্‌টিভ, তাহাও অবশ্য জান। ডিটেক্‌টিভেরা কাহারও কথায় বিশ্বাস করে না, আমিও তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

"আপনি আমাকে এত অবিশ্বাস করিতেছেন? আমি একজন অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু-বালিকা, নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়াই আপনার

সহিত এরূপ পরিচিতের ন্যায় আলাপ করিতেছি। আমাকে অবশ্যই চিনেন না; কিন্তু তান্তিয়া আপনার জীবনত্রাতা, তাঁহাকে ত চিনেন? তাঁহার নিকটে যাইতে যদি আপনার অমত থাকে, তাহা হইলে এখানে একটু অপেক্ষা করুন, তাঁহাকেই আমি ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই কথা বলিয়া ময়না সে স্থান হইতে চলিয়া গেল, আমি সে স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সে স্থান হইতে প্রায় আশী হাত দূরে, নানা সাহেব ও তাহার সহচরেরা সমবেত হইয়া নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল।

এই হিন্দুস্থানী বালিকা কে? কেনই বা অযাচিতভাবে পরিচয় করিতেছে? তান্তিয়া টোপির সহিত ইহার আলাপ হইল কি প্রকারে? ইত্যাকার নানা প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইতে লাগিল। অন্যদিকে নানা ও তাহার অনুচরেরা কি পরামর্শ করিতেছে, তাহাও জানিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাগ্র হইয়া উঠিল। এমন সময়ে ময়না আর একজনকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। যিনি আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া চিনিলাম—বস্তুতঃই তিনি তান্তিয়া। প্রভেদ এই যে, তাঁহার পূর্ব্বকার গৈরিক বেশের পরিবর্ত্তে সৈনিক বেশ।

তিনি অতি মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, "তুমি আজ যে কাজে এখানে আসিয়াছ, আমি ও ময়না আজ সেই কাজে এখানে আসিয়াছি। ময়না কে, তাহা তোমাকে পরে বলিব। এখন ময়না ও আমার উপকারের জন্য একটি কাজ করিতে হইবে—পারিবে কি?"

"কি করিতে হইবে বলুন, সাধ্য থাকিলে অবশ্যই সম্পন্ন করিব।"

"নানা, ম্যাকেয়ার, আবদুল ও অন্যান্য কয়েকজন এখানে পরামর্শ করিতেছে, তাহা ত তুমি জানই। আমি নানা ব্যতীত আর সকলকেই আজ বন্দী করিতে চাই। ইহাদেরই কুপরামর্শে নানা সাহেব বাতুল

ও নির্ব্বোধের ন্যায় অতীব জঘন্য ও স্বদেশের অহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হইয়াছে। ইহাতে নানা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; অথচ বিজাতীয় শত্রুদিগের হাতে নিরর্থক ইহার জীবন যাইবে। এইজন্যই আমি এখন নানার সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া পৃথক্ ভাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কিন্তু ময়না আমার অতি প্রিয় ও স্নেহের সামগ্রী। এ সংসারে যদি বীতরাগী সন্ন্যাসী তান্তিয়াকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিবার কিছু থাকে, সে এই ময়না। ঐ ময়নার জন্যই আমি নানাকে পেসবা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম; এবং নানার অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। আজ এই ময়নার চোখের জল দেখিয়া নানা সাহেবকে সম্মুখ বিপদ্ হইতে নিরস্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছি; কিন্তু তুমিও যখন আজ এখানে আসিয়াছ, তখন আমাকে একটু সাহায্য করিতে হইবে। আমরা কেল্লা হইতে নানা এবং তাহার লোকদিগের অনুসরণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে তোমাকে দেখিতে পাইয়া তোমার সাহায্য চাহিতেছি। অবশ্যই তুমি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত আছ।"

এই সময়ে আমি ময়নার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে কাঁদিতেছে। কেন সে কাঁদিতেছে? নানার বিপদের জন্য সে চিন্তিতা কেন? তান্তিয়ারই বা সে এত প্রিয় হইল কি প্রকারে? সমস্তই একটা মহা-প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি বলিলাম, "ময়নার পরিচয়টা দিতে আপনার যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে সংক্ষেপে বলুন। তাহার বিষয় শুনিতে আমার মন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে; এবং এই ময়নার সহিত আপনারই বা কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে চাহি। আমার প্রশ্নের উত্তর পাইলে ময়নাকে সাহায্য করিতে আর কোন বাধা থাকিবে না।"

"ময়না আর কেহ নহে—ধুন্ধুপান্থ নানার একমাত্র কন্যা। নানার ধর্ম্মপিতা বাজীরাও শৈশব হইতে আমাকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি আমাকে অনেকরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে তাঁহার নিকটে নানাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। ধুন্ধুপান্থ নানার সহিত আমার বহুকালের সৌহার্দ্দ ছিল; কিন্তু তাহার বুদ্ধিদোষে অল্পদিন হইল, তোমারই সম্মুখে তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ময়নাকে আমি অতি শৈশব হইতেই স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি; এবং বলা বাহুল্য, তাহার সরল হৃদয়ের ভক্তি ও ভালবাসার সুদৃঢ় পাশে আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় সর্ব্বদাই আবদ্ধ আছে। আজ সংক্ষেপে বলিলাম, যদি সময় পাই, তাহা হইলে আমাদের সকল ইতিহাস তোমার নিকটে খুলিয়া বলিব। সে যাহা হৌক, এখন তুমি——"

ঠিক এই সময়ে যেদিকে নানা সাহেব ও তাহার লোকেরা পরামর্শ করিতেছিল, সেইদিকে মুহুর্মুহু বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল!! সেই সঙ্গে একজন কে উচ্চৈঃস্বরে ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ম্যাকেয়ার ও আব্দুল বন্দী।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

তান্তিয়া বলিলেন, "ও আমারই লোক, নানা সাহেব ও তাঁহার অনুচরদের ঘেরাও করিয়াছে; এখন শীঘ্র আমার সহিত এদিকে এস।"

এই বলিয়া তান্তিয়া ময়নাকে সে স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, আমার হাত ধরিয়া দ্রুতগতিতে সেইদিকে চলিলেন। সে স্থানে আমরা উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রায় পঁচিশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক পুরুষ চারিদিক হইতে সকলকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। ম্যাকেয়ার, আব্দুল ও নানা কেহই পলাইতে পারে নাই। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে পঁচিশটা বন্দুক তাহাদের সকলকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে। সেই মহারাষ্ট্রীয় বীর সৈনিকদের মধ্যে একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে ;—

"যে তোমাদের মধ্যে আত্মরক্ষা বা পলাইবার জন্য চেষ্টা করিবে, তান্তিয়া টোপির আদেশে নিশ্চয় তাহার জীবন যাইবে। সেই সময়ে তান্তিয়া কোষ হইতে অসি খুলিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া কি একটা সঙ্কেত করিলেন, সেই সঙ্কেতে বিশ-পঁচিশটা বন্দুকের ভীষণ শব্দ সেই জনশূন্য প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ পরে বন্দুকের ধূম পরিষ্কার হইয়া গেলে দেখিলাম—নানা ব্যতীত আর সকলেই সৈনিকগণদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মাটিতে পতিত রহিয়াছে। প্রথমে মনে করিলাম, সকলেই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া

গতাস্থ ; কিন্তু পরক্ষণেই নিকটে গিয়া দেখিলাম, কেহই মরে নাই, শক্রদ্বারা সকলেই বন্দী অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকগণ অতি ক্ষিপ্রতার সহিত ম্যাকেয়ার ও আব্দুলকে বন্দী করিয়াছে। তাস্তিয়াকেই এ সকল কাজে বিশেষ দক্ষ ও নিপুণ দেখিতেছি, তবে তিনি আমার সাহায্য চাহিলেন কেন ?

এই সময়ে তাস্তিয়া নানা সাহেবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। নানা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিল, "দুরাত্মা! তোমার মুখ দর্শন করিতে আর ইচ্ছা করি না। তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও। তোমার দুরভিসন্ধি আমি এখন জানিতে পারিয়াছি। আমি পেসবা হইলে, তোমার দুরাকাঙ্ক্ষা সাধনে মহা বিঘ্ন হইবে, সেইজন্য আজ আমাকে হত্যা করিতে প্রস্তুত।"

তাস্তিয়া বলিলেন, "আমি ছলনা ও প্রতারণা কি তাহা জানি না ; আমার জীবনের মহাব্রত স্বদেশের উদ্ধার সাধন। আপনাকে উপলক্ষ করিয়া সেই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, ইহাতে আমার কোন প্রকার স্বার্থ ছিল না। আপনাকে সাধুলোক ভাবিয়াই পেসবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম ; কিন্তু পরে দেখিলাম, আপনার ভস্মাচ্ছাদিত ক্রুর অন্তঃকরণ নীচতার বশবর্ত্তী হইয়াছে ; অতএব আপনাকে আর আমি সাহায্য করিতে সমর্থ নহি। আজ কোথায় আপনি বীরের ন্যায় স্বদেশের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণদান করিতে কৃতসংকল্প হইবেন, তাহা না হইয়া ব্যক্তিগত জিঘাংসানলের বশীভূত হইয়া এই সকল পাপাত্মার সহিত নিরীহ নরনারীর জীবন লইবার জন্য কুমন্ত্রণা করিতেছেন! আপনাকে শত ধিক! মহাত্মা বাজীরাওর যশোরাশি কলঙ্কিত করিয়া সেই সুবংশে কুযশ আরোপ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যাহা হোক, ভবিতব্যের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই ; কঠোর কর্ত্তব্যানুরোধে

আপনার সাহায্যে অপারগ হইলেও তান্তিয়া এখনও আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনাকে আজ সেইজন্য পুনর্বার সতর্ক করিতে আসিয়াছে। প্রকৃত বীরের ন্যায় সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হউন। ছলনা, প্রতারণা, বৈরনির্যাতন ও পাপলালসার বশবর্ত্তী হইয়া নারকী হইবেন না। আপনি কি আশা করেন, এই পশ্চিম প্রদেশের সামান্য বিদ্রোহী সিপাহিগণের সাহায্যে ফিরিঙ্গির দৃঢ়মুষ্টি হইতে ভারতকে উদ্ধার করিতে পারিবেন? আমি সমগ্র দক্ষিণ-প্রদেশের রাজন্যবর্গের ক্ষমতার সমষ্টি ও কেন্দ্র স্বরূপ, আমি আপনাকে সাহায্য করিলে হয়ত আপনার আশা সফল হইবার অনেক আশা ছিল; কিন্তু সে কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, আপনি বিদ্রোহানল জ্বালিবেন বটে, তাহাতে কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। নিরীহ নরনারীর বিনাশসাধনে আপনি যেরূপে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, পরিশেষে তাহারই ফলভোগ স্বরূপ ফিরিঙ্গির হাতে আপনার জীবন যাইবে।"

তান্তিয়ার কথা শুনিয়া নানা সাহেব ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "তোমার কথা আমি শুনিতে চাহি না, তুমিই আমার উন্নতির অন্তরায়। তুমি যদি যথার্থই আমার বন্ধু হও, তাহা হইলে ম্যাকেয়ার ও আর সকলের শীঘ্র মুক্তি প্রদান কর। আমি ইহাদের দ্বারা যে সকল মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইব, তোমার দ্বারা তাহা হইবে না।"

এই সময়ে ময়না সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ময়নাকে দেখিয়া নানা সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "ময়না! তুমি এ গভীর রাত্রিতে এখানে কেন আসিয়াছ? বুঝিয়াছি, তুমি এই সকল গুপ্ত-সংবাদ তান্তিয়াকে প্রদান করিয়া পিতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা

প্রদর্শন করিয়াছ। তুই আমার কন্যা নহিস্, পিশাচিনী! আমার সম্মুখ হইতে এখনই দূর হ।"

ময়না প্রথমতঃ কিছু না বলিয়া নানার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু নানার ক্রোধ তাহাতে কোনরূপ প্রশমিত না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পুনরায় নানা বলিল, "তোকে আমি আজ হইতে ত্যজ্যা-কন্যা করিলাম,—তোর মুখ আর দর্শন করিব না। মাতৃস্তন্য তোর বিষ হয় নাই কেন? তোর পিতার শত্রুগণ তোর পরম মিত্র হইবে জানিলে, শৈশবেই তোকে বিষপান করাইয়া হত্যা করিতাম।"

এইবার ময়না মুখ ফুটিয়া বলিল, "বাবা, ক্ষমতাশালী ইংরাজ-রাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দরকার কি? নীচ লোকের কুমন্ত্রণায় ভীষণ হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়া ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পাপরূপ মহাহলাহল আহরণ করা, তোমার মত বুদ্ধিমান্ বিবেচকের কাজ নহে। ইহার পরিণাম ভাবিয়া এখনই আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে! পরিণাম—আমাদের সকলেরই জীবন যাইবে, এবং তোমাকেও মহাপাপের ভাগী-হইতে হইবে। অতএব আজ ধর্ম্মের ও তোমার একমাত্র স্নেহের কন্যা ময়নার অনুরোধে, সে সংকল্প পরিত্যাগ কর। এখনও সময় আছে, এখনও যদি আমরা তান্তিয়ার সহিত এক মত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই, তাহা হইলে স্বদেশের জন্য বিস্তর কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইব।"

ময়নার মিনতি ও কাতর অনুরোধ শুনিয়া বস্তুতঃ আমার চক্ষে জল আসিল; কিন্তু নিষ্ঠুরতম নানার হৃদয় তাহাতে কিছুমাত্র বিগলিত হইল না। প্রত্যুত্তরে সরলহৃদয়া ময়না তাহার বুদ্ধিভ্রষ্ট পিতার নিকটে ভীষণ পদাঘাত প্রাপ্ত হইল।
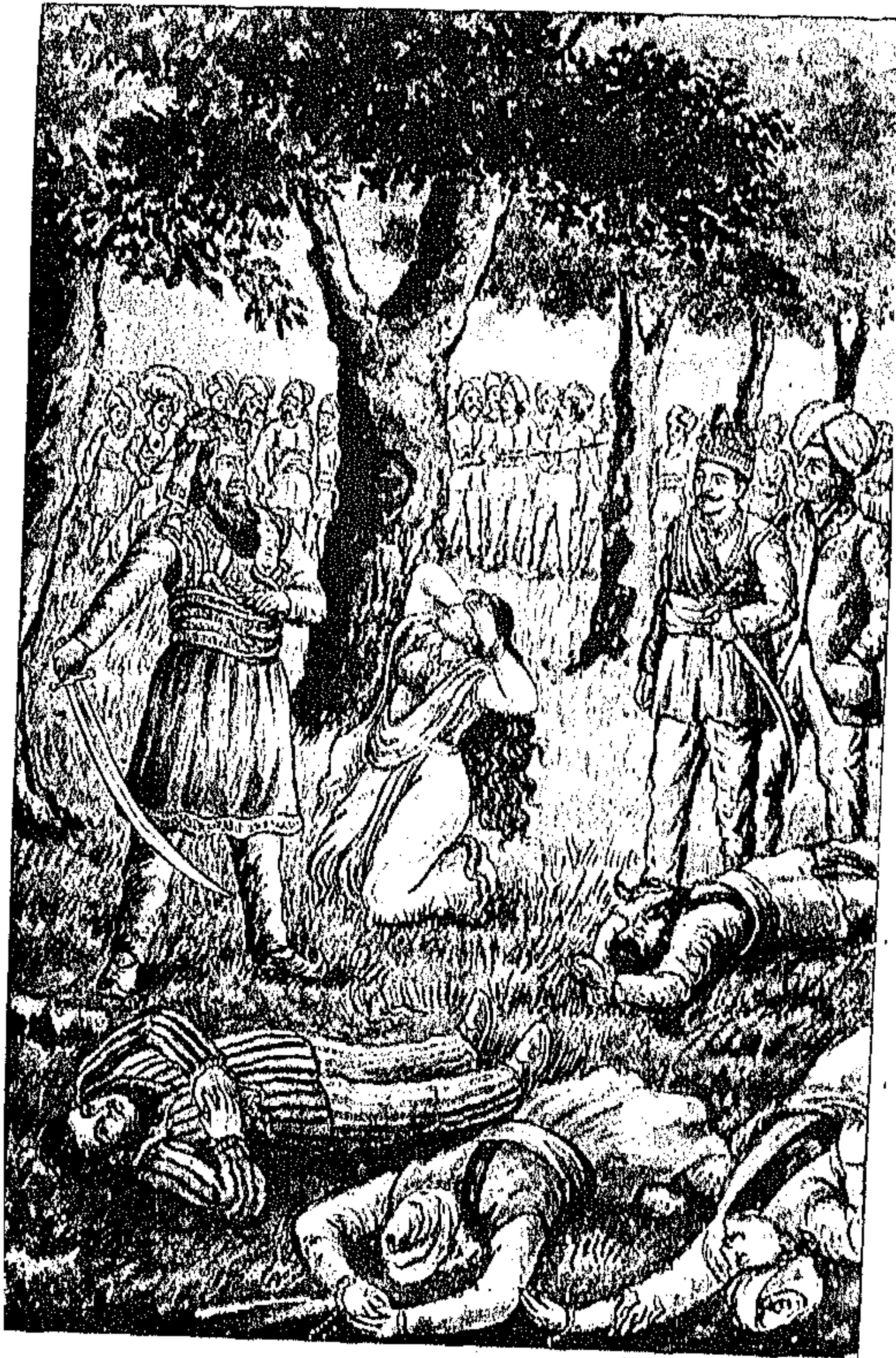
"এই অসিদ্বারা তোকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব।"

[শোণিত-তর্পণ—১৯৩ পৃষ্ঠা।

kshmibilas Press.

ময়না পদাঘাত খাইয়া একটু দূরে গিয়া পড়িল। আমি তাহাকে তুলিতে যাইতেছিলাম; কিন্তু তান্তিয়া আমাকে নিবারণ করিয়া নিজেই তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন।

ময়না পুনরায় নানার পা ধরিতে যাইতেছিল; কিন্তু নানা চীৎকার করিয়া বলিল, "পাপিনি! আর এক পদ অগ্রসর হইলে, এই অসি দ্বারা তোকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব।"

ময়না তান্তিয়ার নিকটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। এতক্ষণ আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলাম। ম্যাকেয়ার, আব্‌দুল ও অন্যান্যদিগকে বন্দী করিয়া তান্তিয়ার সৈন্যগণও নিস্তব্ধভাবে এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিল।

পরক্ষণে তান্তিয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "রামপাল! এবার ম্যাকেয়ার ও অন্যান্য বন্দিগণকে তোমার হস্তে অর্পণ করিতেছি। তুমি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ইহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করাইবে। ইহারা যেন পুনরায় নানা সাহেবের সহিত মিলিত হইতে না পারে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখিবে। আমার সৈন্যেরাই ইহাদিগকে লইয়া তোমার বাসায় পৌঁছাইয়া দিবে। আশা করি, তুমি আমার, নানার ও ময়নার বিষয় এবং যে সকল কার্য্য সংসাধন আজ এখানে দেখিলে তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না। বোধ করি, আমি দুই-এক দিনের মধ্যে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতেছি। অদ্যই আমি তোমার অপেক্ষায় না থাকিয়া, ষ্টিফেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার অভিমত তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। কল্য পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; এবং তোমার সহিতও পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

"এত রাত্রিতে বন্দীদের আমি নিজের বাড়ীতে রাখিতে ইচ্ছা

করি না। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ এক ভ্রমে পতিত হইয়া তাহার ফল-ভোগ করিয়াছি। আমার অনুরোধ, যত্তপি আপনার সৈন্যগণ ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া ফোর্ট পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেয়, তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নে আমি বন্দীদিগকে আবদ্ধ করিতে পারি; নচেৎ ইহারা যেরূপ চতুর ও ইহাদের ক্রূর বন্ধুবান্ধব সর্ব্বদা চারিদিকে ফিরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে ইহাদের পলায়নেরই সুবিধা অধিক।"

"আচ্ছা, আমার সৈন্যেরা বন্দীদিগকে ফোর্টে অবধি পৌছাইয়া দিবে; কিন্তু সাবধান, ইহারা যে আমার লোক, সে বিষয় ঘুণাক্ষরেও যেন কেহ জানিতে না পারে।"

"সে বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

অতঃপর বন্দীদিগের নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল, এবং তাহাদিগকে রজ্জুদ্বারা আরও ভাল করিয়া বাঁধিয়া আমরা সকলের ফোর্টের দিকে অগ্রসর হইলাম। তাান্তিয়া, নানা, ময়না সেইখানেই রহিল। আসিবার সময়ে একবার ময়নার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম; দেখিলাম, সে তান্তিয়ার পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতেছে।

ম্যাকেয়ার, আবদুল ও আর দুইজন সাহেব আমার সঙ্গে বন্দীস্বরূপে চলিল। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময়ে আমরা ফোর্টের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। তখন ফোর্টের দরজা বন্ধ। আমি সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ বারংবার পিস্তলের শব্দ করিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরে ফোর্টের মধ্যে বিগলের ধ্বনি হইল, এবং সেই সঙ্গে একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কি চাও?"

"আমি ডিটেক্‌টিভ কমিশনার রামপাল সিংহ, পলাতক সৈনিক ম্যাকেয়ার ও অন্যান্যকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছি। তুমি শীঘ্র জেনারেল হেকে সংবাদ দাও?"

আমার কথা শুনিয়া সে প্রহরী সেথান হইতে চলিয়া গেল। অল্প-ক্ষণ পরে দুর্গের বৃহৎ দরজা খোলার শব্দ পাইলাম এবং পরক্ষণে জেনা-রেল হে কতিপয় সৈনিকের সহিত আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "রামপাল! তোমাকে পুনরায় জীবিত দেখিব, এরূপ আশা করি নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম, দুরাত্মা ম্যাকেয়ারের হাতে তোমার মহা বিপদ্ ঘটিয়াছে। যাহা হোক, ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমার যে কোন বিপদ্ ঘটে নাই, তাহা দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম।"

আমি বলিলাম, "আমার বিপদ্ যে একেবারে ঘটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। যাহা হোক, একজনের অনুগ্রহে আমি সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, এবং তাঁহারই উদ্যোগে এই দুরাত্মা ম্যাকেয়ার, আব্দুল ও অন্য দুজনকে বন্দীস্বরূপ আনিতে সক্ষম হইয়াছি।"

ম্যাকেয়ারের নাম শুনিয়া জেনারেল হে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিলেন, "সত্যই কি তুমি ম্যাকেয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছ?"

"হাঁ, সত্যই তাহাকে এবং আর কয়েকজনকে বাঁধিয়া আনিয়াছি।"

অতঃপর জেনারেল হের আজ্ঞায় দুর্গ হইতে আরও সৈন্য আসিয়া বন্দীদের লইয়া গেল। আমি তান্তিয়ার মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকদের বিদায় দিয়া জেনারেল হের সহিত দুর্গে প্রবেশ করিলাম। জেনারেল হে মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকদের বিষয় অনেকবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম, "ইহারা যাঁহার সৈন্য, এখন তাঁহার নাম প্রকাশ করিব না, কালে সকল বিবরণ আপনাকে বলিব।"

সেই রাত্রি দুর্গের মধ্যেই রহিলাম। রাত্রির অধিকাংশ সময়ে নানারূপ পরামর্শে কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে লর্ড ক্যানিংয়ের নিকটে আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম করিলাম;—

"গর্ডন-কন্যা-হেলেনা-হন্তারক ফরাসী দস্যু ম্যাকেয়ার এবং তাহার সহকারী আব্দুল ও অন্য দুই ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। বিদ্রোহের সংবাদ চতুর্দ্দিক হইতে যেরূপ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, এখানেও ত্বরায় বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিবে। ম্যাকেয়ারকে হাতে পাইয়া বিদ্রোহের পক্ষে কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছি। ম্যাকেয়ার গ্রেপ্তার হওয়াতে নানার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

সেইদিন দিল্লী হইতে সংবাদ আসিল, বিদ্রোহী সিপাহিগণ কান পুরাভিমুখে রওনা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া আমরা সকলে শশব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদ্রোহ ও পলায়ন।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

পরদিন প্রাতঃকালে সৈনিকদের প্যারেডের সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। ১নং পদাতিক সৈনিকদের ভাবগতিক দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহাদের বিদ্রোহী হইবার বড় বেশী দেরী নাই। পরক্ষণেই আমি জেনারেল হেকে এই সংবাদ দিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি বলিলেন, বিদ্রোহের কোন প্রকার পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখিতেছেন না। অবশ্যই আমার বাক্য পরে সত্য হইয়াছিল এবং জেনারেল হেও নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া যদি সেইদিনই ১নং রেজিমেণ্টের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে দলচ্যুত করিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে হয় ত কানপুর-বিদ্রোহ তত ভীষণ আকার ধারণ করিত না।

প্রায় আটটার সময়ে দুর্গ হইতে গৃহে ফিরিলাম। প্রথমেই লছমন প্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে আমার হাতে একখানা পত্র দিয়া বলিল, "একজন সন্ন্যাসী সকালে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ না পাওয়াতে, এই পত্রখানা রাখিয়া গিয়াছেন। পত্রখানা ইংরাজীতে লেখা। সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, তান্তিয়া ব্যতীত আর কেহই নহে। ব্যগ্রভাবে পত্রখানা খুলিলাম, তাহাতে লেখা রহিয়াছে;—

"নানা সাহেব আমাদের কথা শুনিল না; শীঘ্রই হয় ত একটা হুলস্থুল ব্যাপার সংঘটিত হইবে। আবদুল, ম্যাকেয়ার ও অন্যান্য বিদ্রোহীর নেতৃগণকে খুব সাবধানে বন্দী করিয়া রাখিবে, তাহারা যেন বিদ্রোহীর সহিত কোনরূপে যোগ দিতে না পারে। আমি অদ্যই দিল্লী রওনা হইব। সন্ধ্যার সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

পত্রপাঠ করিয়া স্থির করিলাম, সময় থাকিতে নানাকে ধরা উচিত, তাহা না হইলে কানপুরে মহা বিভীষিকাপূর্ণ দৃশ্যের অভিনয় দেখিতে হইবে। চিন্তা কেবল ময়নার জন্য; কারণ নানাকে বন্দী করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিলে, সে জীবন-দণ্ড ব্যতীত আর কোন দণ্ডে নিষ্কৃতি পাইবে না। তান্তিয়াও ইহাতে নিঃসন্দেহ অসন্তুষ্ট হইবেন; কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাকে ইহা করিতেই হইবে। নানাকে বন্দী করিয়া আপাততঃ ইংরাজের হাতে না দিয়া নিজের কাছে রাখিব। তাহার পর বিদ্রোহ শান্তি হইলে তাহাকে যথাভিরুচি স্থানে যাইতে দিব; কিন্তু এই সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তান্তিয়ার অভিমত লওয়াই ভাল বিবেচনা করিলাম। যখন নানাকে আমি নিজের কাছে রাখিতেই সংকল্প করিয়াছি, তখন সম্ভবতঃ তান্তিয়ার ইহাতে সহানুভূতি ব্যতীত অনভিমত থাকিতে পারে না। তখনই লছমনপ্রসাদকে এক পত্র দিয়া তান্তিয়ার নিকটে প্রেরণ করিলাম। তান্তিয়া তখন কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা তাহাকে বলিয়া দিলাম, সাঙ্কেতিক শব্দও তাহাকে বলিয়া দিতে ভুলিলাম না, লছমনপ্রসাদ তখনই প্রস্থান করিল।

লছমন চলিয়া যাইবার পর আমি আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। বেলা আড়াইটা বাজিল, তখনও সে ফিরিয়া আসিল না। আমি সৈনিকের বেশে সজ্জিত হইয়া দুর্গাভিমুখে

চলিলাম। রাস্তায় লছমনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকটে শুনিলাম, তান্তিয়া নানার সংবাদ আমাকে প্রদান করিতে অসম্মত হইয়াছেন। আমিও কতকটা তাহাই ভাবিয়াছিলাম। যাহা হৌক, লছমনকেও সজ্জিত হইয়া আমার সহিত দুর্গে শীঘ্র সম্মিলিত হইতে বলিলাম। কানপুরে নানা সাহেবের প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদে বড় বড় ইংরাজ-অফিসারকে প্রায়ই সে ভোজ দিত। বিদ্রোহের সূত্রপাত হওয়াতে নানা আর সে প্রাসাদে থাকিত না। আমি সেইজন্য তাহার বর্ত্তমান বাসস্থান জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম।

প্রায় তিনটার সময়ে আমি দুর্গে পৌছিলাম। আবদুল ও ম্যাকে-য়ার কিরূপ অবস্থায় আছে, প্রথমে তাহাই দেখিতে গেলাম। ম্যাকে-য়ার রোষকষায়িতলোচনে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। ঘৃণায় ও ক্রোধে তাহার সহিত আমি একটা কথাও বলিলাম না; কিন্তু সে আমার দিকে চাহিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "ব্যাঘ্রকে ধরিয়া রাখা অপেক্ষা শীঘ্র শেষ করাই ভাল, বিলম্বে অনেক ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা।"

প্রত্যুত্তরে আমি কিছু বলিলাম না। সেখান হইতে জেনারেল হের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

পথে লছমনপ্রসাদ আমার সহিত মিলিত হইল। তাহার নিকটে শুনিলাম যে, কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসীকে সে দুর্গের পূর্ব্বদিক্‌কার অরণ্যে অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি জেনারেল হের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পঞ্চাশ নং শিখ অশ্বারোহী সৈন্য হইতে ত্রিশজন সৈন্য সঙ্গে লইয়া দুর্গ হইতে সেইদিকে দৌড়িলাম। লছমনও আমার সহিত চলিল।

অরণ্যের সমগ্র স্থান অন্বেষণ করিলাম—কাহারও সাক্ষাৎ পাইলাম না। চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ ক্রোশ ধরিয়া, গ্রাম সকলের মধ্যেও অন্বেষণ করিয়া

কোন মহারাষ্ট্রীয়ের নাম গন্ধ পাইলাম না। আমার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল—এ নানা ব্যতীত আর কেহই নহে। সে স্থান হইতে নানার প্রাসাদে চলিলাম, দেখিলাম—প্রাসাদ জন-মানব-শূন্য।

সেই সময়ে দূরস্থিত কামানের মুহুর্মুহু শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল; বোধ হইল, যেন সেই শব্দ দুর্গের দিক হইতে আসিতেছে। নানার সেই প্রাসাদ হইতে দুর্গ প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ দিকে স্থিত। আমরা সে স্থানে আর কালবিলম্ব না করিয়া দুর্গের দিকে দ্রুতগতিতে অশ্ব চালাইলাম। তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। যতই আমরা নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই সেইদিকে মহাগোল-যোগ শুনিতে লাগিলাম। বুঝিতে আর বাকী রহিল না—বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মুহূর্ত্তেকের জন্য সকলকে অশ্বরশ্মি সংযত করিবার আদেশ দিলাম। তৎপরে গুরু-দরবারের দিকে সকলে মুখ ফিরাইয়া পবিত্র গুরুর নামে ইংরাজ-রাজের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। সেই মুহূর্ত্তে যেন বত্রিশজন শিখ বত্রিশ শতে পরিণত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত দুর্গাভিমুখে অশ্ব চালাইলাম। পথে অনেক লোককে নগর ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে দেখিলাম। তাহাদের নিকটে শুনিলাম, সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া নগর লুঠপাট করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দুর্গের দ্বার রুদ্ধ, সম্মুখে মৃত শবের স্তূপ। তখনও দুর্গের প্রাকার হইতে নগরের দিকে ঘন ঘন গোলাবর্ষণ হইতেছিল। ভাব-গতিকে বুঝিতে পারিলাম, তাহারা আমাদের পক্ষের সৈন্য। আমা-দের সঙ্গে যে বাদক ছিল, তাহাকে তুরী ধ্বনি করিতে বলিলাম। কিছুক্ষণ পরে ধ্বজা লইয়া একজন ইংরাজ-সৈনিক দুর্গ প্রাচীরের

উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে শুনিলাম, ১নং পদাতিক সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া নবাবগঞ্জের দিকে চলিয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের সঙ্গে ম্যাকেয়ার, আব্দুল ও অন্যান্য বন্দীদের খালাস করিয়া লইয়া গিয়াছে। ম্যাকেয়ার পুনরায় পলাইয়াছে, শুনিয়াই আমার মনে কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আজ দুর্গেই ষ্টিফেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পূর্ব্ব হইতে রোজকে সাবধান হইবার জন্য এবং তাহ্নিয়ার পরামর্শানুসারে এ স্থান যত শীঘ্র পারে, পরিত্যাগ করিবার কথা বলিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু কার্য্যগতিকে তাহা হইয়া উঠে নাই। যাহা হোক, সেখানে আর বৃথা অপেক্ষা না করিয়া, লছমন ও দশজন অশ্বারোহী সৈন্যকে আমার বাড়ী রক্ষা করিতে পাঠাইয়া দিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদের সহিত গর্ডন-ভবনের দিকে ছুটিলাম।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার সর্ব্বনাশ !

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

গর্ডনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে জনমানব কেহই নাই। সৈন্যগণকে নীচে অপেক্ষা করিতে বলিয়া উপরে রোজের ঘরে গেলাম। সেখানেও কাহাকে দেখিতে পাইলাম না—মনে ভীষণ আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইল। রোজের ঘরের সম্মুখকার বারান্দার কতক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিসে হঠাৎ এইরূপ হইল, তাহা কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঘরে প্রবেশ করিলাম—সেখানে সমস্ত দ্রব্য যথাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে; কিন্তু রোজ, গর্ডন কিম্বা অন্য কাহাকেও দেখিলাম না। মনে নানাপ্রকার সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইল। ম্যাকেয়ার কি বিদ্রোহীদের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমার আসিবার পূর্ব্বেই এখানে আসিয়াছিল? সেই ঘরে দাঁড়াইয়া আমি নানারূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে টেবিলের পার্শ্বে দেখিলাম, একজন সাহেবের রক্তাক্ত দেহ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। ত্রস্তভাবে নিকটে গিয়া দেখিলাম, তাহার সমস্ত কাপড় শোণিতে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে !! হায় ! সে ব্যক্তি দুর্ভাগা সারজন ষ্টিফেন !

ষ্টিফেনকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া বসাইলাম। হৃদয়ে হাত দিয়া দেখিলাম, অতি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, বসাইয়া দিলেও পুনরায় ঢলিয়া পড়িয়া যান। তাঁহার শরীরের

তিন-চার স্থান হইতে প্রবলবেগে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। কয়েকজন সৈনিককে ডাকিলাম; তাহাদের সাহায্যে ষ্টিফেনকে কোচের উপরে শোওয়াইয়া ক্ষতস্থান বস্ত্রখণ্ড দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলাম; এবং জল আনাইয়া তাঁহার মুখে, চোখে ছিটা দিতে লাগিলাম। এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইবার পর ষ্টিফেন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া অতি ক্ষীণস্বরে আমার নিকটে জল চাহিল। আমি তাঁহার মুখে জলের পাত্র ধরিলাম, তিনি জল পান করিলেন। তৎপরে কিছুক্ষণ সুস্থির হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এরূপ নৃশংসভাবে কে তাঁহাকে আহত করিয়াছে।

ষ্টিফেন আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া অতি মৃদু ও ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আপনার সহিত কি ম্যাকেয়ার ও তাহার দলস্থ লোকদের সাক্ষাৎ হইয়াছে ?"

আমি বলিলাম, "আমি এইমাত্র আসিতেছি, পথে কাহারও সঙ্গে দেখা হয় নাই, ম্যাকেয়ার কি এখানে আসিয়া এই সকল কাণ্ড করিয়াছে ?"

ষ্টিফেন বলিল, "ম্যাকেয়ার, আব্দুল ও অন্যান্য কয়েকজন সিপাহী আসিয়া রোজকে ও আমাদিগকে এখানে আক্রমণ করে। আমি রোজকে রক্ষা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু অস্ত্রশূন্য হইয়া তাহাদের দ্বারা আহত হইলাম। রোজ ও জেম্‌সকে তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে।"

জেম্‌স কে ? তাহাকে কখনও এখানে দেখি নাই, সেইজন্য ষ্টিফেনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "জেম্‌স কি রোজের কোনও আত্মীয়লোক ?"

ষ্টিফেন যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তার কথা আমি বেশী কিছু জানি না, তবে সে রোজের একজন মাসতুত ভাই, এই কথা তাহার মুখে শুনিয়াছি।"

ষ্টিফেন এই সময়ে পুনর্ব্বার শুইয়া পড়িলেন ও তাঁহার আহত স্থান হইতে পুনরায় প্রবলবেগে শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি সেস্থান পুনরায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলাম। তাঁহাকে দুর্গে লইয়া যাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ দুজন সৈনিককে গাড়ী কিম্বা পাল্কী আনিতে পাঠাইলাম।

ষ্টিফেনকে কয়েকজন সৈনিকের নিকটে রাখিয়া, আমি গর্ডনের অন্বেষণে ঘরে প্রবেশ করিলাম। উপরের সমস্ত ঘর অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে পাইলাম না; নীচে নামিলাম। সেখানে এক নিভৃত কক্ষে গর্ডনকে দেখিলাম। তাঁহাব চেহারা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারি নাই, অনেকক্ষণ পরে চিনিলাম যে, তিনিই গর্ডন। তাঁহাব এরূপ শোচনীয় পরিবর্ত্তনের কারণ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে দেখিয়া কোনরূপ অভিবাদনাদি করিলেন না, সেইরূপই বসিয়া রহিলেন।

আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া মিসেস্ গর্ডনের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু কোন কথার উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া প্রায় বাতুলের ন্যায় বোধ হইল। অগত্যা আমি পুনরায় ষ্টিফেনের নিকটে গেলাম। এই সময়ে আমার সৈনিকেরা একটা পাল্কী আনিয়া উপস্থিত করিল। দুজন পাল্কীবাহক ব্যতীত আর লোক অনেক চেষ্টা করিয়াও পাওয়া যায় নাই। সেই ভীষণ বিদ্রোহের সময়ে প্রায় সকলেই সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

যখন আমি উপরে গেলাম তখন ষ্টিফেন অনেকটা সুস্থতা লাভ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মিসেস্ গর্ডন কোথায়? গর্ডনই বা এমন বাতুলের ন্যায় রহিয়াছেন কেন?"

প্রত্যুত্তরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল বটে; কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না। কারণ মিসেস্ গর্ডন

এতদিন যাবৎ যেরূপ মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়া জীবন্মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিয়া আমার নিকটে বোধ হইল না। গর্ডনের পক্ষে উন্মাদগ্রস্ত হওয়াটা ত স্বাভাবিক। তাঁহার প্রাণের কন্যা হেলেনা, পাপাচারী ম্যাকেয়ার কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, মিসেস্ গর্ডন তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, রোজও এখন ম্যাকেয়ারের হাতে অত্যাচরিত হইতেছে ; এরূপ অবস্থায় গর্ডন যদি উন্মাদ হইয়া থাকেন, আমার বিবেচনায় ইহা অতিরিক্ত একটা কিছু নহে। যাহা হৌক, এরূপ বৃথা চিন্তা না করিয়া, ষ্টিফেনকে কয়েকজনে ধরাধরি করিয়া নীচে নামাইয়া পাল্কীতে উঠাইলাম। গর্ডনকে সে স্থান হইতে বাহির করিয়া দুর্গে রওনা হইলাম। সেই বাটীর রক্ষকেরা তখন কে কোথায় পলাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই, এবং তাহারা যে পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, তাহাও আমার বিশ্বাস হইল না। আমি দুজন সৈনিককে তথায় রক্ষণাবেক্ষণ জন্য নিযুক্ত করিলাম।

রাত্রি প্রায় আট্‌টার সময়ে দুর্গে পৌঁছিলাম। বলাবাহুল্য, বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর জেনারেল হে স্বয়ং আসিয়া আমাকে সেনাক্ত করিলে আমার জন্য দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল। ষ্টিফেন ও গর্ডনের সেবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া রক্ষক স্বরূপ আমি কয়েকজন মাত্র সৈনিক লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

যখন আমি বাড়ীর নিকটে আসিলাম, তখন রাস্তার অপর পার্শ্বে আলোর নিকটে একজন সন্ন্যাসীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। আমি তাঁহার দিকে চাহিবামাত্র তিনি আমাকে ইসারা করিয়া ডাকিলেন। তখন তাঁহাকে চিনিলাম।

তিনি বলিলেন, "রামপাল ! আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে। রোজকে দুষ্টমতি ম্যাকেয়ার পুনরায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে ;"

আমি এইমাত্র গর্ডনের বাড়ী হইতে আসিতেছি, সেখানে কাহাকেও দেখিলাম না। তুমি যে দুইজন রক্ষক সেখানে রাখিয়াছ, তাহাদের মুখে শুনিলাম যে, ষ্টিফেন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে এবং তাহাকে ও গর্ডনকে তুমি দুর্গে লইয়া গিয়াছ। আমি বোধ করি, সে স্থানও এখন নিরাপদ নহে। কতকগুলি সৈন্য আজ বিদ্রোহী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, হয় ত সমস্ত সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া দুর্গ হস্তগত করিতে পারে। যাহা হৌক, তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি—আমি আজই দিল্লী রওনা হইব।”

আমি বলিলাম, “রোজ পুনরায় দুষ্ট ম্যাকেয়ারের হাতে পড়িল. ও কানপুর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, এরূপ সময়ে আপনি এ স্থানে থাকিলে অনেক উপকার হইত।”

তান্তিয়া। এখানে থাকিলে আমার কাজে অনেক ব্যাঘাত হইবে, সেইজন্য আমি এখানে থাকিতে পারিব না। তবে দিল্লী হইতে ঝান্সীতে ফিরিয়া যাইবার সময়ে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব; এবং ইতিমধ্যে রোজের অন্বেষণ করিতে ত্রুটি করিব না। আমার লোকেরা যদি তাহার কোন সংবাদ পায়, তাহা হইলে উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত স্থানে তোমাকে জানাইবে।

তৎপরে আমি তাঁহাকে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া অভিবাদন করিলাম। তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি ভাবিলাম, আজ যখন তান্তিয়া এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, তখন অবশ্যই ময়নাকে তাহার নিষ্ঠুর পিতার হাতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন না। বোধ করি, এখনই ইনি ময়নার নিকটে যাইবেন। এই সময়ে ইঁহার অনুসরণ করিলে সম্ভবতঃ নানার বাসস্থান জানিতে পারা যাইবে। হয় ত রোজেরও কোন সংবাদ পাওয়া

যাইতে পারে। তান্তিয়ার আচরণে বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি নানার সংবাদ আমাকে দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। যাহা হউক, সে রাত্রিতে আর বাড়ী ফিরিলাম না। সৈনিকদিগকে দূরে থাকিয়া, আমার অনুসরণ করিতে বলিয়া আমি পদব্রজে তান্তিয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সেই সময়ে সৈনিকের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, যতদূর সম্ভব, সামান্য নাগরিকের বেশ ধরিলাম। আমি যে তান্তিয়ার অনুসরণ করিব, বোধ করি, সরল হৃদয় তান্তিয়া তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বস্তুতঃ নানাকে কোন প্রকার ফাঁদে ফেলা আমার ইচ্ছা ছিল না, তবে কর্ত্তব্য-সাধন জন্য এই সকল কার্য্য করিতে আমাকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সেইহেতু এই কার্য্য গর্হিত বলিয়া বোধ হয় নাই।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল তান্তিয়ার অনুসরণ করিলাম। তান্তিয়া ক্রমান্বয়ে দ্রুতগতিতে চলিয়াছিলেন, কোথাও থামেন নাই, কিম্বা পশ্চাতে ফিরিয়া চাহেন নাই। যাহা হোক, তিনি সহরের সর্ব্বশেষপ্রান্তে একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি নিঃশব্দে অন্ধকার মধ্যে সেই অরণ্যে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। অরণ্যের অপরদিকে একটী সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা। উপরকার মুক্ত বাতায়ন দিয়া উজ্জ্বল আলো বাহিরে আসিয়া অরণ্যে পড়িয়াছে। তান্তিয়া সেই বাড়ীর সম্মুখে একটি গাছের তলায় দাঁড়াইলেন। সেই বাটীর সম্মুখে তাঁহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া ঠিক করিলাম, উহাই নানার গুপ্ত-প্রাসাদ।

অল্পক্ষণ পরে একটি মূর্ত্তি আসিয়া দ্বিতল গৃহের উন্মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইল। এ কে?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুনরায় সন্ধান।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

পরক্ষণেই তাত্তিয়া বস্ত্রমধ্য হইতে এক লণ্ঠন বাহির করিয়া আলো জ্বালিলেন। তদ্দ্বারা তিনি কি সঙ্কেত করিলেন, তাঁহার পশ্চাতে থাকাতে আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। এই সঙ্কেত করিবার পর, সেই দ্বিতল গৃহের মুক্ত বাতায়ন হইতে সে মূর্ত্তি সরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে-ও একটা লণ্ঠন হস্তে দাঁড়াইল, এবং লণ্ঠনের কাচ ঘুরাইয়া তাহার উপরে খোদিত বড় বড় হিন্দি বর্ণমালা দ্বারা, তাত্তিয়ার প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিল ;—

"ম্যাকেয়ার এখানে নাই, সম্ভবতঃ রোজ এখানেই বন্দী হইয়া আছে ; কিন্তু সে কোন্ গুপ্ত ঘরে আবদ্ধ আছে, তাহা জানি না। আমি এখানে বিশেষরূপে নজরবন্দী। বাহিরে যাইবার কোন উপায় নাই। সম্মুখের দরজায় রীতিমত পাহারা ঘুরিতেছে। আজ তাঁহা-দের গুপ্ত-মন্ত্রণা করিবার জন্য এক সভা বসিয়াছে।"

রোজ এখানে আছে, ইহা জানিতে পারিয়া, আমি সেই মুহূর্ত্তে ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তৎপরে তাত্তিয়া কি সঙ্কেত করিলেন। তাহার প্রত্যুত্তর এইরূপ আসিল, "স্থানটা জানি, অপেক্ষা করুন, যাইতেছি।"

পুনরায় সে মূর্ত্তি সে স্থান হইতে সরিয়া গেল।

আমি তান্তিয়া হইতে কিছুদূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলাম। প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হইবার পর, পুনরায় সে মূর্ত্তি সেই বাতায়নের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণে সে জানালার উপর দিয়া, অপর পার্শ্বে আসিয়া নিম্নে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই উচ্চ দ্বিতল গৃহ হইতে সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে নিম্নে অবতরণ করা যে, কত দূর দুরূহ ব্যাপার ও অসীম সাহসের কার্য্য, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে সহজে এরূপ বিপদ্‌সঙ্কুল কার্য্যসাধনে অগ্রসর হয়, সে অবশ্যই সামান্য মানব নহে। ইহার পর সম্মুখে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিলাম; বুঝিলাম, সে ব্যক্তি গৃহ হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়াছে, এবং তান্তিয়ার নিকটে আসিতেছে। বিশেষ সতর্কভাবে এক গাছের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া, তাহার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি যে স্থানে লুক্কায়িত ছিলাম, সে স্থান হইতে প্রায় দশ হাত দূরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তান্তিয়া আগন্তুকের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অল্পক্ষণ পরে শুভ্রবেশা, আলুলায়িতকেশা, পাগলিনীর ন্যায় এক বালিকা তান্তিয়ার পদপ্রান্তে আসিয়া পড়িল। সে মূর্ত্তি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত।

ময়না বলিল, "দেব! এ ভীষণ নিরাশ্রয়সংসারে আপনি অভাগিনী ময়নার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন, আপনি আজ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন? এ সংসারে আপনি আমাকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন—দুঃখের সময়ে পরম স্নেহশীল ভ্রাতার ন্যায় সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন—দেবতার ন্যায় ধর্ম্মরাজ্যের সুনির্ম্মল জ্যোতিঃকণা আমার হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছেন—কষ্টের সময়ে সহৃদয় বন্ধুর ন্যায় আমার জন্য অশ্রুপাত করিয়াছেন। সকল বিষয়ে আপনিই আমার

এক আশ্রয়স্থল। এই ঘোর দুর্দ্দিনে আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে যে সমূহ বিপদ্ মুখ-ব্যাদন করিয়া আমাদের গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহা হইতে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? পিতা কুপরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া মাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; একমাত্র কন্যা আমাকেও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ক্ষমতাবান্ ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, তিনি যে আগুন জ্বালিয়াছেন, তাহা হইতে আপনি ব্যতীত আমাদের আর কেহ রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। অতএব এরূপ বিপদের সময়ে আপনি আপনার ময়নাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন না।”

তান্তিয়া বলিল, “ময়না, আজ তোমার নিকটে বিদায় লইতে আসিয়াছি। পবিত্র মাতৃভূমির নাম স্মরণ করিয়া আনন্দের সহিত তুমি আমাকে বিদায় দাও—এতদিন তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছি, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসিয়াছে। মনুষ্য-জীবন কর্ত্তব্যকার্য্য ও ধর্ম্মাচরণের সমষ্টিমাত্র; স্বদেশের উদ্ধারসাধনে জীবন উৎসর্গ করা অপেক্ষা, মনুষ্য জীবনে অন্য কোন কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন বা ধর্ম্মাচরণ নাই। যদি আমার এ তুচ্ছ জীবন স্বদেশের কাজে উৎসর্গীকৃত হয়, তাহা হইলে আমাপেক্ষা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মশীল কে? আশা করি, এরূপ পবিত্র কর্ম্মে তুমি আর বাধা দিবে না। তোমাদের মঙ্গলসাধন ব্যতীত আমার আর অন্য চিন্তা নাই। তোমার পিতার দুর্ব্বুদ্ধির জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আজ চল, তাহাদের মন্ত্রণা স্থানটা আমাকে দেখাইয়া দাও; আমি তাহার পা ধরিয়া এ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিব, যদ্যপি এ জীবনে কখনও তাহার কোন উপকার করিয়া থাকি, তাহার পুরস্কার স্বরূপ আমি এই শেষ-ভিক্ষা চাহিব।”

"আপনাকে পবিত্র কর্ত্তব্য সাধন হইতে নিবৃত্ত করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে আমার এই এক প্রার্থনা যে, এ দুর্দ্দিনে আপনার সাহায্য হইতে বঞ্চিত যেন না হই। পিতা যখন বিজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন এবং আপনি তাঁহাদের বজ্রমুষ্টি হইতে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তখন আমি কখনই তাহাদের মিত্র নহি। আপনার আশীর্ব্বাদে এ দুর্ব্বল নারীহস্ত স্বদেশের জন্য অস্ত্রধারণে অসমর্থ নহে; তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আপনি পাইয়াছেন; কিন্তু পিতৃদেব স্বদেশ-উদ্ধাররূপ পবিত্র কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য যে সকল অসৎপথ অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাতেই আমি নিরুৎসাহ হইতেছি। যাহা হৌক, আজ তাঁহাকে আপনি একবার শেষ অনুরোধ করিয়া দেখুন, তাহার পর ভবিতব্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে। চলুন, তাঁহাদের মন্ত্রণার স্থান আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।"

"আমার শেষ অনুরোধেও যদি তোমার পিতৃদেবের মত পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ভবিষ্যতে কোনরূপ সাহায্য করিব না। আগামী পূর্ণিমার রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে এই স্থানে তুমি আমার পুনরায় দর্শন পাইবে। সেইদিন আমি ঝান্সী রওনা হইব। রাণী লক্ষ্মীবাইএর পত্র তোমাকে ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি, সেই পত্রানুযায়ী যদি তুমি তাঁহার নিকটে যাইতে চাও, তাহা হইলে সেদিন প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।"

অতঃপর তান্তিয়া ময়নার সহিত সেই অরণ্য হইতে বাহির হইয়া নীরবে পশ্চিমদিকে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি সেস্থান হইতে নিঃশব্দে ও অতি সাবধানে সেই প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলাম। যে বাতায়ন দিয়া ময়না নীচে নামিয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া দেখি, দৃঢ় রজ্জু দ্বারা নির্ম্মিত এক বৃহৎ সিঁড়ী উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত

ঝুলিয়া রহিয়াছে। টানিয়া দেখিলাম, উপরে শক্ত করিয়া বাঁধা। আমি সেখানে আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া আমার সহকারী সৈনিকদের উদ্দেশে অরণ্য হইতে বাহির হইলাম। অল্প দূরে আসিয়া দেখি, তাহারা সকলে রাস্তার নিকটস্থ এক গাছের তলায় অশ্ব বাঁধিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছে। একজন সৈনিকের জিম্মায় অশ্ব সকল রাখিয়া, আর সকলকে আমি সঙ্গে করিয়া রোজের উদ্ধারসাধনার্থ পুনরায় নানার প্রাসাদের দিকে চলিলাম। অন্য যদি রোজের উদ্ধারে কৃতকার্য্য না হই, তাহা হইলে বোধ হয়, রোজের উদ্ধার আর হইবে না। কারণ প্রত্যহ বিদ্রোহীদের সংখ্যা এতই বাড়িতেছিল, আর দুই-একদিন পরে আমরা যে দুর্গ হইতে বাহির হইতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহাহৌক, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া উৎসাহের সহিত সে কার্য্যে অগ্রসর হইলাম।

আমরা সকলে সেই অট্টালিকার নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমি সৈনিকদের সে স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, বাড়ীর সম্মুখকার দরজায় কতজন প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত আছে, তাহা দেখিবার জন্য সেইদিকে গেলাম। অনুমান করিয়া বুঝিলাম যে, সেখানে প্রায় এক শতেরও অধিক দেশীয়সৈন্য সমবেত হইয়া আছে। সে স্থান হইতে ফিরিয়া পুনরায় সৈনিকদের নিকটে গেলাম। সেখানে সকলকে একত্র করিয়া কিরূপে প্রাসাদ আক্রমণ করা হইবে, যদি রোজকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কিরূপে তাহাকে সেই গৃহ হইতে বাহির করা হইবে, যদি বাহিরের লোকেরা আমাদের কার্য্যসাধন হইবার পূর্ব্বে সতর্ক হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইবে, ইত্যাদি বিষয় নানারূপ পরামর্শ স্থির করিলাম। তৎপরে চারিজন সৈনিককে কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, আমাদের সতর্ক করিয়া দিবার জন্য

সে স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রাখিয়া, সর্ব্ব প্রথমে আমিই সেই রজ্জু-আরোহিণী দ্বারা ময়নার ঘরে প্রবেশ করিলাম। সে ঘরে তখন চারি-পাঁচটা বৃহৎ ঝাড়ে আলো জ্বলিতেছিল, ঘরের মধ্যে লোকজন কেহ ছিল না। আস্তে আস্তে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখকার বারান্দায় গিয়া দেখিলাম, সে স্থানেও কোন লোক নাই। পুনরায় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তৎপরে বাতায়নের নিকটে আসিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র, একে একে চল্লিশজন সশস্ত্র শিখ-যোদ্ধা ময়নার নিভৃত গৃহে আসিয়া সমবেত হইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

রোজের উদ্ধার।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।

ময়না ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আমরা সকলে নিঃশব্দে তাহার ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। রোজকে কোথায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, যখন আমরা তাহা জানি না, তখন সেই বাড়ীর সমস্ত স্থান বৃথা অন্বেষণ করা অপেক্ষা ময়নার আগমন পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করাই আমার মতে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর, সেই রজ্জু-আরোহিনীটা নড়িয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম—ময়না আসিতেছে। অকস্মাৎ তাহার ঘরে এত অপরিচিত লোক দেখিয়া পাছে ময়নার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, এইজন্য আমি সেই শিখ-সৈনিকদিগকে ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইতে বলিলাম। নিঃশব্দে তাহারা বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। অল্পক্ষণ পরে ময়না আসিয়া বাতায়নের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইল। সেই নিশীথ সময়ে, সে তাহার নিভৃত কক্ষমধ্যে আমাকে দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "ময়না, একদিন অন্ধকারে অরণ্যমধ্যে তোমাকে দেখিয়া আমি চমকিত হইয়াছিলাম, আজ তোমার গৃহমধ্যে আমাকে এই সময়ে দেখিয়া তুমি অবশ্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ; কিন্তু আমার এখানে আসার বিশেষ কারণ আছে। আশা করি, এইজন্য তুমি

আমাকে ক্ষমা করিবে। সে দিবস তুমি আমার সাহায্য পাইতে লালায়িত হইয়াছিলে, আজ আমি তোমার সাহায্য পাইবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি——"

আমার কথা শেষ না হইতেই ময়না বলিল, "আর আপনাকে কিছু বলিতে হইবে না, আপনি যাহার জন্য আজ এখানে উপস্থিত, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে জানিয়াছি। রোজ আজ এখানে বন্দী। মহাত্মা তান্তিয়ার নিকটে আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি, যেরূপভাবে পারি, আজ তাহাকে মুক্ত করিব। আপনারই নিকটে তাহাকে পৌঁছিয়া দিব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। যাহাহৌক, আপনি যখন আসিয়াছেন, তখন ভালই হইয়াছে। এ কার্য্যসাধন অত্যন্ত দুরূহ হইলেও, আপনাকে দেখিয়া আমি মনে মনে বল ও সাহস পাইয়াছি। আশা করি, রোজের উদ্ধারসাধনে আজ কৃতকার্য্য হইতে পারিব।"

অতঃপর ময়না ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে বলিলাম, "আমি এখানে একা আসি নাই, আমার সহিত আরও কয়েকজন সৈনিক-পুরুষ আসিয়াছে। রোজের উদ্ধার করিতে আজ যদি আমাদিগের প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়, তাহাতেও আমরা পরাঙ্মুখ হইব না। সকলেই বাহিরের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছে। তুমি প্রথমে গিয়া সে কোন্ ঘরে আবদ্ধ আছে, তাহা যদি ঠিক করিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে অতি সহজেই এ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

"আমি তাহার অন্বেষণে যাইতেছি; কিন্তু তাহাতে এক প্রতিবন্ধক এই যে, দুইজন লোক আমার ঘরের সম্মুখে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে। আমার পিতা তাহাদের এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যেন এই ঘর হইতে বাহির হইয়া, এই অট্টালিকার অন্য কোন স্থানে যাইতে না পারি। আমাকে বাহির হইতে দেখিলে তাহারা যদি

কোন রকম গোলযোগ করে, তাহা হইলে হয় ত কার্য্যসাধন হইবার পূর্ব্বে বাহিরের লোকেরা সতর্ক হইয়া রোজের উদ্ধারকার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে।"

"তাহাদের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি তাহাদের প্রথমেই হাত করিয়া লইতেছি। তাহারা কোন্ স্থানে পাহারা দিতেছে, আমাকে সেই স্থানটা একবার দেখাইয়া দাও।"

"যে দুজন পাহারায় নিযুক্ত আছে, তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। সে আমারই পরিচারিকা। বোধ করি, তাহাকে হাত করা সহজ হইবে; কিন্তু অন্যজন বড় চতুর লোক। সে আমার পিতার একপ্রকার সহচর। তাহাকে কলে ফেলা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাহাহৌক, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি দেখাইয়া দিতেছি।"

ময়না ও আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। বাহিরে চল্লিশজন শিখ-যোদ্ধা দেখিয়া ময়না স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে যেন আমার কার্য্য-কলাপের প্রতি একটু সন্দিহান হইল। আমি তার সে ভাবটা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। পরক্ষণেই আমি বলিলাম, "এত লোকজন দেখিয়া তোমার মনে হয় ত ভয় হইতেছে যে, আমি তোমার পিতাকে ধরিয়া লইয়া যাইব; কিন্তু বস্তুতঃ আমি তাহা করিব না, কারণ ইতিপূর্ব্বে তান্তিয়ার নিকটে এই বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য—রোজকে উদ্ধার করা।"

অতঃপর ময়না আমাকে কিছুদূরে লইয়া গিয়া, একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল, "ঐ স্থানে তাহারা আছে। প্রহরীদের সম্মুখ দিয়া ঘরে যাইতে হইবে।"

আমি আর কিছু না বলিয়া, পুনরায় ময়নার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া,

আর দুইজন শিখ-সৈনিককে আমার সঙ্গে লইয়া সেই ঘরের দিকে গেলাম। কিছুদূর হইতে স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম, সেই ঘরের মধ্যে দুইজন লোকে কথা বলিতেছে। একটা আলো সেই ঘরে জ্বলিতে-ছিল। ভিতরকার লোকের মুখাকৃতি বাহির হইতে বেশ দেখা যাইতে-ছিল। তাহাদের দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ হইল।

প্রথমতঃ আমরা তিনজনে মিলিয়া তাহাদের কি প্রকারে ধরিতে হইবে, তাহা ঠিক করিলাম। তৎপরে অন্য দুইজনকে সেই ঘরের সম্মুখে লুক্কায়িত রাখিয়া, আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া কাসিতে লাগি-লাম। পরক্ষণেই সে ব্যক্তি ঘর হইতে "কৌন্ হৈ," বলিয়া বাহির হইল। বলা বাহুল্য, পশ্চাদ্দিক হইতে সেই দুইজন শিখ আসিয়া, তাহার মুখ কাপড় দিয়া এরূপভাবে বাঁধিয়া ফেলিল যে, সে একটিও শব্দ করিতে সমর্থ হইল না। তৎপরে আমি এক হস্তে রিভল্ভার ও অন্য হস্তে একখানা উন্মুক্ত কৃপাণ লইয়া ময়নার পরিচারিকার নিকটে উপস্থিত হইলাম। সে আমাকে দেখিবামাত্র চীৎকার করিতেছিল, কিন্তু তাহা পারিল না। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আমি তাহার গলার কাছে অসি তুলিয়া ধরিলাম; এবং অন্য হস্তে রিভল্ভারটা তাহার মস্তকের নিকটে লইয়া বলিলাম, "চুপ্ করিয়া থাক, কথা বলিলে এই অসি দ্বারা তোমার গলা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব; কিংবা গুলি দ্বারা তোমার মস্তকের খুলি উড়াইয়া দিব। আমি তোমাকে এখন যে কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছি, তাহার যদি তুমি যথাযথ উত্তর দাও, তাহা হইলে তোমার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই; নচেৎ তোমাকে উচিত প্রতিফল পাইতে হইবে।"

সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "প্রাণে মারিবেন না, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার হয় করুন, যথাসাধ্য তাহার উত্তর দিতেছি।"

"আজ এখানে কে কে আসিয়াছিল ?"

"নানা সাহেব, একজন মুসলমান ও অন্যান্য তিন-চারজন ফিরিঙ্গী সাহেব।"

"আর কেউ ?"

"না।"

আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে মিথ্যাকথা বলিতেছে, কারণ রোজকে যে এখানে আনা হইয়াছে, তাহা স্বয়ং ময়নাও দেখিয়াছে; কিন্তু এ তাহাকে দেখে নাই; ইহা কখনই হইতে পারে না। আমি তাহাকে এক ধমক দিয়া ও রিভল্‌ভারটা পুনরায় তাহার মাথার কাছে ধরিয়া বলিলাম, "তুমি নিশ্চয়ই মিথ্যাকথা বলিতেছ, অবশ্যই তাহাদের সঙ্গে আর একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছে। যথার্থ কথা প্রকাশ করিয়া বল, তাহা না হইলে তোমার মৃত্যু সন্নিকট।"

"আর একজন ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক আসিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার বিষয় আপনাকে বলিলে নানা সাহেব আমার জীবন রাখিবেন না। সেই স্ত্রীলোককে এই বাটীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সে কোথায় আছে, তাহাও আমি জানি; কিন্তু তাহার সহিত আপনার কি দরকার, তাহা প্রথমে জানিতে ইচ্ছা করি।"

"সেই স্ত্রীলোকটি আমার এক বন্ধুর কন্যা। নানা সাহেব ও তাহার লোকেরা তাহাকে ধরিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। আমি তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি।"

"যে ঘরে সে আবদ্ধ আছে, সে ঘরের চাবি আমার নিকটে নাই। তাহা নানা সাহেবের কন্যা ময়নার নিকটে আছে। সেই চাবির হাজাটা যদি তাহার নিকট হইতে আনিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে মুক্ত করিয়া দিতে পারি; কিন্তু এক কথা—সে মুক্ত

হইলে নানা সাহেবের সন্দেহ আমারই উপরে পড়িবে এবং তাঁহার ভীষণ ক্রোধের কারণ হইলে আমার আর রক্ষা থাকিবে না।"

"সেজন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। আমি তাহার উপায় করিয়া যাইব। আমি ময়নার নিকট হইতে এখনই চাবির হালা লইয়া আসিতেছি।"

অতঃপর সেই পরিচারিকাকে সৈনিকদের নিকটে রাখিয়া, আমি ময়নার নিকটে উপস্থিত হইলাম। ময়নাকে তাহার পরিচারিকার সমস্ত কথা বলিলাম।

ময়না আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, চাবির হালা লইয়া, আমার সহিত তাহার পরিচারিকার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি আব চারিজন্ সৈনিক পুরুষকে ডাকিয়া লইয়া আসিলাম। অন্য চাকরটাকে তাহাদের জিম্মায় রাখিয়া আমি, ময়না ও পরিচারিকা রোজকে উদ্ধাব করিতে চলিলাম। সৈনিকদের বলিয়া দিলাম যে, কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, আমি তাহাদের সঙ্কেত করিবামাত্র তাহারা যেন সকলেই তথায় গিয়া উপস্থিত হয়।

তৎপরে আমরা তিনজনে নীচে নামিলাম। পরিচারিকাকে সর্ব্বদা আমার সম্মুখে রাখিয়াছিলাম। আমি তাহাকে বারংবার বলিতেছিলাম যে, সে যদি আমার সহিত চাতুরী বা প্রতারণা করে, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সে সরল-ভাবেই আমার কথামত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

নীচে আসিয়া অনেক ঘর ঘুরিলাম—অনেক বারান্দা ও দালান পার হইবার পর এক নিভৃত অন্ধকারময় বৃহৎ ঘরে সেই পরিচারিকার সহিত আমরা প্রবেশ করিলাম। আমার পকেটেই লণ্ঠন ও দিয়াশলাই ছিল, আলো জ্বালিলাম। ঘরটা দেখিয়া বোধ হইল, যেন উহা বহুদিন

হইতে ব্যবহৃত হয় নাই, সমস্ত ঘরটা মহা আবর্জ্জনাপূর্ণ ও দুর্গন্ধময়। সে ঘরটা পার হইয়া অন্য একটা তদপেক্ষা ছোট ঘরে প্রবেশ করিলাম। সে ঘর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘর অপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট। সে ঘরে যদি কেহ দুইঘণ্টাকাল আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিচারিকার মুখে শুনিলাম, তাহার পরবর্ত্তী ঘরে রোজ আবদ্ধ আছে। তাহার নিকটে এই কথা শুনিয়া আমার সমগ্র শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এরূপ নরকময় স্থানে, কাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখার অপেক্ষা তাহাকে জীবন্তে দগ্ধ করিয়া মারাই শ্রেয়ঃ। তৎপরে ময়নার নিকট হইতে সে চাবির হালাটা লইয়া সেই ঘরের দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে এক কোণেতে একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ঘরটা যদিও অন্যান্য ঘরের ন্যায় তত অপরিষ্কার ছিল না, তবুও মনুষ্যের বাসোপযুক্ত নহে। ঘরের এক প্রান্তে, একটা জীর্ণ কৌচের উপরে অতুল ধনের অধিপতি গর্ডন-কন্যা চির-অভাগিনী রোজ শুইয়া রহিয়াছে। সম্মুখের একটা টেবিলের উপরে কিছু পানীয় জল ও আহারীয় সামগ্রী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। রোজ বালিশের নিম্নে মুখ লুকাইয়া, উপুড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে। সে তখন দুঃখের বিভীষিকাপূর্ণ কঠোরমুষ্টি হইতে নিজের জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কিছুক্ষণের জন্য শান্তিদায়িনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। ময়না গিয়া তাহাকে উঠাইল। রোজ আমাকে দেখিবামাত্র কোন কথা না বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। হায়! সে সময় কোন্ পাষাণহৃদয় সে বিষাদপূর্ণ চিরদুঃখী, সরল, আত্মার ক্রন্দন দেখিয়া, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারে? মুহূর্ত্তেকের মধ্যে হেলেনার মৃত্যু হইতে আজ পর্য্যন্ত দুঃখের যে সকল মহাপ্রচণ্ড বাত্যা তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সেই সকল যুগপৎ আমার মনোমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারের অস্থায়ী সুখ-দুঃখেতে নিতান্ত ভুক্তভোগী ও বিজ্ঞ হইলেও রোজের অশ্রু দেখিয়া আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোমল-প্রাণা ময়নাও কাঁদিল।

কিছুক্ষণ পরে ময়না রোজের হাত ধরিয়া সুন্দর ইংরাজী ভাষায় বলিল, "অভাগিনি, আমিও তোমার মতন একজন চির-দুঃখিনী। দুঃখ পাইয়াছি বলিয়াই তোমার দুঃখে আমার প্রাণ না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতেছে না। বিধাতার ইচ্ছার উপরে তোমার আমার মতন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নরের শক্তি কি আছে, তাঁহার শুভ-ইচ্ছা নানাপ্রকার কষ্ট ও দুঃখের মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন হইবেই হইবে। ভবিতব্য বা ঈশ্বরের ইচ্ছা সমাধানের জন্য আমাদের দুঃখ না করাই উচিত। আমি এই মহামন্ত্র একজন মহাত্মার নিকটে প্রাপ্ত হইয়া, দুঃখের সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণে জপ করিয়া শান্তি পাই। আশা করি, তুমি এই মন্ত্র গ্রহণ করিলে জীবনে অনেক সময়ে শান্তি পাইবে। এখন চারিদিকে শত্রুরা ঘিরিয়া রহিয়াছে, তোমার সহিত অধিক কিছু পরিচয়াদি করিতে পারিলাম না; আশা করি, তুমি আমাকে তোমার সহোদরার ন্যায় দেখিবে। তোমার পরম হিতৈষী বন্ধু রামপাল নানা বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আসিয়াছেন, এখন বাহিরে চল; যেরূপে পারি, আজ তোমাকে দুষ্টদের হাত হইতে উদ্ধার করিবই করিব।"

ময়নার কথা শুনিয়া রোজ একবার উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই পুনরায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার শরীর দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু এরূপ অবস্থায় এখানে কালক্ষেপণ করা, ভাল বিবেচনা না করিয়া আমি ধীরে ধীরে তাহাকে বলিলাম, "রোজ! অত অধীর হইও না, মনে একটু বল আনয়ন কর।

শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, শত্রুরা হয় ত সতর্ক হইতে পারে। অতএব আর অপেক্ষা না করিয়া শীঘ্র বাহিরে চল।"

এই কথা শুনিয়া রোজ পুনরায় রুমালে চোখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে বলিল, "রামপাল! আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, পিতার ন্যায় সমূহ বিপদ্ হইতে আপনি আমাকে বার বার রক্ষা করিতেছেন। আপনার ঋণ এ জনমেও পরিশোধ করিতে পারিব না। ঈশ্বর করুন, আমার মতন এ সংসারে কেহ যেন দুঃখ ভোগ না করে। এস্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে—ঈশ্বর জানেন, কিরূপ প্রত্যুত্তর আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।"

পুনরায় রোজ চুপ করিল, আমি একটু অধীর হইয়া বলিলাম, "রোজ, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার শীঘ্র বল, এখনকার এক-একটি মিনিট অযুৎ বৎসরের অপেক্ষাও অধিক বোধ হইতেছে।"

"জানি না, আমার ভাগ্যে কি আছে, হয় ত এ কারাগার হইতে মুক্তি পাওয়া আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। বোধ হইতেছে, এই-খানেই আমার কষ্টপূর্ণ জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইবে। বলুন, ষ্টিফেন জীবিত কি মৃত।"

তখন আমি রোজের সমস্ত কথার মর্ম্ম বুঝিলাম; ষ্টিফেন মরিয়াছে, ভাবিয়া সে কাতর হইয়াছে; এবং আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আমি বলিলাম, "ঈশ্বরের অনুগ্রহে ষ্টিফেন এখনও জীবিত। সময়মত আমি আসিয়া পড়াতে তাঁহার জীবন রক্ষা পাইয়াছে। তিনি এখন তোমার পিতার সহিত কানপুর ফোর্টে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার রীতিমত শুশ্রূষা ও চিকিৎসা চলিতেছে।"

আমার কথা শুনিয়া, রোজ এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া আমাদের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইল। আমরা সকলেই ময়নার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ময়না শীঘ্র কিছু আহারীয় সামগ্রী ও জল আনিয়া রোজকে সস্নেহে ও বিশেষ অনুরোধ করিয়া আহার করাইল। তৎপরে রোজকে কোন্ দিক দিয়া বাহিরে লইয়া যাইব, সেই বিষয় লইয়া একটু গণ্ড-গোলে পড়িলাম। রোজের শরীর নানারূপ চিন্তায়, কষ্টে ও অনাহারে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ অবস্থায় তাহাকে সাহস করিয়া রজ্জু-আরোহিণী দ্বারা নিম্নে অবতরণ করান দুরূহ ব্যাপার। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া একটা ফন্দি ঠিক করিলাম। প্রথমে সমস্ত শিখ-সৈন্য-দিগকে রজ্জু-আরোহিণী দ্বারা নিম্নে পাঠাইয়া দিয়া পূর্ব্বদিক্কার রাস্তায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলাম। ঐ রাস্তা এই প্রাসাদের সম্মুখকার ফটক হইতে কিছু দূরে স্থিত। তৎপরে সেই পরিচারিকা ও চাকরকে অন্য বস্ত্র দিয়া, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিলাম। সেই পরিচারিকাকে নানার কোপানল হইতে বাঁচাইবার জন্য অন্য একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা তাহার হাত ও পা বাঁধিয়া রাখিলাম। বলা-বাহুল্য, তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে বিস্মৃত হই নাই, এবং বেশ বুঝিলাম, তাহারাও ইহাতে সন্তুষ্ট হইল।

তৎপরে ময়নার নিকটে আমি বিদায় লইলাম। ময়না আমার সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছিল। সে বলিল, "আপনি রোজকে লইয়া, সদর রাস্তা দিয়া অসংখ্য উন্মত্ত সিপাহীর মধ্য দিয়া কি প্রকারে পলায়ন করিবেন?"

আমি বলিলাম, "যদি এ সামান্য কার্জটাই না পারি, তাহা হইলে এতদিন হইতে গোয়েন্দাগিরি করিতেছি, কি জন্য?"

সেই পরিচারিকাকে পুনরায় কিছু অর্থ দিয়া সেই বাড়ীর খাস

দ্বারীর নাম জানিয়া লইলাম। অতঃপর আমি নানার ভৃত্য সাজিলাম। রোজকেও ময়নার পরিচারিকা সাজাইলাম, প্রথমে তাহার উজ্জ্বল বর্ণ লইয়া কিছু গণ্ডগোলে পড়িলাম। যাহাহৌক, কোন প্রকারে তাহাকে পরিচারিকার ন্যায় করিয়া তুলিলাম। সেই ভৃত্য ও পরিচারিকাকে বন্দী অবস্থায় এক ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া, রোজকে লইয়া আমি নীচে নামিলাম। ময়নাও আমার সহিত নীচে আসিল। তাহাকে বলিলাম, "ময়না। রোজকে ত তোমার প্রাসাদ হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিলাম ; কিন্তু তোমার পিতার সমস্ত সন্দেহ, তোমার উপরে পড়িবে। বোধ করি, এইজন্য তোমাকে নানারূপ লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইবে। যদি কখনও আমার সাহায্য আবশ্যক বোধ কর, তাহা হইলে আমাকে সংবাদ দিলে, আমি নানাকর্ম্ম ও বাধা-বিঘ্নসত্ত্বেও তোমাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হইব না।"

"এ অভাগিনী ময়না যদি কখনও বিপদে পতিত হয়, এবং সেই সময়ে যদি সে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি, তাহা প্রদান করিতে আপনি যে পরাঙ্মুখ হইবেন না, ইহা শুনিয়া সুখী হইলাম। এক্ষণে আপনার নিকটে আমার এই একটি প্রার্থনা, দুরাত্মা ম্যাকেয়ারকে হস্তগত করিতে যেন আপনি আমার পিতার কোন অনিষ্ট না করেন। পিতার দুর্ম্মতি যেন সর্ব্বদা মার্জ্জনা করেন, এই আমার একমাত্র সাহায্য প্রার্থনা। আশা করি, আপনি ইহা রক্ষা করিতে বিমুখ হইবেন না।"

"তোমার পিতার যে কোন অনিষ্ট করিব না, তাহা তান্তিয়ার নিকটেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা না হইলে তোমার পিতার সাধ্য কি, এ বিদ্রোহানল জ্বালিয়া তোলেন। যাহাহৌক, শিখেরা জীবন থাকিতে প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় না। তোমার পিতার কখনও কোন অনিষ্ট করিব না।"

ইহার প্রত্যুত্তরে ময়না আমাকে প্রীতির সহিত একটি অভিবাদন করিল। তৎপরে আমরা সকলে সদর-ফটকের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে মনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া পিস্তলটা হাতে লইলাম। রোজ আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি ভিতর হইতে নানার ভৃত্যের ন্যায় স্বর করিয়া ডাকিলাম, "গুরুদয়াল সিং, হাম্ লোগোঁকো বাহির হোনে দেও।"

বাহির হইতে গুরুদয়াল প্রত্যুত্তর করিল, "মহারাজ কা হুকুম হৈ, কেয়া নাহি ?"

আমি বলিলাম, "মহারাজকো হুকুম হৈ, দশ বাজে রাত হামলোগোঁকো খানেকেবাস্তে ছুটী মিল্‌নেকা।

তৎপরে খট্‌খট্ করিয়া চাবী নড়িয়া উঠিল। এই সময়ে আমি ময়নাকে একটু দূরে দাঁড়াইতে ইসারা করিলাম, ময়না সরিয়া গেল, তখনই বৃহৎ ফটকের দ্বার খুলিয়া গেল। আমি ও রোজ সে যমপুরী হইতে বাহির হইলাম। সম্মুখে দেখিলাম, অসংখ্য সিপাহিগণ কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাদের সন্দেহ দূরীভূত করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "মহারাজ ধুন্ধুপান্থ নানাকি জয়।"

সমস্বরে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মহারাজ নানাকি জয়।"

অন্ধকারে সেই সময়ের মধ্যে আমরা সে বিপদসঙ্কুল স্থান পার হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আমার শিখ-সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিলাম, তাহারা আমাদিগকে সে স্থানে নিরাপদে আসিতে দেখিয়া গুরু নানককে ধন্যবাদ দিল। অতঃপর রোজকে লইয়া আমরা সকলে সেইরাত্রেই কানপুর-ফোর্টে উপস্থিত হইলাম।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রোজের আর এক দশা।

(ব্রিগেড সার্জ্জন ষ্টিফেনের কথা।)

সে দিবস রোজের মুখে জেম্‌সের নাম শুনিয়া প্রথমে আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। পরক্ষণেই যখন কামানের একটা ভীষণ গোলা আসিয়া রোজের বারান্দা উড়াইয়া দিল, তখন আমি সশঙ্কচিত্তে ও বিশেষ ব্যস্ততার সহিত রোজের গৃহে প্রবেশ করিলাম। হঠাৎ আমার বোধ হইল, যেন সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া দুষ্টমতি ম্যাকেন্নারের পরামর্শানুসারে গর্ডনের গৃহ লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে, অল্পক্ষণ পরে আমার ধারণাই সত্য হইল।

গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র রোজ জিজ্ঞাসা করিল, "ষ্টিফেন! এত গোল কিসের?"

আমি বলিলাম, "সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা বোধ করি, তোমাদের বাড়ী লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে, এস, শীঘ্র পলায়ন করি।"

জেম্‌স সেই ঘরের এককোণে একটা চেয়ারে বসিয়াছিল, আমার কথা শুনিয়া সে উঠিয়া বলিল, "রোজ! তুমি ষ্টিফেনের কথা বিশ্বাস করিও না, নিশ্চয়ই সিপাহিগণ এদিকে আসিবে না।"

আমি তাহার এরূপ অভয় প্রদানের কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু রোজ আমার কথা শুনিয়া ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িল। সে আমার হাত ধরিয়া বলিল, "চল, চল, শীঘ্র পালাই।"

আমি রোজকে লইয়া বাহিরে আসিতেছিলাম, এমন সময়ে জেম্‌স দৌড়িয়া আসিয়া, জোর করিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গেল এবং আমার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত রূঢ় এবং কর্কশস্বরে বলিল, "আমি এখন রোজের অভিভাবক, আমি যাহা বলিব, রোজকে তাহাই করিতে হইবে, তুই এখান হইতে দূর হ।"

তাহার বাক্য শুনিয়া আমার আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল, প্রতি-শোধ লইবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক হইতে আমার বামস্কন্ধে কে ছুরিকাঘাত করিল। এক আঘাতে আমার বামহস্ত এককালে অবশ হইয়া পড়িল, আমার কটি-দেশে দীর্ঘ অসি ও পকেটে পিস্তল ছিল, উন্মুক্ত করিয়া আমি পশ্চা-দ্দিকে ফিরিলাম। সম্মুখে দেখি, নরপিশাচ দুরাত্মা আব্দুল!! সে তখন শোণিতসিক্ত ছুরিকা হাতে লইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে-ছিল। তাহার ছুরিকার আঘাতে আমার বামপার্শ্ব সমস্ত অসাড় হইয়া আসিতেছিল, শোণিতস্রোতে সমস্ত দেহ ভাসিয়া যাইতেছিল; কিন্তু সেই পাপাত্মাকে দেখিবামাত্র ভীষণ প্রতিশোধের জন্য আমার অবসন্ন দেহ পুনরায় সবল হইয়া উঠিল; কোথা হইতে এক বৈদ্যুতিক শক্তি আসিয়া আমার দেহকে সতেজ করিয়া তুলিল। নিমেষমধ্যে আমার দীর্ঘ অসি আব্দুলের মস্তকে পতিত হইল। তাহার পর তাহার কি দশা হইল, তাহা আর দেখিতে পাইলাম না। এদিকে পশ্চাদ্দিক হইতে রোজের সেই কপটাচারী, দুরাত্মা ভ্রাতা জেম্‌স আসিয়া এক যষ্টি দ্বারা আমার মস্তকে এরূপ আঘাত করিল যে, সেই মুহূর্ত্তে আমার হস্ত হইতে অসি স্খলিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল; এবং সেই সময়ে আমিও ভূশায়ী হইলাম। রোজ সেই সঙ্গে "ও ষ্টিফেন!" বলিয়া চীৎ-কার করিয়া উঠিল, পরক্ষণে অনেক লোকের পদশব্দ শুনিতে পাইলাম,

এবং ম্যাকেয়ারের গলার শব্দ শুনিলাম। অনুপায় হইয়া, অসহায় ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয় সেই জগৎ পিতার নিকটে রোজের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে আর একবার আমার পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিল, বোধ করি, সে ম্যাকেয়ার। সেই সঙ্গে আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল, ইহার কিছুক্ষণ পরে সরদার রামপাল আসিলে আমার একবার সামান্য চৈতন্য হইয়াছিল; কিন্তু এখন তাহা স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হইতেছে। তৎপরে অচৈতন্য অবস্থায়ই রামপাল কর্তৃক আমি কানপুর দুর্গে নীত হইলাম। কতদিন আমি এরূপ অবস্থায় ছিলাম, তাহা এখনও আমার স্মরণ হইতেছে না; কিন্তু যেদিন আমার প্রথম জ্ঞান হইল, তখন দুর্গমধ্যে হাহাকার ও ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম, আমি উঠিয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময়ে কোথা হইতে রোজ দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে ধরিল, এবং স্থিরভাবে শুইয়া থাকিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহাকে সেই দুর্গমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। আমার মস্তক বিঘুর্ণিত হইয়া গেল ও আহত স্থান হইতে শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমি পুনরায় শুইয়া পড়িলাম। রোজ অতিশয় ব্যস্ততার সহিত আমার ক্ষতস্থান সকল বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

অতি ক্ষীণস্বরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দুর্গমধ্যে এত গোল হইল কেন?"

রোজ কাঁদ কাঁদ স্বরে উত্তর করিল, "সৈন্যেরা একটি সামান্য বিষয় লইয়া গোল করিতেছে—ও কিছু নয়।"

ঠিক এই সময়ে বন্দুকের গুলি আসিয়া লাগিল। সেই সময়ে সহৃদয় রামপাল দ্রুতবেগে আমার ঘরে প্রবেশ করিল এবং রোজকে

বলিল, "রোজ, রোজ নানা এবং ম্যাকেয়ারের সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে—শত্রুগণ এই ঘর লক্ষ্য করিয়া গুলিবর্ষণ করিতেছে, শীঘ্র এই ঘর হইতে ষ্টিফেনকে স্থানান্তরিত করা উচিত।"

রোজ বলিল, "চুপ করুন, চুপ করুন, ষ্টিফেন এখন ঘুমাইতেছেন, গোল হইলে হয় ত তিনি জাগিয়া পড়িবেন।"

তাহার পর পুনরায় আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

মিস্ রোজের ডায়েরী হইতে লিখিত।

রোজের আত্মকথা।

আজ ৬ই জুন, সমস্ত দিবস মহাযুদ্ধ চলিয়াছে, আমি সরদার রামপালের পরামর্শে ও অনুগ্রহে ষ্টিফেনকে দুর্গের এক কক্ষে আনয়ন করিয়াছি। পিতাও আমাদের সহিত এখানে রহিয়াছেন, তাঁহার মানসিক অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়, রামপাল আজ সমস্ত দিবস যুদ্ধে ব্যস্ত আছেন, দুর্গে আজ মহা হুলুস্থুল ব্যাপার। আমরা সকলেই শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছি। রামপাল নিজের একজন গুপ্তচরের দ্বারা সার জন লরেন্সের নিকটে সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছেন, শীঘ্র কোনরূপ সাহায্য না আসিলে আমাদের পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই। ষ্টিফেনের জন্য আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। আজ সমস্ত দিন তিনি ভীষণ জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন, সৈনিক-বিভাগের বিচক্ষণ ডাক্তার তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিতেছেন। তিনি আমাকে নানারূপে আশ্বস্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু আমার মন তাহাতে আশ্বস্ত হইতেছে না। আমি কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। বৈকালে ষ্টিফেনের একটু চৈতন্য হইয়াছিল, তিনি

প্রথমে আমার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি দেখিয়া আমার মনে নানারূপ আশঙ্কা হইতে লাগিল—নয়ন হইতে সবেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল—মনে মনে একমাত্র অভয়দাতা ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?"

"হাঁ, চিনিয়াছি, তুমি ত রোজ। তুমি এখানে কেন? এখনও আমার সহিত প্রতারণা করিতেছ?"

আমি তাঁহার কথার কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। মনে করিলাম, মস্তিষ্কের বিভ্রমবশতঃ তিনি এইরূপ অর্থশূন্য প্রলাপ বকিতেছেন। তাড়াতাড়ি পুনরায় ঔষধ খাওয়াইবার জন্য তাঁহার মুখের নিকটে ঔষধ-পাত্র ধরিলাম, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "তোমার হৃদয়ের সরলতা আর নাই, ঘোর প্রতারণা আসিয়া সে স্থান অধিকার করিয়াছে। তোমাকে আর বিশ্বাস নাই। তুমি ঔষধের পরিবর্ত্তে আমাকে এখন বিষ দিতে পার।"

ষ্টিফেনের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। ঔষধের পাত্র আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ঠিক এই সময়ে বাহির হইতে একজন লোক আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। গৃহের বাহির হইয়া দেখিলাম—জেম্‌স।

জেম্‌সকে দেখিবামাত্র আমার মনে ভয়ানক ঘৃণার সঞ্চার হইল। সে আমার পরম আত্মীয় হইয়া, আমারই সর্ব্বনাশসাধনে যত্নবান্ হইয়াছে। তাহার সেদিনকার আচরণ দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, আমাকে হাত করিবার জন্য সে দুষ্টমতি ম্যাকেয়ারের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। সেদিন ম্যাকেয়ার ও তাহার

লোকেরা যখন আমাকে বাঁধিয়া তাহাদের সহিত লইয়া চলিল, তখন ম্যাকেয়ার জেম্‌সকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহার সহিত কি পরামর্শ করিল। তৎপূর্ব্বে সে ষ্টিফেনের মস্তকে যখন যষ্টি দ্বারা আঘাত করে, তখনই আমার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। পরে সে সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল।

জেম্‌সকে আমার সম্মুখে দেখিয়া আমি বলিলাম, "কপট! দুরাচার! তোমার মত পাপাত্মার মুখ-দর্শনেও পাপ আছে। নিরাশ্রয় অবস্থায় আমাকে পাইয়া, তোমার অসদভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য, নরপিশাচ ম্যাকেয়ারের সহিত মিলিত হইয়া আমার বিপক্ষে ঘোরতর ষড়যন্ত্র করিয়াছ? কিন্তু নিশ্চয় জানিও, এ সংসারের পরিচালক একজন জীবিত ও জীবন্ত মঙ্গলময় বিধাতা, তিনি পাপের জন্য শাস্তি প্রদান ও ধর্ম্মের সহায়তা করিয়া থাকেন। যতদিন ধর্ম্মে আমার মতিগতি থাকিবে, তাঁহার আশীর্ব্বাদে, ম্যাকেয়ার, আবদুল ও তোমার ন্যায় শত শত সয়তানের ভীষণ ষড়যন্ত্রে আমি তিলার্দ্ধ ভীত নহি। আমাকে আর বৃথা প্রলোভন দেখাইয়া বিরক্ত করিও না, এখন আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

আমি ঘৃণা ও ক্রোধের সহিত এই কথা বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিলাম, এমন সময়ে জেম্‌স চকিতের ন্যায় আমার সম্মুখে আসিয়া দরজা আগুলিয়া দাঁড়াইল। সে সময়ে দুর্গে কেহই ছিল না, তখন সকলেই অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত। কাজে কাজেই একটু ভীত হইলাম; কিন্তু তবুও সাহসের সহিত তাহাকে বলিলাম, "রাস্তা ছাড়িয়া দাও, নতুবা বিপদে পড়িবে, তাহা না হইলে এখনই আমি চীৎকার করিয়া দুর্গবাসীদিগকে জানাইব যে, তুমি ম্যাকেয়ারের একজন গুপ্তচর হইয়া এখানে আসিয়াছ।"

জেম্‌স বলিল, "গোল করিও না, আমি এখনই যাইতেছি, তোমারই উপকারের জন্য আজ নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়াছি। আমার কথার উপরেই তোমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে। যদি তাহা পালন কর, তাহা হইলে তুমি বাঁচিবে; নচেৎ তোমার নিশ্চয় মৃত্যু।"

আমি বলিলাম, "তোমার কথা শুনিতে চাহি না, তাহাতে আমার জীবন থাক, আর যাক্। শীঘ্র তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও——"

সে আমার বাক্যে কর্ণপাত না করিবা বলিতে লাগিল, "নানার সৈন্যগণ ম্যাকেয়ার কর্তৃক পরিচালিত হইয়া দুর্গ ঘেরাও করিয়াছে। সমগ্র ভারতে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নানার সাহায্যের এখনও কোন অভাব নাই, এবং তোমাদের সাহায্য পাইবারও কোন আশা নাই। অতএব তোমাদের সকলের মৃত্যু যে স্থির-নিশ্চয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে বাঁচাইতে চাহি, যদি তুমি আমার কথায় সম্মত হও।"

আমি বলিলাম, "পাপাত্মা জেম্‌স! পাপগ্রস্ত হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা পবিত্র হৃদয় লইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই আমি শ্রেয়ঃ বিবেচনা করি। বৃথা বাক্যব্যয়ে আর কোন ফল নাই। নিশ্চয় জানিও, আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ। চন্দ্র সূর্য্য স্থানচ্যুত হইলেও আমি নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইব না। শীঘ্র পথ ছাড়——"

জেম্‌স পথ ছাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, আর কয়েক দিন অপেক্ষা কর। আমার বাক্য অবহেলা করাতে তোমাকে অতিশয় অনুতাপ করিতে হইবে।"

এই বলিয়া জেম্‌স সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, ষ্টিফেন বিছানা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন;

কিন্তু পারিতেছেন না। আমি তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং উঠিতে নিবারণ করিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। সমস্ত মুখমণ্ডল শোণিতশূন্য হইয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু পাগলের ন্যায় নিষ্প্রভ ও লক্ষ্যশূন্য। আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, যেন জেম্‌স্ আসিয়া তোমাকে ম্যাকেয়ারের নিকটে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। তোমাকে এ ঘরের মধ্যে না দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল। তোমার সহিত এইমাত্র কে কথা কহিতেছিল? সরদার রামপাল বুঝি?"

আমি বলিলাম, "তিনি আসেন নাই—জেম্‌সই আমার সহিত কথা কহিতেছিল, আপনার স্বপ্ন কতকটা সত্য বটে।"

এই কথা শুনিয়া ষ্টিফেন পাগলের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। তিনি জোর করিয়া আমাকে তাঁহার সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন, এবং কিছু দূর গিয়া টেবিলের সম্মুখে এক চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার তখনকার সেই উন্মাদের ন্যায় বিষাদ-মাখা মুখের স্মৃতি এখনও আমার মনে জাগরূক রহিয়াছে, এখনও তাহা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শিহরিয়া উঠিতেছে। চেয়ারে বসিয়া দুই হস্ত দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া তিনি বলিলেন, "ওঃ! তবে আমি স্বপ্ন দেখি নাই! সবই সত্য! হে ঈশ্বর, পিশাচিনী রোজের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর। এতদূর বিশ্বাস ও ভালবাসার পরিবর্তে এরূপ ঘোর প্রতারণা—ওঃ! কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা!! তুমি ইহার সাক্ষী—ঈশ্বর, তুমিই ইহার বিচার করিবে।"

ষ্টিফেনের এই সকল কথা শুনিয়া এবার তাহা আর প্রলাপ বলিয়া ভাবিতে পারিলাম না। তাঁহার হৃদয়ে যে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিলাম। তাঁহার হৃদয়ে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ স্থান পাইয়াছে এবং তিনি যে আমাকে একজন অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছেন, সেইজন্য আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। বহুদিনের সঞ্চিত আশার বাঁধ, যেন সেই মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া গেল—প্রিয়তমা ভগিনী আবদুল কর্ত্তৃক হত হইয়াছে; পরম স্নেহময়ী জননী সন্তপ্ত ও ভগ্নহৃদয়ে এ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন; পরম ধর্ম্মপরায়ণ পিতা উন্মাদ হইয়া রহিয়াছেন,—কেবল ষ্টিফেনের পবিত্র ও স্বর্গীয় ভালবাসায় বিমুগ্ধ হইয়া আমি এ সকল সহ্য করিতেছিলাম। আজ ষ্টিফেনের নির্ম্মম আচরণে সে সুখস্মৃতি এককালে চূর্ণ হইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তেই আমি আমার নিরুপায় অবস্থা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম, জগৎ সংসার আমার নিকটে তখন মহাশূন্য বোধ হইতে লাগিল। আমি অশ্রুজলনয়নে ষ্টিফেনের পদ ধারণ করিয়া বলিলাম, "ক্ষমা করুন, অভাগিনী রোজ না জানিয়া যদি আপনার নিকটে কোন প্রকার দোষ করিয়া থাকে, তাহা ক্ষমা করুন।"

কিন্তু ষ্টিফেনের সন্দেহপূর্ণ হৃদয় তখন আমাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হয় নাই। তিনি পদ দ্বারা আমাকে সজোরে দূরে ফেলিয়া দিলেন।

সেই সময়ে বাহিরে ঘোর রবে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, আজ যেন কামান-নিক্ষিপ্ত গোলারাশি আমার এই দুঃখময় পাষাণ হৃদয় চূর্ণ করে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নানার স্মৃতিলোপ ও ময়না বধ।

(সার টমাস হের সরকারী রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত)

* * * সরদার রামপাল সিংহের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি বহুদর্শী ও রাজনীতিজ্ঞ। একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় ও সাহায্যে এরূপ ভীষণ বিদ্রোহাগ্নি এত শীঘ্র প্রশমিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। এ দুর্দ্দিনে তিনি আমাদের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ না থাকিলে, ভারতে আমাদের শাসন-ক্ষমতা যে চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব ব্রিটিশ জাতিরও অনুকরণীয়। আশা করি, ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্ট ইঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ থাকিতে ও ইঁহার অমূল্য কার্য্যকলাপের জন্য বিশেষরূপে পুরস্কার প্রদান করিতে যেন বিস্মৃত না হন।

কানপুরের ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর হইতে বিদ্রোহীর নেতা নানা ও তান্তিয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। ম্যাকেয়ার ও আব্দুলকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সরদার রামপাল বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। আজ কয়েকদিন হইল, রামপাল স্বয়ংই ইহাদের সন্ধান পাইয়া, দুই-তিনজন উপযুক্ত সহকারীর সহিত ইহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছেন। ইহার পর আর কোন বিশেষ সংবাদ এখনও পাই নাই। বিঠুরে নানার প্রাসাদ লুণ্ঠন করা হইয়াছে, তাহাতে অতি সামান্য সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আজ তোপের দ্বারা এই প্রাসাদ

উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা যখন এই প্রাসাদের সম্মুখে বৃহৎ তোপখানা স্থাপন করিয়া ইহার উপরে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করি, তখন হঠাৎ প্রাসাদের সম্মুখকার বারান্দায় এক দেবীমূর্ত্তি বালিকা আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গৃহ-লুণ্ঠনের সময়ে ইহাকে এই অট্টালিকার মধ্যে কোথাও দেখিতে পাই নাই। সে বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোলাবর্ষণ করিতে নিষেধ করে। আমি গোলাবর্ষণ বন্ধ করিয়া সে কি চায়, তাহা জিজ্ঞাসা করি। তাহাকে দেখিয়া বহুদিনের এক পুরাতন স্মৃতি আমার মনে জাগিয়া উঠিল, সে মুখ যেন কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া ভ্রম হইল। অতুল রূপরাশি ও অল্প বয়স দেখিয়া তাহার প্রতি আমার কেমন দয়ার সঞ্চার হইল। আমি সে ভাব দমন করিয়া সে কি চাহিতেছে এবং সে কে এই সকল তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। বালিকা পরিষ্কার ইংরাজী ভাষায় আমার কথার উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। তাহার মুখ হইতে এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা শুনিয়া আমি চমৎকৃত হইয়া গেলাম।

সে বলিল, "মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই প্রাসাদটী রক্ষা করিবেন কি ?"

"কেন ? এ প্রাসাদ রক্ষা করিবার তোমার উদ্দেশ্য কি ?"

"প্রথমে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনাদের এ প্রাসাদ ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য কি।"

"এই প্রাসাদ বিদ্রোহিগণের নেতা নানাসাহেবের আবাসস্থান ছিল, ইহার অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট আমাকে হুকুম প্রদান করিয়াছেন।"

"যাঁহারা আপনাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই যেন দোষী, এ জড়পদার্থ অট্টালিকা যে কি দোষ করিয়াছে, তাহা

বুঝিতে পারিলাম না। এ প্রাসাদ রক্ষা করিবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রাসাদটি আমার নিকটে অত্যন্ত পবিত্র স্থান। ইহার সহিত আমার বাল্যকালের মধুর স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। এই সংসারে সমস্ত প্রিয় বস্তুর সহিত এই স্থানেই সম্বন্ধ স্থাপিত ও বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছে। একদিকে মিলনের মধুময় স্মৃতি সকল, অন্যদিকে বিচ্ছেদের বিরাগময় ভাব সামঞ্জস্যীভূত হইয়া এই প্রাসাদ আমার নিকটে অত্যন্ত পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য আমি করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া এ গৃহটি রক্ষা করুন।"

"দুঃখের বিষয়, আমি তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অসমর্থ। তোমার সরল প্রার্থনায় আমার হৃদয় বিচলিত হইলেও কর্তব্যের অনুরোধে আমাকে এ গৃহ ধ্বংস করিতে হইতেছে।"

"আপনার প্রিয়তম কন্যা মেরীর একখানা পত্র আমার নিকটে আছে। আজ তিন বৎসর গত হইল, মেরী এই পত্র আপনাকে দিবার জন্য আমাকে প্রদান করে। তখন দিবার আবশ্যক ছিল না বলিয়া আপনাকে দিই নাই। মেরীর মৃত্যুতে আপনার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, তাহা আমি জানি। তাহার হস্তলিখিত পত্র দেখিলে আপনি যে এখন কষ্ট পাইবেন, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু তাহারই বিশেষ অনুরোধে এই পত্র আজ আপনাকে দিতেছি। বাল্যকালে মেরী ও আমার হৃদয় একসূত্রে গ্রথিত ছিল; সে আমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিত। তখন আপনিও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন ও নিজের কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। সে অনেক দিনের কথা—বোধ হয়, তাহা আপনার স্মরণ নাই।"

সেই বালিকার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অনেকদিনকার স্মৃতিসকল আমার মনে একে একে জাগরূক হইতে লাগিল। তখন বেশ

স্মরণ হইল যে, বিখ্যাত নানা সাহেবের একমাত্র কন্যা ময়না বাইএর সহিত আমার কন্যা মেরীর সৌহার্দ্দ্য ছিল। তখন নানা সাহেবের সহিত বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ মনোমালিন্য হয় নাই। নানার কন্যা ও আমার কন্যা পরস্পরের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত। বস্তুতঃ আমি ময়নাকে মেরীর সমতুল্য দেখিতাম। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, মেরীর মৃত্যু হইয়াছে, এতদিন পরে তাহার পত্র দেখিবার জন্য যথার্থই আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তৎপরে তাহাকে বলিলাম, "এতক্ষণে তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি, তুমি আমার মেরীর সহচরী ময়না, পিতৃগৃহ রক্ষা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতেছ; কিন্তু আমি ইংরাজ-রাজের ভৃত্যমাত্র তাঁহাদের আজ্ঞা কি প্রকারে অবহেলা করিব ? যাহা হউক, তুমি পত্রখানা দাও ; উহাতে কি লিখিত আছে, তাহা দেখিতে আমার হৃদয় বড়ই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।"

অতঃপর ময়না উপর হইতে পত্রখানা নীচে ফেলিয়া দিল। পত্র যে মেরীর লিখিত, তাহা হস্তাক্ষর দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। প্রাণাধিকা মেরীর হস্তাক্ষর বহুদিন পরে দেখিয়া আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পত্রস্থ সমস্ত কথা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্র-য়োজন, তবে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মেরীর বিশেষ অনুরোধ, বিপদের সময়ে আমি যেন ময়নার যথাসাধ্য উপকার করি। মেরীর পত্র পাইয়া আমি উভয়-সঙ্কটে পড়িলাম। একদিকে কর্ত্তব্যের দায়িত্ব, অন্যদিকে স্নেহের অনুরোধ! কি করিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আমার বিলম্ব দেখিয়া এই সময়ে জেনারেল আউট্রাম্ আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম, এবং নানার প্রাসাদ বাঁচাইতে পারা যায় কি না, সে বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

আউটরাম বলিলেন, "গবর্ণর জেনারেলের বিনানুমতিতে এ কার্য্য কথনই হইতে পারে না। সমস্ত ইংরাজের ক্রোধ এখন নানা সাহেবের উপরে। নানার প্রতি কোন প্রকার করুণা প্রকাশ করা এখন আমাদের এক প্রকার অসাধ্য।"

আমি বলিলাম, "লর্ড ক্যানিংকে এই বিষয়ে এক টেলিগ্রাম করা হউক। তিনি কি বলেন, সর্ব্বাগ্রে তাহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।"

"আপনি তাহা করিতে পারেন; কিন্তু নানা সাহেবের কন্যাকে গ্রেপ্তার না করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন না।"

"আমি এই দুইটী কর্ম্মের একটীও করিতে পারিব না। আমি ক্যানিংকে টেলিগ্রাম করিতে চলিলাম। তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, কর।" তৎপরে ময়নাকে আমার অভিমত জানাইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম।

আমার আসিবার পর জেনারেল আউটরাম নানার প্রাসাদ পুনরায় ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন, এবং দরজা ভাঙিয়া ময়নাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ভিতরে বহুসৈন্য লইয়া প্রবেশ করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও ময়নাকে পাইলেন না।

সেইদিন বৈকালে চারিটার সময়ে ক্যানিংএর নিকট হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম আসিল;—"বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদের এই মত যে, এই পৃথিবী হইতে নানার স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে হইবে। অতএব তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে আমি কোন আজ্ঞা দিতে পারিলাম না, সেইজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

সেইক্ষণেই জেনারেল আউটরামের আজ্ঞায় নানার উচ্চ প্রাসাদ একঘণ্টার মধ্যে ভূমিসাৎ হইল। অশ্বারোহণে দূরে দাঁড়াইয়া আমি এই ব্যাপার দেখিলাম। দেখিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলাম না।

(১৮৫৭ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের "টাইম্‌স" হইতে উদ্ধৃত।)

আজ পর্য্যন্ত দুর্দ্দান্ত নানা সাহেব ধরা পড়ে নাই। বড় ক্ষোভের বিষয় যে, ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ধুন্ধুপন্থ নানার উপরে সমগ্র ব্রিটিশ জাতির ভীষণ ক্রোধ জন্মিয়াছে—যতদিন আমাদের দেহে শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন কানপুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে কেহ বিস্মৃত হইবে না। সেদিন হাউস্ অব্ লর্ডের সভায় সার টমাসের এক রিপোর্ট লইয়া মহাহাস্যের রোল উঠিয়াছিল। যে নানা শত শত বৃটিশ-অবলা ও বালিকার প্রাণ হত্যা করিয়া নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, সেই নানার পাপপুরী ধ্বংস না করিতে ও তাহার এক সুন্দরী কন্যার জীবনরক্ষা করিতে মহারাণীর পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ সার টমাস মহোদয় নাকি পার্লামেণ্টে ও মহারাণীর নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। ঘটনা কতদূর সত্য, তাহা জানি না; ইহা যে হের পক্ষে বড়ই কলঙ্কের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরজীবন যুদ্ধে কাটাইয়া অবশেষে বৃদ্ধবয়সে তিনি এক সামান্য মহারাষ্ট্রী বালিকার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন! আমাদের মতে নানার পুত্রকন্যা যে যেখানে আছে, সমস্ত নিহত করা হউক। নানার যে কন্যার সহিত বৃদ্ধ হের প্রেমালাপ হইয়াছিল, তাহাকে অচিরাৎ গ্রেপ্তার করিয়া হের সম্মুখেই ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলান কর্ত্তব্য।

(১৮৫৭ খৃঃ ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখের "হরকরা" হইতে উদ্ধৃত।)

ইউরোপে, কি ভারতবর্ষে যে সকল ডিটেক্‌টিভ আছে, তাহাদের মধ্যে সরদার রামপাল সিং আদর্শস্থানীয়। কার্য্যদক্ষতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় ইহার সমকক্ষ কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একমাত্র ইহারই উদ্যোগে এবারকার বিদ্রোহানল ভীষণাকার ধারণ করিতে পারে নাই। বিগত শিখযুদ্ধে ইনি বৃটিশ-পক্ষ হইয়া স্বয়ং

যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এমন কি, একমাত্র তাঁহারই সাহায্যে সে যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই সরদার রাম-পাল এখন তান্তিয়া, ম্যাকেয়ার, আব্দুল ও নানা সাহেবের অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন। তিনি যে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন, সে বিষয়ে আমা-দের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আজ কয়েক দিবস গত হইল, নানার একমাত্র কন্যা ময়না জেনা-রেল আউটরাম কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। তাহাকে এখন কানপুর জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। অতি শীঘ্রই তাহার বিচার হইবে।

(মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসবেত্তা মহাদেব চিট্‌নিসের "বাখর" হইতে উদ্ধৃত।)

১৮৫৭ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে জ্যোৎস্নালোকে শুভ্রবসনপরিহিতা এক মহারাষ্ট্রীয় বালিকা নানা সাহেবের ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপাকারের উপরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। নিকটেই জেনারেল আউটরামের সৈনিকাবাস, প্রহরিগণ নিশীথ রাত্রিতে সেই বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহার নিকটে গেল। সেই বালিকা কেবল কাঁদিতেছিল, তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। তৎপরে জেনারেল আউটরামের নিকটে সংবাদ গেল। আউটরাম আসিয়া সেই বালিকাকে নানার কন্যা ময়না বলিয়া চিনিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ময়না চতুষ্পার্শ্বে বহুসংখ্যক সৈনিক দেখিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

আউটরাম আসিয়া তাহাকে বলিলেন, "বৃটিশ-রাজাজ্ঞায় আজ তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

ময়না তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিছুক্ষণ সময় দিন, আজ আমি প্রাণ ভরিয়া এখানে একবার কাঁদিয়া লই।"

দুঃখের বিষয়, আউটরাম সেই সরলা বালিকা ময়নার অন্তিম-বাসনা পূর্ণ হইতে দেন নাই। সেই মুহূর্ত্তে ময়নার হাতে হাতকড়া পড়িল এবং কানপুর ফোর্টে নীত হইল। ফোর্টে প্রবেশ করিবার সময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া ময়না তাহার পিতৃভবন শেষবার দেখিয়া লইল।

* * * * *

কল্য কানপুর ফোর্টে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। নানার একমাত্র কন্যা ময়নাকে বধ করা হইয়াছে। ভীষণ অগ্নির মধ্যে শান্ত সরলমূর্ত্তি সেই অনুপমা বালিকাকে দেখিয়া সকলেই দেবীজ্ঞানে তাহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়াছিল।

ময়নার নিকটে তান্তিয়ার কয়েকখানা পত্র পাওয়া গিয়াছিল। পত্রে কি বিষয় লিখিত ছিল, তাহা আমরা জানি না। তবে গবর্ণমেণ্ট নাকি তাহাকে বিদ্রোহিগণের অন্যতম নেতা বলিয়া ঐরূপ কঠোর সাজা দিয়াছেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই ঘটনার দশ মিনিট পরেই লর্ড ক্যানিংএর নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটি সার টমাস হের নিকটে আসিয়া পৌঁছে ;—

"সরদার-রামপাল সিংহের বিশেষ অনুরোধে বিলাতের মন্ত্রীসভার আজ্ঞায় ময়নাকে ক্ষমা করা গেল। সে এখন যে স্থানে খুসী, যাইতে পারে।"

স্বর্ণ ময়নার সুন্দর দেহ ভস্মে পরিণত হইয়াছে। তাহার পবিত্র আত্মা তখন সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ছাড়াইয়া অনন্তের কোলে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। হায়! সরদার রামপালের এ বাসনা আর পূর্ণ হইল না!

ময়না-বধ।

[শোণিত-তর্পণ—২৪২ পৃষ্ঠা।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আবদুল—সন্ন্যাসীবেশে।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

বিঠুরে নানা সাহেবের সহিত আমাদের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। নানা ও ম্যাকেয়ার যেরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। অনেক সময়ে আমাদের জয়ের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে আমরা জয়লাভ করাতে বিদ্রোহিগণ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইলে আমরা তাহাদিগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছিলাম।

ম্যাকেয়ার ও নানার কোন সন্ধান পাইলাম না; বোধ হয়, তাহারা পলায়ন করিয়াছে। আবদুল যে কোথায় লুকাইয়াছে, তাহারও কোন সন্ধান পাই নাই। কয়েক দিবস গত হইল, আমার একজন গুপ্তচরের নিকটে শুনিয়াছিলাম যে, সে পশ্চিমদেশীয় কোন রাজার নিকট হইতে কয়েক শত সৈন্য সাহায্য পাইয়া বিঠুরে উপস্থিত হইয়াছে। তাহা শুনিয়াই আমি লছমনকে ছদ্ম-সিপাহীবেশে তাহার অনুসরণ করিতে পাঠাইয়াছি; কিন্তু লছমনের এখনও কোন সংবাদ পাই নাই।

নানা সাহেব, ম্যাকেয়ার ও আবদুল, এই তিনজনের উপরেই ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ক্রোধ। তাহাদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে অনেক আয়োজন হইতেছে; কিন্তু বলা বাহুল্য, তাহাদের ধরা দিন-দিনই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। আমিও তাহাদিগের

অনুসরণ করিবার জন্য অনেক চর চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারও নিকট হইতে কোন সংবাদ এখনও পাই নাই।

আজ ২২শে আগষ্ট। অদ্য লর্ড ক্যানিংএর নিকট হইতে তার-যোগে সংবাদ পাইলাম যে, নানা সাহেব, ম্যাকেয়ার, আব্দুল এবং তাহাদের দলের অন্যান্য লোককে যে ধৃত করিয়া দিতে পারিবে, বিলাতের মন্ত্রিসভা তাহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যাহাতে ইহারা শীঘ্রই গ্রেপ্তার হয়, সেরূপ চেষ্টা করিতে লর্ড ক্যানিং আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। পুরস্কারের লোভে কিম্বা যশোলাভের আশায় আমি ম্যাকেয়ার প্রভৃতিকে ধরিবার জন্য যে ব্রতী হইয়াছি, তাহা কখনই নহে। হেলেনার হত্যার প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে সর্ব্বদা জাগ্রত রহিয়াছে। যেদিন আমি এই ভীষণ হত্যার প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হইব, সেই-দিনেই আমার এক পবিত্র ব্রতের উদযাপন হইল, মনে করিব। রোজের নয়নাশ্রু আজ পর্য্যন্ত শুষ্ক হয় নাই। তাহার বিষাদমাখা মুখ দেখিলেই হেলেনার স্মৃতি আমার মনে উদিত হয় এবং সেই মুহূর্ত্তে তাহার হন্তারকের প্রতিশোধ লইবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

২৮শে আগষ্ট। অদ্য বৈকালে জেনারেল লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়ে একজন অপরিচিত লোক আমার হাতে এক-খানা পত্র দিল। পত্রখানা খুলিয়া দেখিলাম, তাহা লছমনপ্রসাদ কর্ত্তৃক লিখিত। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম, সে লছমনপ্রসাদ কর্ত্তৃক নিয়োজিত একজন গুপ্তচর। তাড়াতাড়ি গৃহে প্রবেশ করিয়া পত্র পাঠ করিলাম। তাহাতে লেখা রহিয়াছে;—

"আব্দুলের সন্ধান পাইয়াছি। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়া এক হিন্দু-সন্ন্যাসী সাজিয়াছে। সঙ্গে আর দশজন অনুচর আছে।

সকলেরই এক বেশ। তাহাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাহারা দ্বারিকা হইতে কাশী ও জগন্নাথ তীর্থ দর্শন করিবার জন্য যাইতেছে। আজ তাহারা কানপুরে প্রবেশ করিবে। অদ্য রাত্রিতে তাহারা সম্ভবতঃ ভৈরব-মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আপনি অদ্য সেই স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

পত্র পাঠ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, ছদ্মবেশে ভৈরব-মঠের দিকে অগ্রসর হইলাম। লছমনপ্রসাদের প্রেরিত লোককে আমার ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিলাম।

ভৈরব-মঠ কানপুর হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে, একটি সামান্য অরণ্যের মধ্যে স্থিত। অনেক হিন্দু-সন্ন্যাসী সর্ব্বদা এই মঠে বাস করিয়া থাকে। যখন আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম, তখন মঠের পূজা শেষ হয় নাই। সন্ন্যাসীরা মঠের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমিও বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে বাহির হইয়াছিলাম। তাহাদের সহিত সহজেই মিশিলাম, কেহই আমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিল না। প্রথমেই লছমনপ্রসাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। আমার প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, লছমন যখন ছদ্মবেশধারী সন্ন্যাসীদের পিছু লইয়াছে, তখন অবশ্যই সে-ও সন্ন্যাসীর বেশ পরিধান করিয়াছে। পরে, আমার ধারণাই সত্য হইল। তাহাকে চিনিয়া লইতে আমায় কোন কষ্ট পাইতে হইল না। কারণ আমাদিগের পরস্পরকে জানিবার এক বিশেষ সঙ্কেত ছিল। আমরা যে কোন ছদ্মবেশে থাকিতাম না কেন, এই সঙ্কেত দ্বারা পরস্পরকে অতি সহজে চিনিতে পারিতাম। যাহা হউক, সে আমাকে দেখিবামাত্র আমার হাত ধরিয়া একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিল, "আব্দুল ও তাহার অনুচরগণ নিকটস্থ এক গাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছে। আজ সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাহাদের সংখ্যা

নয়জন মাত্র ছিল, এখানে পৌঁছিলে আর দশজন তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। সকলেরই সন্ন্যাসীর বেশ। আমার বিবেচনায় আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া তাহাদের সকলকে এখনই গ্রেপ্তার করা উচিত।"

"আমার মতে তাহা না করিয়া ইহাদের পিছু লওয়া যাক্। এখন কিছু গোল না করিয়া ইহাদের অনুসরণ করিলে ম্যাকেয়ার ও নানা কোথায় অবস্থান করিতেছে, হয় ত তাহা জানিতে পারিব। ইহাদের এখানে আসার অবশ্যই কোন অভিসন্ধি আছে।"

"তাহাই করা যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আপনিও এখানে অবস্থান করুন, আমি আর আপনি দুজনেই ইহাদের অনুসরণ করিব।"

আমি লছমনের কথানুযায়ী সেইস্থানে রহিলাম। আবদুল ও তাহার অনুচরগণ যে স্থানে শুইয়াছিল, তাহাদের কিছু দূরে একটা বৃক্ষের নিম্নে আমরাও শয়ন করিলাম। কেহই নিদ্রিত হইলাম না। নিদ্রার ভাণ করিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

রাত্রি বারটার পর সেই দল হইতে তিনজন সন্ন্যাসী নিঃশব্দে সেই অরণ্য হইতে বাহির হইল। লছমনকে সেইস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম। তাহারা কানপুর সহরে প্রবেশ করিল। সহরের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা কি সঙ্কেত করিল। কিছুক্ষণ পরে সেই অট্টালিকার বৃহৎ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল এবং ভিতর হইতে কয়েকজন লোক বাহির হইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে কি কথা-বার্ত্তা হইল, আমি ভাল করিয়া তাহা শুনিতে পাইলাম না। তৎপরে

সকলেই সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমিও সেই অট্টালিকার সম্মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবার পর পূর্ব্বোক্ত তিনজন সন্ন্যাসী ও আর কয়েকজন লোক সেই অট্টালিকা হইতে বাহির হইল। অন্ধকারে তাহাদের অবয়ব ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। তাহারা রাজ-পথ ছাড়িয়া সেই অট্টালিকার পূর্ব্বদিক্‌কার এক মাঠ দিয়া অগ্রসর হইল। রাত্রি তখন ঘনঘোর অন্ধকারময়। আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড সকল ছাইয়া পড়িয়াছে। সেই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ভেদ করিয়া দৃষ্টি সঞ্চালন করা মনুষ্যের অসাধ্য। আমি কেবলমাত্র শত্রুগণের পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া অতি সতর্কে, সন্তর্পণে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নানার সঙ্কেত শব্দ—আবেস্তা।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

রাত্রি প্রায় দুইটা। অতি দ্রুতবেগে চলিয়াছি। মাঠ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অদূরে একটা গ্রাম বলিয়া বোধ হইল, কারণ দুই-একজন লোকের গলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। মাথার কম্বলের ভিতরে যে পিস্তল ছিল, তাহা হাতে লইলাম। কিছুক্ষণ পরে আমরা গ্রামের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

শত্রুগণ গ্রাম পার হইয়া পুনরায় একটা মাঠে আসিয়া পড়িল। এই স্থানে তাহারা হঠাৎ কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল, তাহা ঠিক করিতে একটু মুস্কিলে পড়িলাম।

হঠাৎ আমার সম্মুখকার মাঠে একটা আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে একটা বন্দুকের শব্দ হইল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য একটা গাছের পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। ঠিক সেই সময়ে গ্রাম হইতে কয়েক-জন লোক মৃদুস্বরে কথা বলিতে বলিতে সেই গাছের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল ;—

প্রথম। বন্দুকের শব্দ কোন্ দিকে শুনিলে ?

দ্বিতীয়। ঠিক মাঠের দিকে।

তৃতীয়। যদি তাহারা না হয়, তাহা হইলে আমাদের বিপদে পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয়। কখনই না, ইহারা নিশ্চয়ই ম্যাকেয়ারের দল। অত্য রাত্রিতে তাহাদের আসিবার কথা আছে। নানা সাহেবের পত্র আজই আমি পাইয়াছি।

প্রথম। আস্তে কথা বল। ইংরাজের চর আমাদের অনুসরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

কথা বলিতে বলিতে তাহারা দূরে চলিয়া গেল, অতএব তাহাদের কথা আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। বৃক্ষপার্শ্ব হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। সেই কয়েক ব্যক্তি কিছুদূরে গিয়া এক গাছের তলায় দাঁড়াইল। সে গাছের তলায় আর কেহ ছিল না। আমি অতি সন্তর্পণে এক ঝোপের পার্শ্বে বসিলাম।

অল্পক্ষণ পরে তাহাদের মধ্যে একজন শিশ দিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দশ মিনিট এইরূপ করিল, কিন্তু তাহার কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল—কেহ আসিল না, বা কোথা হইতে কোন শব্দও শুনা গেল না। ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তাহারা গাছের তলায় বসিয়া রহিয়াছে। আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। অতঃপর একটু দূরে আবার শিশ শুনা গেল। বুঝিলাম, ম্যাকেয়ারের দল আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। গলার শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম, একজন আব্দুল। ম্যাকেয়ারের কোন সাড়া-শব্দ পাইলাম না।

একজন বলিল, "ব্যাপার কি? অনেকক্ষণ তোমাদের জন্য এখানে আমরা অপেক্ষা করিতেছি।"

আব্দুল। আমি নানার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। তাঁহারও এই সময়ে এখানে আসিবার কথা ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি তিনি স্বয়ং আসিতে না পারেন, তাহা হইলে একজন বিশ্বস্ত চর

পাঠাইয়া দিবেন। তাহাকেই ম্যাকেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে হইবে। সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে এখান হইতে মুঙ্গেরে লইয়া যাইবে।

প্রথম। আমাদের দশা কি হইবে? প্রত্যহ ইংরাজের গুপ্তচর সকল আমাদের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, কোন্‌দিন ধরা পড়িয়া প্রাণটী যাইবে, তাহার ঠিক নাই। প্রত্যহ আমরা ম্যাকেয়ারের অপেক্ষা করিতেছি। আজ যদি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তাহা হইলে আমরা আর অপেক্ষা করিতে পারিব না। আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িব।

আব্‌দুল। তোমাদের অপেক্ষা ফিরিঙ্গীর রাগ আমার উপরেই অধিক। আমাকে ধরিবার জন্য প্রত্যহ সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হইতেছে। দুষ্ট রামপাল নানা ফন্দি করিয়া আমাকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছে। ম্যাকেয়ারের জন্য আমিও আজ পর্য্যন্ত নানা বেশে এ স্থানে লুকাইয়া বেড়াইতেছি। আজ তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া ঝান্সী যাইব।

প্রথম। তোমরা যেখানে খুসী যাও, আমরা প্রাণটা লইয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচি। আচ্ছা, আজ নানার নিকট হইতে যদি কোন চর আসে, তাহা হইলে তাহাকে চিনিবার কি উপায়?

আব্‌দুল। নানা লিখিয়াছেন, যে আসিবে, তাহাকে আমার সঙ্কেত বাক্য জিজ্ঞাসা করিবে। যদি সে "আবেস্তা" এই কথা উচ্চারণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, সে আমারই প্রেরিত ব্যক্তি।"

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। এতদিন পরে হয় ত ম্যাকেয়ারকে ধরিতে পারিব। এইরূপ আশায় হৃদয় নাচিয়া উঠিল। অতঃপর আমি ঝোপের পাশ হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইলাম।

তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না। সেই মুহূর্ত্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিবামাত্র আব্দুল একলাফে আমার সম্মুখে আসিয়া মস্তকের নিকটে পিস্তল উঠাইয়া ধরিল। আমি তাহাতে ভীত না হইয়া বলিলাম, "ব্যস্ত হইবেন না, আমি নানা সাহেবের নিকট হইতে আসিয়াছি।"

"পাষণ্ড! তাহা কখনই না, তুই ইংরেজের গুপ্তচর।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনি কি পাগল হইয়াছেন, আমি নানা সাহেবেরই লোক। ম্যাকেয়ারকে লইবার জন্য আসিয়াছি। নানা সাহেব তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, ত্বরায় আমাকে ম্যাকেয়ার সাহেবের নিকটে লইয়া চলুন।"

"আচ্ছা; তুই যদি নানা সাহেবের লোক, তাঁহার সাঙ্কেতিক বাক্য কি বল্।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আবেস্তা।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমার সম্মুখে—বিখ্যাত ফরাসী দস্যু রবার্ট ম্যাকেয়ার।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

আমার মুখে "আবেস্তা" এই বাক্য শুনিয়া আব্দুলের ক্রোধান্বিত মুখ শান্তভাব ধারণ করিল। সে কিছু আশ্বস্ত হইয়া আমাকে গাছের তলায় লইয়া গেল। সে স্থানে আর আর যাহারা ছিল, তাহারা আমাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

আমি হাসিতে হাসিতে আব্দুলকে বলিলাম, "আজ যদি নানা সাহেব আমাকে এই বাক্যটী না শিখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তোমাদের মতন বীরদের হাতে এ গরীবের প্রাণটি গিয়াছিল আর কি; এখন আর দেরী করিয়া কাজ নাই, নানা সাহেবের হুকুম মত আমাকে শীঘ্র ম্যাকেয়ারের নিকটে লইয়া চল। নানা, ম্যাকেয়ারের জন্য এতদিন কোথাও পলাইতে পারিতেছেন না। যাহাতে ম্যাকেয়ার শত্রুহস্তে না পড়িয়া, জীবন লইয়া এদেশ হইতে পলাইতে পারেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। এ বিষয়ে তিনিও নানারূপ ফন্দি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।"

আব্দুল। এখন আর তোমার উপরে আমার কোন সন্দেহ নাই। চল, তোমাকে ম্যাকেয়ারের নিকটে লইয়া যাইতেছি; কিন্তু এক কথা জিজ্ঞাসা করি, ম্যাকেয়ার এবং তোমার সহিত আর কাহাকেও কি নানা সাহেবের নিকটে পাঠাইতে পারি?

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, "যদি ম্যাকেয়ারের সহিত কেহ আমার সঙ্গে যায়, তাহা হইলে ম্যাকেয়ারকে গ্রেপ্তার করিবার সময় কোন

প্রকার ব্যাঘাত হইতে পারে, অতএব আমার সহিত ম্যাকেয়ার ব্যতীত আর কেহ যাহাতে না যায়, সে বিষয়ে প্রথম হইতে সতর্ক থাকা ভাল।" আমি আব্দুলকে বলিলাম, "নানা সাহেবের হুকুম কেবলমাত্র ম্যাকেয়ারকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে, অন্য কাহাকেও লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাকে কিছু বলেন নাই। অতএব অন্য কাহাকেও আমি লইয়া যাইতে পারি না। তিনি এই বিষয় অতি সঙ্গোপনে ও বিশেষ সতর্কতার সহিত সংসাধন করিতে বলিয়াছেন; তাহা হইলেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, অন্য কাহাকেও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করা তাঁহার অভিমত নহে।"

আব্দুল। আচ্ছা, তাহাই হইবে। অন্য কেহ না গিয়া যদি আমিই ম্যাকেয়ারের সহিত যাই, তাহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

আমি ভাবিয়া দেখিলাম, একাকী ম্যাকেয়ারকে আয়ত্ত করাই কঠিন ব্যাপার, তাহাতে আব্দুলের ন্যায় একজন বলিষ্ঠ ও কৌশলী সয়তান তাহার সঙ্গে থাকিলে একার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হইবে না। অতএব আব্দুলও আমার সঙ্গে যাইতে না পারে, সে বিষয় চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু যদি আমি আব্দুলকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অসম্মত হই, তাহা হইলে আমার প্রতি সে হয় ত সন্দিগ্ধ হইতে পারে। এদিকে দেরী করিলে; সম্ভবতঃ নানা সাহেবের প্রেরিত প্রকৃত লোক আসিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই সকল ভাবিয়া আব্দুলকে বলিলাম, "তুমি ম্যাকেয়ারের বিশ্বস্ত লোক, তাহা নানা সাহেব আমাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিয়াছেন। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে যাওয়াই ঠিক কর, তাহা হইলে আমি এখানে আর দেরী না করিয়া নানাকে এ বিষয় সংবাদ দিই গে। তুমি যত শীঘ্র পার, ম্যাকেয়ারকে লইয়া তাঁহার নিকটে এস।"

বলা বাহুল্য, শেষোক্ত বাক্যটি আব্দুলের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই আমি বলিয়াছিলাম। আমার এই কথা শুনিয়া আব্দুলের মনে যে একটু সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও দূর হইল। সে বলিল, "আচ্ছা, আমারও যাওয়ার আবশ্যক নাই।"

এই সময়ে যে সকল লোকেরা আমাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন আব্দুলকে ইসারা দ্বারা একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া কি বলিল। আব্দুল ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার উপরে আমার আর কোন সন্দেহ নাই, তবে তোমার নামটা শুনিতে পারি কি ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "তাহাতে আপত্তি কি, আমার নাম সদাশিব রাও, নানা সাহেব সম্পর্কে আমার মামা হন, এবং সর্ব্ব কর্ম্মে আমি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।"

অতঃপর আব্দুল আর আমাকে কিছু না বলিয়া তাহার সঙ্গীদের বলিল, "তোমরা এখন আমার সঙ্গে ম্যাকেয়ারের নিকটে এস, তাঁহার দ্বারা তোমাদের বিষয় নানা সাহেবকে অদ্যই জানাইব, কল্য হয় ত সদাশিবই ইহার প্রত্যুত্তর আনিয়া দিবেন, তখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, করিও।"

এই কথা বলিয়া আব্দুল আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। আমি ও অন্য লোকেরা তাহার অনুসরণ করিয়া চলিলাম।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল। একটা সামান্য জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম। তখন রাত্রি প্রায় তিনটা। জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াই আব্দুল আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, "এইখানে আমি আপনার প্রতি একটু কঠোর ব্যবহার করিব, আপনি কিছু মনে করিবেন না।"

আমি একটু বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপ কঠোর ব্যবহার করিতে চান ?"

"আমাদের নিয়মমত আপনার চক্ষু বাঁধিয়া আমাদের গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইব। এই কার্য্য একটু কঠোর হইলেও আমি করিতে বাধ্য, কারণ ম্যাকেয়ারের এইরূপ আদেশ আছে।"

"তাহাতে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই। তবে আমি প্রথমে জানিতে চাহি, এখনও আমার উপরে আপনার কোন সন্দেহ আছে কি না? যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে আমি নানা সাহেবের নিকটে ফিরিয়া যাইতেছি।"

"অবিশ্বাস আর কিছুই নাই, তবে আমাকে ম্যাকেয়ারের আজ্ঞা-মত কার্য্য করিতে হইবে। ইহাতে অন্যথা করিলে চলিবে না। এবং আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, নানা সাহেব ইহাতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

আমি সাহসে ভর করিয়া তাহার কথামত কার্য্য করিতে সম্মত হইলাম। অতঃপর আব্দুল বস্ত্রদ্বারা আমার চক্ষু বন্ধন করিল। প্রায় বিশ মিনিট এইরূপ অবস্থায় আব্দুল আমার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া, একস্থানে আমার চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া দিল। চাহিয়া দেখিলাম, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটা সামান্য কুটীর। আব্দুল ধীরে ধীরে সেই কুটীরের দরজায় আঘাত করিল।

ভিতর হইতে শব্দ আসিল, "কেও ?"

আব্দুল বলিল, "দরজা খুলুন, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই সামান্য কুটীরের ক্ষুদ্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি দ্বার খুলিল, সে ম্যাকেয়ার নহে।

আমরা সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এক ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে

একটী সামান্য প্রদীপ জ্বলিতেছে, সম্মুখে এক সামান্য চারপাইয়ের উপরে বিখ্যাত ফরাসী দস্যু ম্যাকেয়ার উপবিষ্ট রহিয়াছে।

আব্দুল ম্যাকেয়ারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নানা সাহেবের নিকট হইতে এই দূত আসিয়াছেন। ইঁহার নাম সদাশিব রাও, সম্পর্কে তাঁহার ভাগিনেয়। আমাদের সাঙ্কেতিক বাক্যও ইনি বলিয়াছেন। অতএব ইঁহার উপরে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। নানার হুকুমমত এইমাত্র আপনাকে ইঁহার সহিত তাঁহার নিকটে যাইতে হইবে। বিলম্ব হইলে নানারূপ বিপদের সম্ভাবনা।"

আব্দুলের কথা শুনিয়া ম্যাকেয়ার আমাকে তাহার সম্মুখে উপবেশন করিতে বলিল।

ঠিক এই সময়ে অন্যদিক হইতে একজন আমার জানিত এক সঙ্কেত করিল, আমি তখনই বুঝিলাম, সে লছমন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ম্যাকেয়ার সদলে ধরা পড়িল।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

আর কালবিলম্ব না করিয়া আমি লছমনপ্রসাদকে ইসারা দ্বারা জানাই-লাম, "শীঘ্র কার্য্য শেষ কর। আর বিলম্বে আবশ্যক নাই।"

আমার ইঙ্গিতের ভাব বুঝিতে পারিয়া লছমনপ্রসাদ বাহিরে চলিয়া গেল। ম্যাকেয়ার আমার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তৎ-পরে আমাকে বসিতে বলিল। আমি সেই স্থানে উপবেশন করিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি আমার লোকজনের অপেক্ষা করিতেছিলাম। শীকার ফাঁদে পড়িয়া অনেকবার পলাইয়াছে। এবারও যদি ম্যাকে-য়ারকে ধরিতে অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম পণ্ড হইবে এবং সুযশেও কলঙ্ক পড়িবে।

এই সময়ে রবার্ট ম্যাকেয়ার আবদুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আব্দুল! এ লোকটা সমস্ত কথা ত ঠিক বলিল, কিন্তু তবুও আমার কেমন ইহার উপরে সন্দেহ হইতেছে। তোমার কি মনে হয়?"

"শত্রুরা যখন প্রাণপণে আমাদের ধরিবার জন্য পিছু লাগিয়াছে, তখন এখানে যদি অপরিচিত কেহ আসে, তাহার উপরে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।"

"আমাদের সন্দেহ সত্য কি মিথ্যা—আর একবার ভালরূপে দেখিতে পার?"

আমি মহা সঙ্কটে পড়িলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে লছমনপ্রসাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহার উপরে আমার বড়ই ক্রোধ হইতে লাগিল —কেন সে এত দেরী করিতেছে? এই সময়ে আব্দুল আসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিল।

আমি একটু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলাম, "যদি এখনও আমার প্রতি বিশ্বাস না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলুন, আমি চলিয়া যাই।"

ম্যাকেয়ার বলিল, "তোমাকে পরীক্ষা না করিয়া আমরা ছাড়িতে পারিতেছি না। তোমার গলার আওয়াজটা আমার পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে, যেন কোথাও শুনিয়াছি। তোমাকে সহজেই বিশ্বাস করা হইবে না, ভাল করিয়া পরীক্ষা করিব।"

"আমি আপনাদের চিহ্নিত কথা বলিলাম, উহা আপনাদের দলের লোক ব্যতীত আর কেহ জানে না। তাহাতেও কি বিশ্বাস হইল না?"

"তুমি যদি একজন ধড়ীবাজ গোয়েন্দা হও, তাহা হইলে সেটা জানা তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে।"

তৎপরে ম্যাকেয়ার, আব্দুলকে বলিল, "সর্ব্বাগ্রে ইহার দাড়ী ও চুল টানিয়া দেখ, উহা কৃত্রিম কি না। তৎপরে ইহার সমস্ত গাত্র জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া দেখ, গায়ে কোনরূপ রং দিয়াছে কি না।"

গা ধুইবে শুনিয়া আমি শঙ্কিত হইলাম। কারণ প্রকৃত রংটা বাহির হইয়া পড়িলেই আমি ধরা পড়িব। শঙ্কার আর এক বিশেষ কারণ—তখনও আমার লোকজন কেহই আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

ম্যাকেয়ারের কথানুযায়ী আব্দুল আমার দাড়ী ও চুল ধরিয়া, জোরে টানিয়া দেখিল, সৌভাগ্যের বিষয়, দাড়ী শক্তরূপে বাঁধা ছিল, খসিয়া পড়িল না। আব্দুল দাড়ীর মধ্যে কিছু কৃত্রিমতা দেখিতে পাইল না। সেই সময়ে আমার মনে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল—

অনেকবার আমার মনে হইতেছিল যে, এক গুলির দ্বারা এই দুরাত্মার মস্তক এই মুহূর্ত্তে উড়াইয়া দিই; কিন্তু তখনও লছমনপ্রসাদ বা আমার লোকজন কেহই আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। অতএব ক্রোধ সংযত করিয়া নিঃশব্দে এই সকল লাঞ্ছনা সহ্য করিলাম।

আব্দুল বলিল, "হুজুর! দাড়ী ও চুলের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নাই। এবার গায়ের রংটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।"

আমি এবার মহা মুস্কিলে পড়িলাম। এখনও লছমনপ্রসাদ আসিল না। আব্দুল জল লইয়া আসিল। এই সময়ে সহসা একটা কথা হঠাৎ আমার মনে পড়িল। লছমনপ্রসাদের সহিত সর্ব্বদা আমার এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, যখন আমার কোন প্রকার সাহায্যের আবশ্যক হইবে, তখন আমি তাহাকে শিশ দিয়া ইঙ্গিত করিব। আজ পর্য্যন্ত আমি এই উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলাম। আমার বোধ হইল, নিশ্চয়ই লছমন অন্যান্য লোকজন সহ এইরূপ ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে। সেই মুহূর্ত্তেই মুখে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া শিশ দিলাম, শিশ শুনিবামাত্র রবার্ট ম্যাকেয়ার চকিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমার মস্তকের দিকে পিস্তল লক্ষ্য করিল। আব্দুল জলপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে আমার গ্রীবাদেশ সজোরে চাপিয়া ধরিল। তাহাকে অধিকক্ষণ সেরূপভাবে থাকিতে হইল না, পরমুহূর্ত্তে আমি তাহাকে তৃণবৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ক্ষুধিত শার্দ্দূলবৎ নিমিষে ম্যাকেয়ারের উপরে লাফাইয়া পড়িলাম। এই সকল কার্য্য এত অল্প সময়ের মধ্যে ও ক্ষিপ্রতাসহকারে সম্পন্ন করিলাম যে, দুষ্টমতি ম্যাকেয়ারের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ঘরের প্রাচীরে গিয়া বিদ্ধ হইল। দ্বিতীয়বার আর তাহাকে গুলি নিক্ষেপ করিতে হইল না, এক চপেটাঘাতেই তাহাকে ধরাশায়ী করিলাম। সে অচেতন হইয়া পড়িল।

আমার এই কার্য্য সমাধান হইবার পূর্ব্বে লছমন ও আমার অন্যান্য লোকজন আসিয়া আব্‌দুল ও তাহার সহকারী অন্যান্য লোকদিগকে পিঠমোড়া দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। পরমুহূর্ত্তেই ম্যাকেয়ারকেও আমি সেইরূপ অবস্থাপন্ন করিলাম।

ম্যাকেয়ার পূর্ব্বে আমার চোখে ধূলা দিয়া অনেকবার পলাইয়াছিল। এখন আর সে পথ যাহাতে অবলম্বন করিতে না পারে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইলাম। তাহার পকেট অন্বেষণ করিয়া একখানা পত্র, একটা বিষের শিশি, আর একটা রিভল্‌ভার পাইলাম।

শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ম্যাকেয়ার বলিল, "আমি যা অনুমান করিয়াছিলাম, তাহাই হইল।"

আমি বলিলাম, "ম্যাকেয়ার! আর পলাইবার অভিপ্রায় আছে কি?"

"আর পলাইয়া কি করিব? পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই। হৃদয়ে যে ভীষণ অনুতাপানল সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, তাহা কোথায় নির্ব্বাপিত হইবে?"

"পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

"ভীষণ পাপের ক্ষমা নাই, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

যে আজীবন পাপাচরণে রত ছিল, পাপকার্য্য যাহার জীবনের মহাব্রত ছিল, যে তাহাতে সুখানুভব করিত, পাপানুষ্ঠান করিতে করিতে যাহার হৃদয় প্রস্তরাপেক্ষা কঠিন হইয়াছিল, হেলেনার ন্যায় স্বর্গীয় কুসুমকে নির্ম্মমরূপে হত্যা করিতে যাহার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হয় নাই, আজ কি জানি কেন, তাহার চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল!!

আজ পাষাণের বাঁধ টুটিয়া ম্যাকেয়ারের হৃদয় প্লাবিত করিয়াছে। হৃদয়ের যে তন্ত্রীতে আঘাত লাগিলে জগতের মহা মহা পাপীর হৃদয় অনুতাপের ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, ম্যাকেয়ারের হৃদয়ের সেই তন্ত্রীতে আজ কে আঘাত করিয়াছে!!

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের জন্য অনুতাপ।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

কানপুরের সেণ্ট্রাল জেলে ফরাসী দেশস্থ ভীষণ দস্যু রবার্ট ম্যাকেয়ার লৌহনিগড় দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আব্দুল ও তাঁহার সহচরগণ, সেই জেলে অন্য কক্ষে আবদ্ধ। কানপুরে ইহা লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়াছে। সেইদিনেই লর্ড ক্যানিংএর নিকট হইতে তারযোগে নিম্নলিখিত সংবাদ পাইলাম ;—

"আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আপনি ব্রিটিশ রাজ্যকে অনেকটা রক্ষা করিলেন। হিন্দুদের সহিত ফরাসীদের সংযোগ হইলে বিষম বিভ্রাট বাধিবার সম্ভাবনা ছিল। এই সংবাদ আজই আমি গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরণ করিলাম। তান্তিয়া টোপীর প্রতি আপনি সর্ব্বদা বিশেষ নজর রাখিবেন। তাহাকে আমরা ম্যাকেয়ার অপেক্ষা আরও বেশী ভয় করি।"

সিপাহী-বিদ্রোহের প্রকোপ কানপুর অঞ্চলে অনেকটা কমিয়াছে। চারিদিকে কতকটা শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। তান্তিয়া টোপী মধ্য-প্রদেশে গিয়া মহা যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন, প্রত্যহই সে সংবাদ আমার নিকটে আসিয়া পৌছিতেছে ; কিন্তু রবার্ট ম্যাকেয়ারের জীবনাভিনয়ের শেষ পটক্ষেপণ না দেখিয়া অন্য বিষয়ে আমি কখনই হস্তার্পণ করিতে পারিতেছি না।

আজ গর্ডন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি পাগলাগারদ হইতে আসিয়া গৃহে বাস করিতেছেন। তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃত অবস্থা অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে। আমাকে দেখিবাই তিনি প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া নিকটে বসাইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আপনি কেমন বোধ করিতেছেন ?"

গর্ডন বলিলেন, "অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছি।"

"ম্যাক্রেয়ার ধরা পড়িয়াছে, তাহা শুনিয়াছেন কি ?"

"হাঁ, রোজের মুখে আজ তাহা শুনিলাম।"

এই সময়ে গর্ডনের মুখের উপরে কেমন একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পতিত হইল। আমি তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "ম্যাকেয়ারের নিজকৃত পাপের জন্য তাহার হৃদয়ে মহা অনু-তাপ আসিয়াছে।"

"কি তাহার হৃদয়ে অনুতাপ ?"

"বস্তুতঃই তাহার হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়াছে।"

"আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, ঈশ্বর কখন কাহার হৃদয়ে কি কাণ্ড করিয়া বসেন, কে বলিতে পারে ?"

"তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার কোন সুবিধা হইতে পারে কি ?"

"আপনি কি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন ?"

"হাঁ, আমার আন্তরিক ইচ্ছা তাই বটে।"

"তাহা হইলে আজই বৈকালে আপনাকে তাহার নিকটে লইয়া যাইব।"

এই বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। নীচে রোজের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

রোজ বলিল, "দোষীকে ক্ষমা করাই দেবত্ব। ম্যাকেয়ারের যাহাতে ফাঁসী না হয়, সে বিষয়ে আপনাকে চেষ্টা করিতে হইবে।"

"সে ত বিচারকের হাতে।"

"বিচারক জজ হামিল্টনের সহিত আমাদের বিশেষ আলাপ আছে, আমি তাঁহার পা ধরিয়া ম্যাকেয়ারের প্রাণভিক্ষা চাহিব। এখন ম্যাকেয়ারকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করিলেই যথেষ্ট তাহার দণ্ড হইবে। তার পর শেষ বিচারের দিনে তাহার যা উপযুক্ত দণ্ড, তাহার বিধান স্বয়ং ঈশ্বরই করিবেন।"

"তোমার পিতা আজ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আজ বৈকালে আমি তাঁহাকে সেণ্ট্রাল জেলে ম্যাকেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লইয়া যাইব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি।"

"তিনি যখন ম্যাকেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করাই ভাল। ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন, যতদূর পারা যায়, তাহা করিতে দেওয়াই উচিত, নচেৎ উঁহার মস্তিষ্ক পুনরায় বিকৃত ভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা।"

"আমার একটা ভয় হইতেছে যে, ম্যাকেয়ারকে দেখিয়া যদি তাঁহার পূর্ব্বকথা সকল স্মরণ হয়, তাহা হইলে পীড়া বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।"

"আমি এখনই এ বিষয়ে ডাক্তারের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেছি। তিনি যাহা বলেন, তাহা আপনাকে জানাইব।"

"আমিও আমাদের রেসিডেন্টের ডাক্তারের অভিমত জিজ্ঞাসা করিব। সার্জ্জন ষ্টিফেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, তিনি কোথায়?"

"তিনি জর্জ্জ হামিল্টনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।"

অতঃপর আমি রোজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম।

বেলা তিনটার সময়ে রেসিডেণ্টের ডাক্তার জোসেফ ফাউলারের নিকটে গিয়া গর্ডনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "উভয় দিকেই সঙ্কট আছে। যদি ম্যাকেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ না করান যায়, তাহাতেও বিপদের আশঙ্কা আছে, আর এই সাক্ষাতে যদি পূর্ব্বস্মৃতি সকল গর্ডনের মনে উদিত হয়, তাহাতেও কুফল ফলিতে পারে।"

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর গর্ডনকে ম্যাকেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলাম।

বেলা চারিটার সময়ে আমি গৃহে ফিরিলাম। সেখানে রোজের এক পত্র পাইলাম। সে পত্রেতে তাহাদের পারিবারিক ডাক্তারের অভিমত জানাইয়াছে। তিনি অনেক চিন্তার পর যাওয়াই অনুমোদন করিয়াছেন।

আমি গাড়ী করিয়া গর্ডনের বাড়ীতে রওয়ানা হইলাম। সেখানে সকলেই প্রস্তুত ছিলেন; বিলম্ব হইল না; গর্ডন, ষ্টিফেন, রোজ ও আমি সকলেই সেণ্ট্রাল জেলে রবার্ট ম্যাকেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম।

আমরা সকলে জেলের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। তিনি প্রবেশের অনুমতি দিলেন; জেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বোধ হইল, যেন আমরা অন্য এক অভিনব জগতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কত শত অপরাধী দণ্ডের বোঝা মস্তকে লইয়া কঠিন পরিশ্রমে ব্যস্ত রহিয়াছে। যে কেহ একটু বিশ্রাম করিবার জন্য কাতরনয়নে প্রহরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, সে অমনি তাহার প্রতিফল স্বরূপ সজোরে বেত্রাঘাত খাইতেছে।

গর্ডন এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমাকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামপাল! ম্যাকেয়ারও কি এইরূপ নির্মমভাবে বেত্রাঘাত খাইতেছে?"

"না, তাহার এখনও বিচার হয় নাই; কোনরূপ দণ্ডবিধান না হইলে তাহার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার হইতে পারে না।"

তৎপরে আমরা ম্যাকেয়ার যে গৃহে আবদ্ধ ছিল, সেই গৃহের নিকটে উপস্থিত হইলাম। এই গৃহ, জেলের এক নিভৃত স্থানে সংস্থাপিত। প্রহরী কিম্বা অন্য কোন লোক সেখানে যাইতে পারে না।

আমরা সেই নিভৃত কারাগৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া গৃহাভ্যন্তরে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইলাম। দেখিলাম, যে কঠিন হৃদয় আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের মধুর আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় নাই, সর্ব্বদা পাপে রত থাকিয়াই আনন্দ লাভ করিত, যে পাপ কলুষিত আত্মা পাপের অতল পঙ্কিলে এতদিন নিমজ্জিত ছিল, কি জানি কেন, আজ তাহাতে কি এক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আজ নরপিশাচ ম্যাকেয়ার, হৃদয়, মনের সহিত সেই সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন!!

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল আমরা নিঃশব্দে সেখানে অপেক্ষা করিলাম; কিন্তু ম্যাকেয়ারের যোগভঙ্গ হইল না। পাপীর নিকটে ধর্ম্মের প্রথম উৎস কি মধুর!! ম্যাকেয়ারের অন্তর-রসনা তখন তাহারই আস্বাদনে বিভোর ছিল। তাহাকে সে স্বর্গীয় সমাধি হইতে বিচ্যুত করিতে আমরা কেহই সাহসী হইলাম না।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

অনেকক্ষণ পরে তাহার যোগভঙ্গ হইল, সে আমাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার দুই পদ বৃহৎ লৌহশৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, অতি কষ্টে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অনেকক্ষণ আমাদের দিকে কাতরনয়নে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, "ম্যাকেয়ার! গর্ডন, রোজ ও ষ্টিফেন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

আমার কথা শুনিয়া সে অশ্রুপূর্ণনয়নে করযোড়ে বলিল, "আপনারা দেবতা, পাপীকে ক্ষমা করুন। আপনারা ক্ষমা না করিলে, এ মহা পাপীর ক্রন্দন ঈশ্বর সমীপে পৌঁছিবে না।"

গর্ডন বলিলেন, "ম্যাকেয়ার! আমি তোমার আত্মার পরিবর্ত্তনের জন্য জগৎপিতার নিকটে অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছি, তিনি এতদিনে আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাকে শত-সহস্রবার ধন্যবাদ দিতেছি। আজ তোমাকে ক্ষমা করিবার জন্যই এখানে আমরা আসিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি হৃদয়ের সহিত তোমাকে ক্ষমা করিলাম।"

তৎপরে ম্যাকেয়ার, রোজ ও ষ্টিফেনের দিকে ফিরিয়া সেইরূপ করযোড়ে বলিল, "রোজ ও ষ্টিফেন! আমার হাতে তোমরা বড়ই

লাঞ্ছিত ও অত্যাচরিত হইয়াছ, সে সকল অতীতের কথা ভুলিয়া গিয়া আজ আমাকে ক্ষমা কর।”

রোজ ও ষ্টিফেন বলিলেন, “আমরা উভয়েই তোমাকে ক্ষমা করিলাম এবং ঈশ্বরের নিকটে আমরা প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তোমার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।”

গর্ডনকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় ম্যাকেয়ার বলিল, “আমি তোমার অনেক প্রকার অনিষ্টসাধন করিয়াছি; কিন্তু তুমি ধার্ম্মিক, দেবতুল্য লোক, তুমি কখনই জঘন্যরূপে প্রতিশোধ লইবে না, তাহা আমি জানি। এখনও আমার ইষ্টসাধন করিতে তোমার দেব-তুল্য হৃদয় সতত যত্নবান্, তাহাও আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। জীবনের এই শেষ যবনিকা-পতনের সময়ে আমার দুইটী প্রার্থনা তোমাকে পূরণ করিতে হইবে। *প্রথম—তুমি যে ত্রিশ হাজার টাকার চেক আমাকে আগ্রা* ব্যাঙ্কে ভাঙাইয়া লইবার জন্য দিয়াছিলে, তাহা সরদার রামপালের সতর্কতা সত্ত্বেও ভাঙাইয়া কোন সুযোগে টাকা লইয়াছিলাম। সেই টাকা হইতে আমি এক পয়সাও খরচ করি নাই। সেই সকল টাকার নোট—তুমি আমার দ্বারা যে ঘরে বন্দী হইয়াছিলে, সেই ঘরের পশ্চিম-দক্ষিণ দিক্‌কার কোণে একটী লৌহ বাক্সের মধ্যে প্রোথিত আছে। *সেই টাকা তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। সেই টাকা তুমি প্রতিগ্রহণ* না করিলে আমার অনুতাপদগ্ধ আত্মা কখনই শান্তিলাভ করিবে না। দ্বিতীয়—সেই সিন্দুকে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার নোট পাইবে, তাহার দ্বারা তুমি এই কানপুরে একটী ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপিত করিও; আমার একান্ত বাসনা, উহাতে জনসাধারণ সকলেই ঈশ্বরের আরাধনা করিবে। ঐ মন্দিরের দুয়ারে এই কয়টী কথা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া রাখিও;—

পাপী রবার্ট ম্যাকেয়ার তাহার নিজকৃত ভীষণ পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিয়াছে। ইহা তাহার নিজকৃত অর্থের দ্বারা নির্ম্মিত, পরহস্ত এক কপর্দ্দকও ইহাতে ব্যয় হয় নাই।”

গর্ডন বলিলেন, “তোমার শেষোক্ত প্রার্থনা আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পূর্ণ করিব, কিন্তু তোমার প্রথম প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য করিতে আমি ন্যায়তঃ অক্ষম। ঐ অর্থ আমি তোমাকে দান করিয়াছি, পুনরায় ইহা প্রতিগ্রহণ করা আমি ধর্ম্ম ও ন্যায়-বিগর্হিত বলিয়া বিবেচনা করি।”

ম্যাকেয়ার অশ্রুপূর্ণনয়নে এবং অত্যন্ত কাতর-কণ্ঠে বলিল, “পাপীর শেষ অনুরোধ ও প্রার্থনা তোমার নিকটেও কি উপেক্ষিত হইবে?”

গর্ডন নীরব।

পুনরায় ম্যাকেয়ার বলিল, “এই অর্থ আমার নিজস্ব নহে, উহা প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক আমি তোমার নিকট হইতে এক সময়ে গ্রহণ করিয়াছিলাম, অতএব উহার উপরে আমার কোন স্বত্ব নাই। তুমি অনুগ্রহ করিয়া ঐ অর্থ প্রতিগ্রহণ না করিলে আমার এ পাপক্লিষ্ট আত্মা কখনই শান্তি লাভ করিবে না।”

রবার্ট ম্যাকেয়ারের কথা শুনিয়া রোজ তাহার পিতাকে বলিল, “আপনি ঐ টাকা ফিরাইয়া লউন; ইহার শেষ অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। ঐ অর্থ আমরা নিজেরা ব্যয় না করিয়া কোন এক সৎকার্য্যে ব্যয় করিলেই চলিবে।”

রোজের কথা শুনিয়া গর্ডন কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, পরে ম্যাকেয়ারকে বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার শেষ-অনুরোধও রক্ষা করিব।

ঈশ্বরের নিকটে আমার এই প্রার্থনা, তিনি তোমার ব্যথিত আত্মায় শীঘ্র শান্তিবারি প্রেরণ করুন।”

তৎপরে গর্ডন, ষ্টিফেন ও রোজ সকলেই নতজানু হইয়া তাহাদের চিরশত্রু ম্যাকেয়ারের আত্মার কল্যাণের জন্য জগৎ পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলেন।

অন্যদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রবার্ট. ম্যাকেয়ারও নতজানু হইয়া ঈশ্বরারাধনায় রত হইল।

সেই সময়ে এই নশ্বর ও পাপপূর্ণ জগতে যে স্বর্গীয় মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাহা বিস্মৃত হইবার নহে।

অতঃপর আমরা সকলে গৃহে ফিরিলাম।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অতীতের স্মৃতি।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। বিমল নীলাকাশ হইতে পূর্ণ শশধর নিজ অসীম, অনুপম সৌন্দর্য্য দ্বারা জগৎ প্লাবিত করিতেছে। অসংখ্য তারকা নীল চন্দ্রাতপে খচিত মরকতের ন্যায় দিগন্ত ব্যাপিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। প্রকৃতির সেই চিত্তবিমোহন, প্রাণ-মন-বিমোহনকারী দৃশ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া আমি গৃহে ফিরিতেছিলাম।

দিবসের ঘটনাবলী যুগপৎ আমার মনে আসিয়া উদিত হইতেছিল। দস্যুশ্রেষ্ঠ ম্যাকেয়ারের পরিবর্ত্তন আমার নিকটে এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপাব বলিয়া বোধ হইতেছিল। যাহার সমস্ত জীবন ভীষণ পাপ-কার্য্য সকলে লিপ্ত ও ব্যয়িত হইয়াছিল—আজ পৃথিবীতে কে তাহার জীবনের এমন পরিবর্ত্তন করিল? প্রস্তরাপেক্ষা কঠিন হৃদয় আজ কি প্রকারে দ্রবীভূত হইল? সকলেই ভগবৎ প্রসাদ, তাঁহার কৃপা ব্যতীত এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

গৃহে ফিরিলাম—রাত্রি তখন প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে বৃহৎ দ্বারের উপরে সংলগ্ন এক শুভ্র বস্তুর প্রতি আমার নয়ন আকর্ষিত হইল। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আমি উহা হাতে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।

সেই শুভ্র বস্তুটি একখানা পত্র। আমারই নামে লিখিত, আলোকের নিকটে লইয়া গিয়া তাহা পাঠ করিলাম। তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি লিখিত রহিয়াছে ;—

"রামপাল!

কোন এক বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী হইতে আমি অদ্য কানপুরে আসিয়াছি। তোমার সহিত বিশেষ আবশ্যক আছে। অদ্য রাত্রি, দ্বিপ্রহরের সময়ে তুমি একাকী নানা সাহেবের ভগ্ন প্রাসাদের নিকটে সাক্ষাৎ করিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী
সন্ন্যাসী।"

এ সন্ন্যাসী কে? দিল্লী গিয়াছিলেন, তান্তিয়া টোপী। তিনিই কি আজ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন? না, শত্রুদের ইহা নূতন এক ষড়যন্ত্র? ভাবিলাম, ঘটনাটা কি তাহা তলাইয়া না দেখিয়া সন্ন্যাসীর কথায় সেখানে যাওয়া কখনই উচিত নহে।

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। লছমনপ্রসাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম, যাওয়া উচিত কি না?

সে বলিল, ইহা শত্রুদের নূতন ষড়যন্ত্র—সন্ন্যাসী, তান্তিয়া টোপী নহে। যুদ্ধাবসানে তিনি কেনই বা এখানে আসিবেন?

লছমনের কথা যুক্তিসিদ্ধ বটে; কিন্তু আমি ত চির-জীবন বিপদ-আপদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া আসিয়াছি। প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কত বিপদে ঝম্প প্রদান করিয়াছি। আজ কি এইরূপ ভিত্তিশূন্য আশঙ্কায় ভীত হইয়া এ রহস্য উদ্ঘাটনে বিরত হইব? যদি লিপিপ্রেরক সন্ন্যাসী তান্তিয়া টোপী না হয়েন, যদি ইহা শত্রুদেরই ফাঁদ হয়, তাহাও একবার দেখা উচিত।

আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, যাওয়াই স্থির করিলাম। সম্মুখ-বিপদকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করা আমার স্বভাবসিদ্ধ, ইহা আমার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। আর ইতস্ততঃ করিলাম না। লছমনকে সঙ্গে লইয়া এবং উপযুক্ত অস্ত্রাদি বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিয়া নানার ভগ্ন প্রাসাদ উদ্দেশে বহির্গত হইলাম।

নিস্তব্ধ নিশীথে, জ্যোৎস্না বিধৌত শ্যামল প্রান্তর উত্তীর্ণ হইয়া আমরা দুইজনে অগ্রসর হইতেছি। তখন প্রকৃতি আবেশময়ী, হাস্যপূর্ণ চন্দ্র-কিরণে সমুজ্জ্বলীকৃত। সেই উন্মাদিনী বেশে বিশ্বসংসার ভূষিত দেখিয়া আমার মনে এক অপার্থিব অভিনব ভাবের সমাবেশ হইতেছিল।

যখন আমরা নানার ভগ্ন প্রাসাদের নিকটে পৌঁছিলাম, তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। লছমনপ্রসাদকে একটু দূরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আমি নানার প্রাসাদেব সমীপবর্ত্তী হইলাম।

এক সময়ে যে উচ্চ সৌধমালা গগন ভেদ করিয়া, শূন্যে উত্থিত হইয়া দর্শকের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময় সমুৎপন্ন করিত, যে প্রাসাদের কারু কার্য্য, ভাস্কর কার্য্য, বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য আস্‌বাব সকল, প্রাচ্য দেশের ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিবৃন্দের মনে ঈর্ষা, প্রলোভন ও আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিত; আজ সেই প্রাসাদ নিজ সৌন্দর্য্যের সহিত স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছে। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি!!

সেই ভগ্ন প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিলাম—কাহারও সাক্ষাৎ পাইলাম না। অদূরে শৃগালবৃন্দ জনমানবশূন্য প্রান্তরে নীরব নিশীথে মনুষ্যের সমাগম দেখিয়া, ভয়বিহ্বলচিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিল। পেচকবৃন্দ নিজ লুক্কায়িত কোটর হইতে সেই সুনির্ম্মল চাঁদ-নীর গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া বিকট রব করিতে লাগিল। রাত্রি তৃতীয়

প্রহর অতীত প্রায়, তবুও সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। ভাবিলাম, এ নিশ্চয়ই শত্রুর কাণ্ড, সন্ন্যাসীর লিপি জালমাত্র। সেই ভগ্ন-প্রাসাদের স্তূপরাশির আশ-পাশ আবার অন্বেষণ করিলাম, শত্রু মিত্র কাহারও দর্শন পাইলাম না। অগত্যা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মনস্থ করিলাম।

ঠিক এই সময়ে সম্মুখে এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে মনুষ্যের ছায়া দৃষ্ট হইল। এই কি সন্ন্যাসী? না, শত্রু। সেই মনুষ্যের ছায়া ধীর পদ-বিক্ষেপে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আমি মৃদুস্বরে শিশ দিলাম—লছমনকে সতর্ক করিবার জন্য।

সে মূর্ত্তি পুনরায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল—জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম, তাঁহার মস্তক জটাপূর্ণ। বস্ত্রহীন অঙ্গে বিভূতি, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা গেল, পরিধানে একমাত্র কৌপীন। ভাবিলাম—এ প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক তান্তিয়া, না শত্রুদের প্রতারণা!

কটিদেশ হইতে পিস্তল হস্তে লইয়া আগন্তুককে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে? শত্রু না মিত্র?"

অতীব কোমল, করুণস্বরে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি মিত্র, শত্রু নহি।"

আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম।

তান্তিয়া বলিলেন, "সঙ্গে লোক আনিয়াছ কেন? আমার উপরে কি তোমার বিশ্বাস নাই?"

"আপনার উপরে আমার আন্তরিক বিশ্বাস; তবে আপনার হস্তাক্ষর আমার পূর্ব্ব-পরিচিত ছিল না, সেইহেতু সন্দেহ হইতেছিল, যদি ইহা শত্রুদের ষড়যন্ত্র হয়।"

"যাহাকে তুমি আনিয়াছ, সে কি তোমার বিশেষ কোন অন্তরঙ্গ, না ফিরিঙ্গীদের বেতনভোগী ভৃত্য?"

"না, আমারই বিশ্বস্ত লোক।"

"উহাকে এখন গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?"

"না, কোন আপত্তি নাই, আমি উহাকে গৃহে ফিরিতে অনুমতি করিতেছি?"

লছমনপ্রসাদকে নিকটে ডাকিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। সন্ন্যাসী আশ্বস্ত হইলেন। তিনি একদৃষ্টে নানার ভগ্ন প্রাসাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। না জানি, কত প্রকার মধুর অতীত স্মৃতি তাঁহার মনকে তখন মন্থন করিতেছিল।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামপাল! ময়নার সন্ধান জান কি?"

ময়না নাই, নানা সাহেব নাই, সে প্রাসাদও নাই—কি উত্তর দিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। ময়না—হায়! সরলা, অনিন্দনীয় স্বর্গীয় দেবী প্রতিমার জীবন্ত দগ্ধের বিষয় তান্তিয়াকে আমি কি প্রকারে বলিব!!

আমি ভাবিয়াছিলাম, অবশ্যই তান্তিয়া এ সংবাদ শুনিয়া থাকিবেন; কিন্তু যখন জানিলাম, সে কঠোর, হৃদয়-বিদারক সংবাদ ময়নার প্রিয়বন্ধু তান্তিয়া এখনও পান নাই, তখন তাঁহার প্রশ্নের আমি কি উত্তর দিব, কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। ময়না—সেই সোণার প্রতিমা—সংসারে বীতরাগী, সন্ন্যাসীর একমাত্র মায়ার নিগড়, দেবগণের বাঞ্ছিত, ঈশ্বরের প্রিয়, সংসারে অতুলনীয়, অনুপম, তোমার সেই শোচনীয় বিয়োগ-সংবাদ তাঁহাকে কি প্রকারে, কোন্ সাহসে প্রদান করিব?

আমি নীরব। পুনরায় তান্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ময়না কি ফিরিঙ্গীদের হাতে বন্দিনী হইয়াছে?"

আমি উত্তর করিলাম, "না, তাহার পবিত্র দেহ কেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই।"

"তবে তার বিষয় বলিতে তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ কেন, খুলিয়া বল—সে এখন কোথায়?"

"ময়নার শোচনীয় পরিণামের বিষয় আমি বলিতে অক্ষম।"

"শোচনীয় পরিণাম! তবে কি সে ইহলোকে নাই?"

"না, সে স্বর্গের কুসুম স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছে।"

সন্ন্যাসী নীরব—আমি সভয়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম—সে তেজোপূর্ণ বিমল মুখ ম্লান, নিষ্প্রভ। স্বর্গের চন্দ্রমা তখন সুধা হাসি হাসিতেছিল, নীল আকাশতলে চকোর-চকোরী ক্রীড়া করিতেছিল, তাঁহার নিকটে তখন সকলই শোভাশূন্য—প্রাণশূন্য—অর্থশূন্য। হায়! সংসারের অতীত জীব সময় বিশেষে তুমিও মায়ার অধীন হও!

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নানা সাহেবের প্রাসাদের এরূপ দশা হইল কিরূপে?"

"ইংরাজরাজের হুকুমে জেনারেল আউটরাম তোপের দ্বারা উহা ভূমিসাৎ করিয়াছেন।"

"যখন এই গৃহ ভূমিসাৎ করা হয়, তখন ময়না কি উহাতে ছিল?"

"হাঁ, ময়না উহাতে ছিল—সে ঐ গৃহ রক্ষা করিবার জন্য জেনারেল আউটরামকে অনুরোধ করিয়াছিল। স্যার হিউরোজের কন্যা মেরার সহিত ময়নার বাল-সখীত্ব ছিল। উভয়ের মধ্যে এক সময়ে বড় প্রণয় ও প্রীতির ভাব বর্ত্তমান ছিল। ময়নার পরিচয় পাইয়া স্যার হিউ রোজ নানার প্রাসাদ রক্ষা করিবার জন্য লর্ড ক্যানিংকে অনুরোধ করিয়া এক টেলিগ্রাম করেন। প্রত্যুত্তরে জানা গেল যে, বিলাতের মন্ত্রিসভার

ইচ্ছা, এ ধরাধাম হইতে নানার সর্ব্বপ্রকার স্মৃতি একেবারেই লোপ করা হয়। এই প্রাসাদ তোপের দ্বারা ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

"আর ময়না—ঐ গৃহের মধ্যে সে রহিল?"

"না, তাহাকে ধরিবার জন্য জেনারেল আউটরাম চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সেদিন সে কার্য্যসাধনে সক্ষম হন নাই।"

"সে গৃহ হইতে কোথায় গেল?"

'গুপ্তপথ দ্বারা সে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল।"

"তাহার পর?"

"কয়েক দিবস গত হইলে এই স্তূপের উপরে একজন সুন্দরী বালিকাকে নীরব নিশীথে কাঁদিতে দেখিয়া জেনারেল আউটরামের লোকেরা তাহাকে ঘেরাও করে।"

"সে বালিকা কে?"

"সেই ময়না।"

"সে কি নিজ-ইচ্ছায় ধরা দিল?"

"হাঁ, সে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিল।"

"জেনারেল আউটরাম তাহাকে কি দণ্ডবিধান করিল?"

"সে দণ্ড অতি শোচনীয়, অতি কঠোর, জঘন্য, আমি তাহা মুখে আনিতে সাহস করি না।"

তান্তিয়ার নিষ্প্রভ নয়ন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "রামপাল! আমার কঠিন হৃদয় বিচলিত হইবার নহে, বালিকা ময়নার উপরে কিরূপ নৃসংশ দণ্ডবিধান করা হইয়াছিল, তাহা খুলিয়া বল।"

"ইংরাজজাতির এ কলঙ্ক তাহাদের জাতীয়-ইতিহাস চিরকাল কলঙ্কিত করিবে—সরলা বালিকাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে।"

"কি? জীবন্ত দগ্ধ!! দয়াবান্ ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ অত্যাচার? তুমি ইহার প্রতিবিধান কর নাই?"

"আমি তাহার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, বিলাতের মন্ত্রিসভাও তাহার প্রাণরক্ষা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যখন সে সংবাদ এখানে আসিয়া পৌঁছিল, তাহার পূর্ব্বেই ময়না এ সংসারের সমস্ত জ্বালা, যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া অমরলোকে চলিয়া গিয়াছে।"

তান্তিয়া পুনরায় নীরব হইলেন—স্পষ্টই বুঝিলাম, কি এক অব্যক্ত যাতনায় তাঁহার হৃদয়কে নিষ্পেষিত করিতেছে, তিনি তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইতে দিতেছেন না।"

অতঃপর আমি বলিলাম, "আপনি কানপুরে এখন অবস্থান করিবেন, না অন্যত্রে চলিয়া যাইবেন?"

"আর এখানে থাকিয়া কি করিব? যাহার জন্য কানপুর আমার নিকটে স্বর্গের পারিজাত-কানন তুল্য, সৌরভময় ও রমণীয় বলিয়া বোধ হইত, সে অনাঘ্রাত স্বর্গীয় কুসুম এখন বৃন্তচ্যুত হইয়াছে—এস্থান এখন আমার নিকটে নরকবৎ যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছে। ময়নার নিকটে প্রতিশ্রুত ছিলাম, অদ্য এই পৌর্ণমাসী নিশায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব—সেইজন্য এখানে আসিয়াছিলাম। পরে নানার প্রাসাদ ভূমিসাৎ দেখিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য তোমাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লিখি।"

"এখান হইতে আপনি কোথায় প্রস্থান করিবেন?"

"আমি শীঘ্রই কাশীতে যাইব। সেখানে ইংরাজের সহিত আমার এক ভীষণ যুদ্ধ বাধিবে—সেই যুদ্ধে ময়নাকে জীবন্ত দগ্ধ করার প্রতিশোধ লইব। আমার বিশ্বাস—এই যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হই, তাহা

হইলে দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিঙ্গীর রাজত্ব লোপ হইবে। অনেক হিন্দু রাজন্যবর্গ আমার সহিত যোগদান করিবেন। যদি যুদ্ধে আমরা পরাজিত হই, তাহা হইলে বুঝিব, ঈশ্বরের অভিপ্রেত ইহা নহে যে, হিন্দুস্থান এখন স্বাধীনতা লাভ করুক। অতএব আমিও যুদ্ধে ক্ষান্ত দিব।"

"তৎপরে আপনি কি করিবেন?"

"হয় ত সেই যুদ্ধেই আমার জীবনের অবসান হইবে।"

"কাল্পীতে আপনার সৈন্যসংখ্যা কত?"

"প্রায় ষোল হাজার।"

"হিন্দু রাজা কেহ কি আপনার সহায়তা করিতেছেন?"

"অল্প লোকেই করিতেছেন—আমি যেরূপ সাহায্য পাইবার আশা করিয়াছিলাম, সেরূপ নহে।"

"ঝান্সী হইতে কোনরূপ সাহায্য পাইয়াছেন কি?"

"পাইবার কথা ছিল, কিন্তু পাই নাই—অদ্যই আমি সেখানে যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—সে কেবল ময়নার জন্য। এখন আর সেখানে যাওয়ার আবশ্যক নাই।"

"আপনি স্বদেশের, হিন্দুজাতির গৌরব রক্ষার জন্য এত চেষ্টা করিতেছেন, আপনি সমগ্র হিন্দুজাতির পূজনীয় ব্যক্তি—ঈশ্বর আপনার শুভ-সংকল্প সিদ্ধ করুন।"

"আর একটি অনুরোধ, ময়নাকে যেস্থানে দগ্ধ করা হইয়াছে, সেই স্থানটি আমাকে দেখাইতে পার কি?"

"সে স্থানটি অতি নিকটেই—আসুন, আমি সে স্থান আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।"

ম্লান মুখে, কম্পিত হৃদয়ে, স্বদেশ-হিতৈষী সন্ন্যাসী তান্তিয়া টোপী তাহার প্রাণের অতি প্রিয় জিনিবের শেষ স্মৃতি অবলোকন করিবার

জন্য চলিলেন। ক্রমে সে স্থানের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম—ময়নার কমনীয় জড়দেহের ভস্মাবশিষ্ট তখনও সে স্থান সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তান্তিয়া সেই স্থান চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ময়না! আজ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলাম—আমি আসিয়াছি—তুমি এখন কোথায়?"

তান্তিয়ার স্বর তখন জড়িত, বোধ হয়, তখন তিনি কাঁদিতেছিলেন। হায়! মানুষের হৃদয়, কত সহ্য করিবে? সহ্য শক্তিরও একটা সীমা আছে। ময়নার ভস্মাবশিষ্টগুলি বায়ুর দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যেন তান্তিয়ার কথার উত্তর দিল, "আমি আর নাই! তোমার জন্য এই শেষ চিহ্নগুলি রাখিয়া আসিয়াছি।"

তান্তিয়া সে মর্ম্ম বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "এই সংসারে আমার দুইটী প্রিয় জিনিষ ছিল—প্রথমে স্বদেশ, দ্বিতীয় তুমি। তোমার অবসান—তোমার ভৌতিক দেহের বিনাশ এইস্থানেই হইল। জানি, আত্মার বিনাশ নাই, তোমার পবিত্র আত্মা এখন স্বর্গীয় স্থানে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু আজ এই ভস্মগুলি আমার চক্ষুর সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। ইহা তোমার অবস্থান্তর মাত্র—এই সংসারে এই জড় চক্ষুর সম্মুখে এই স্থানটী পবিত্র এবং ভস্মগুলি আমার প্রাণের জিনিষ। আমি যতদিন পৃথিবীতে থাকিব, যথাসাধ্য যত্নপূর্ব্বক এইগুলি রাখিব।"

এই বলিয়া তান্তিয়া সেই ভস্মগুলিকে এক বস্ত্রখণ্ডে আহরণ করিলেন। তৎপরে তাহা হৃদয়ের উপর স্থাপন করিলেন। পুনরায় সেই পবিত্র স্থানকে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণিপাত ও চুম্বন করিলেন। সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় ব্রতের উদ্‌যাপনা এই স্থানেই হইল।

গাত্রোত্থান করিয়া তিনি বলিলেন, "রামপাল! ম্যাকেয়ারের কি হইয়াছে?"

"তাহার হৃদয়ের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"তাহার কি বিচার শেষ হইয়াছে ?"

"না, শীঘ্রই বিচার হইবে।"

"ফিরিঙ্গীদিগের নিকটে বিচার! পরিণাম ত ফাঁসী ?"

"বোধ হয়, তাহাই হইবে।"

"আমার আর একটি অনুরোধ তুমি সাধ্যমত পালন করিও, যাহাতে তাহার ফাঁসী না হয়; পাপের সমুচিত দণ্ড ঈশ্বর বিধান করিবেন। পাপীর শাস্তির জন্য আমাদের প্রয়াস করা অন্যায় বলিয়া, বোধ হয়।"

"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম। নানা সাহেব এখন কোথায় ? তাহার বিষয় আপনি কিছু জানেন কি ?"

"সে জগদীশপুরের রাজা অমর সিংহের ভ্রাতা কুমার সিংহের সহিত মিলিত হইয়া নেপালে প্রস্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন সে ছদ্মবেশে জগদীশপুরে রওয়ানা হইয়াছে।"

"কানপুর ফোর্টে নানা বলিয়া একজনকে ধরা হইয়াছে। তাহার মুখাকৃতির সহিত নানার মুখের সৌসাদৃশ্য আছে। ইংরাজগণ বলিতেছেন, সেই প্রকৃত ধুন্দুপান্থ নানা; কিন্তু আমার সে কথা বিশ্বাস হয় না।"

"যে ব্যক্তিকে নানা বলিয়া ধরা হইয়াছে, সে নানারই একজন অনুচর; সে নানার আজ্ঞামতে ইংরাজকে ধরা দিয়াছে।"

"কেন ? ইহাতে নানার কি স্বার্থ আছে ?"

"স্বার্থ এই—তাহাকে ধরিবার জন্য ইংরাজের চর নানাদিকে ছুটিয়াছে, তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া পলায়ন করা নানা সাহেবের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। যে ব্যক্তিকে নানা সাহেব বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাকে জাল নানা নির্ণীত করিতে কিছু সময় যাইবে, সেই সময়ের মধ্যে নানা সাহেব পলাইবার অনেক সুবিধা পাইবে।"

"তাহ'লে ইহা নানা সাহেবের এক অভিসন্ধি ?"

"তাহাই বটে।"

তান্তিয়া পুনরায় সতৃষ্ণনয়নে ময়না যেখানে জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। আমার অলক্ষিতে তিনি দুই-এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। তৎপরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রামপাল! আজ তোমার নিকটে বিদায়।"

"যুদ্ধাবসানে অনুগ্রহ করিয়া কি একবার দর্শন দিবেন ?"

"ভবিষ্যৎ ভগবানের হাতে।"

তান্তিয়া বিদায় হইলেন। তাঁহার সহিত আর কখন সাক্ষাৎ হয় নাই। তান্তিয়া টোপীর পরিণাম কি হইয়াছিল, ইতিহাসবেত্তা পাঠকগণের নিকটে তাহা অবিদিত নহে। ইতিহাস লেখকগণের দ্বারা তান্তিয়া টোপীর চরিত্র যেরূপ জঘন্য ও ঘৃণিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার চরিত্র সে প্রকার নহে; তিনি যে একজন প্রকৃত সাধুপ্রকৃতি, স্বদেশপ্রেমিক, ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টচক্র।

(মিস্ রোজের কথা।)

শৈশব হইতে আমি অদৃষ্টবাদী—আমার বিশ্বাস, আমাদের ভাগ্যচক্র বিধাতার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। যাহা ঘটিবার তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব দুঃখ, কষ্টে পতিত হইয়া, শোকে অধীর বা ম্রিয়মাণ হওয়া আমাদের কখনই উচিত নহে।"

আমাদের উপর দিয়া কত দুর্ঘটনার ভীষণ বাত্যা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে—প্রিয়তমা ভগিনী শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, শোকে অধীর হইয়া মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, পিতা বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়াছেন, আমি শত্রুগণ দ্বারা কতবার লাঞ্ছিত ও অত্যাচরিত হইয়াছি, অবশেষে প্রাণের একমাত্র প্রিয়বন্ধু ষ্টিফেনের নিকটে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষিত হইয়াছি; কিন্তু কষ্ট ও যাতনার মধ্যে পতিত হইয়াও আমি কখনও কাহারও প্রতি দোষারোপ করি নাই, বা মুহূর্ত্ত-কালের জন্য শোকে কাতর হই নাই। সকল দুঃখকে আমি ভবিতব্য ভাবিয়া প্রফুল্লচিত্তে আলিঙ্গন করিয়াছি।

ষ্টিফেন আমার চরিত্রের প্রতি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ; তিনি ভাবিয়াছেন, আমি জেম্‌সের প্রতি অনুরক্ত; কিন্তু এটী যে, তাঁহার বিষম ভুল, তাহা তিনি বুঝেন না; এবং আরও দুঃখের বিষয় এই যে, আমাকে বুঝাইবার অবসরও দেন না।

যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি কানপুর ফোর্টে নীত হয়েন। তখন তিনি শত্রুকর্ত্তৃক গোলাদ্বারা আহত হইয়া শয্যাগত ও অজ্ঞান ছিলেন। আমি তাঁহার শুশ্রূষায় সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলাম। একদিন দুরাত্মা জেম্‌স ফোর্টের মধ্যে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করে, তখন ষ্টিফেনের কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইয়াছিল—তিনি জেম্‌সের কথা শুনিয়াছিলেন। আমার উপরে সেই সময় হইতে তাঁহার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। আমার তাহাতে কষ্ট হইল বটে; কিন্তু ভাবিলাম, ষ্টিফেন ভ্রমে পতিত হইয়াই এরূপ করিতেছেন।

সেইদিন হইতে তাঁহার জ্বর ভীষণরূপে বাড়িয়া গেল। ডাক্তারেরা সশঙ্ক হইলেন। আমি দিবারাত্র তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিলাম—প্রলাপে তিনি কত কথা বকিতে লাগিলেন—অধিকাংশই আমার ও পাপিষ্ঠ জেম্‌সের সম্বন্ধে।

সুশ্রূষা ও সুচিকিৎসার গুণে অল্পদিন পরে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। আমাকে নিকটে দেখিয়া একদিন রবিবারে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

আমি তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিলাম, "আমি কে, তা' নিয়ে আপনার আবশ্যক কি? আপনি একটু সুস্থ হউন, তখন আমি কে, তাহা জানিতে পারিবেন।"

"তোমার স্বর আমার পরিচিত বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমি চক্ষুতে ঝাপ্সা দেখিতেছি। তোমার আকৃতি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না।"

"আপনি বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া স্থির হউন। বেশী চঞ্চল হইলেই পীড়া বাড়িবার সম্ভাবনা।"

সে সময়ের জন্য ষ্টিফেন চুপ করিয়া রহিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার

সময়ে পুনরায় আমাকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন, "রোজ কোথায় জানেন ?"

আমি বলিলাম, "রোজকে কেন, কোন আবশ্যক আছে কি ?"

"আবশ্যক এই যে, আমি তাহাকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে চাই না।"

আমি নীরব হইলাম। ডাক্তারেরা আমাকে পরিচয় দিতে নিষেধ করিলেন। দুইদিন পরে ষ্টিফেনের উত্তম জ্ঞানোদয় হইল। তখন আমি তাঁহার ঘরে আসা বন্ধ করিলাম, কি জানি; যদি আমাকে দেখিয়া তাঁহার পীড়া বাড়িয়া যায়।

কয়েক দিবসের পরে ষ্টিফেন গৃহের মধ্যেই আস্তে আস্তে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার আসিলেই আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।

তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবার পরে আমি তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া কিছু বলিলেন না—একটা পুস্তক লইয়া পড়িতে লাগিলেন। ষ্টিফেনকে পুনরায় সুস্থ শরীরে দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমার হৃদয় পরিপ্লুত হইল—প্রকৃত কথা বলিতে কি, ষ্টিফেনকে আমি হৃদয়, প্রাণ, মন দিয়া ভালবাসিয়াছিলাম। ভালবাসার গভীরতা কত, সীমা কত নিজেই আমি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম।

আমি বলিলাম, "ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনাকে সুস্থ দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি।"

প্রত্যুত্তরে ষ্টিফেন কিছুই বলিলেন না। আমি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলাম। এতদিনের পর সাক্ষাৎ—একটাও ভাল কথা কি বলিবেন না ?

হৃদয় লজ্জা ও সরমের প্রতিবন্ধকতা মানিল না, তাঁহাকে পুনরায়

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "না জানিয়া যদি কখনও আপনার নিকটে কোন দোষ করিয়া থাকি, তাহার কি ক্ষমা নাই ?"

এবার ষ্টিফেন অতিশয় রূঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ক্ষমা করিব কাহাকে—তোমাকে ? তুমি যদি দোষী হও, তোমাকে ক্ষমা করিবার আমার অধিকার কি ?"

বুঝিলাম, ষ্টিফেন আমার প্রতি সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত স্নেহ এককালে তুলিয়া লইয়া আমার প্রতি অন্যরূপ আচরণ করিতেছেন। আমি বলিলাম, "আপনি পূর্ব্বে আমাকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এখন আর সেরূপ দেখেন না কেন ?"

"আমি যদি কখনও তোমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে সেরূপ করা আমার মহাভ্রম হইয়াছে।"

"একজনকে স্নেহ করিয়া, প্রীতির নয়নে দেখিয়া, ভালবাসা প্রদান করিয়া পুনরায় বিনাদোষে, বিনাকারণে তাহাকে সে সকল হইতে বঞ্চিত করা কি ন্যায়ানুমোদিত হয় ?"

"তোমাকে ভালবাসিয়া আমি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি।"

ষ্টিফেনের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। যাঁহাকে আমি সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া, হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা স্বরূপ এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছি, যাঁহার স্নেহময় বাক্য ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে এই সংসারের শত সহস্র দুঃখ কষ্টের তীব্র কশাঘাত তুচ্ছ করিয়াছি, তাঁহারই মুখে এই কথা !!

ষ্টিফেন পুনরায় ক্রোধবিজড়িত কঠোরস্বরে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, তুমি যেন আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না কর।"

আমি নয়ন প্রান্তের অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলাম, "ভাল, তাহাই করিব ; কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ এই যে, যদি না বুঝিয়া, ন

জানিয়া অজ্ঞতাপ্রযুক্ত কেহ সামান্য কোন দোষ করিয়া থাকে, এ জীবনে সে কি কখনও ক্ষমা পাইবার যোগ্য নহে ?"

"আমি জানি, যে দোষ জ্ঞানতঃ হইয়া থাকে, এ সংসারে তাহার ক্ষমা বা প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত বেগ প্রতিরোধ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমি দুই হস্তে ষ্টিফেনের পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলাম, "দেব! প্রভু! হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য দেবতা—দাসীকে ক্ষমা করুন।"

ষ্টিফেন এখন যেন কিছু বিচলিত হইলেন, তাঁহার রুদ্ধ ভালবাসার স্রোত যেন শতবাধা ঠেলিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। তিনি শশব্যস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "রোজ! রোজ!"

এমন সময়ে বাহির হইতে কে ব্যঙ্গ করিয়া বিকট স্বরে বলিল, "রোজ! পর পুরুষের সহিত এরূপ ব্যবহার কুলের গৌরব বর্দ্ধিত করে বটে—তুমি না আমার বাগ্‌দত্তা হইয়াছ ?"

তৎপরে ষ্টিফেন পদ দ্বারা আমাকে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "মায়াবিনি! পিশাচিনি! তোর দেহ স্পর্শ করিলেও পাপ আছে।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম, সে ঘরে ষ্টিফেন নাই; দ্বারে জেম্‌স দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, জেম্‌সকে দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

* * * * *

* * * * *

"জেম্‌সকে দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।"

[শোণিত-তর্পণ—২৮৬ পৃষ্ঠা।

Lakshmibilas Press.

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আশার সঞ্চার।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

আজ কয়েক দিবস হইতে সার্জ্জন ষ্টিফেন পুনরায় সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, বিশেষ কোন প্রকার সাময়িক উত্তেজনাই ইহার কারণ। তাঁহাকে ফোর্ট হইতে গর্ডনের বাড়ীতে আনা হইয়াছে। সেখানকার সকল ঘরই প্রায় শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে ভগ্ন প্রায়, অতএব এস্থানে রোগী থাকিবার উপযুক্ত নহে।

ষ্টিফেনের বিকারের লক্ষণ দেখিয়া ডাক্তারেরা ভয় করিতেছেন। যে রোজ ষ্টিফেন-গতপ্রাণা তাহাকে আর এখন সকল সময়ে ষ্টিফেনের নিকটে দেখিতে পাইতাম না। রোজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার নয়নপ্রান্তে কেবল অশ্রুকণা দেখিতাম। সে আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া নীরব থাকিত। উভয়ের মধ্যে কতকটা মনোমালিন্য যে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আমি মনে মনে এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিলাম।

গর্ডন এখন অনেকটা ভাল আছেন। তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। ইনি শীঘ্রই সুস্থতা লাভ করিতে পারিবেন, ডাক্তারেরা এরূপ আশা প্রদান করিয়াছেন।

—এবার ষ্টিফেনের শুশ্রূষার ভার আমিই গ্রহণ করিয়াছিলাম। চিকিৎসার গুণে না হউক, ঈশ্বরের প্রসাদে এক সপ্তাহের পরে

ষ্টিফেনের অবস্থা কিছু ভাল হইল। বিকারের অবস্থা কাটিয়া গিয়া তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে ষ্টিফেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"আমি রামপাল।"

"ওঃ! ক্ষমা করিবেন, চিনিতে পারি নাই। আমি কোথায় আছি?"

"গর্ভর্ণরের বাড়ীতে।"

"এখানে আমাকে আনিলেন কেন?"

"দুর্গের সমস্ত ঘরই ভাঙিয়া গিয়াছে, সেখানে থাকা আপনার পক্ষে সুবিধাজনক হইত না?"

"হাঁসপাতালে আমাকে রাখিলেন না কেন?"

"এখান হইতে হাঁসপাতালে থাকা কি বাঞ্ছনীয়?"

"শত গুণে।"

বুঝিলাম, রোজ ও ষ্টিফেনের ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। আমি আর কথা না বাড়াইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "এখানে থাকিতে ইচ্ছা না করেন, কিঞ্চিৎ সুস্থ হউন; আপনাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইব।"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সজলনয়নে, ম্লানমুখে, কম্পিত হৃদয়ে রোজ দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রোজ! ব্যাপার কি খুলিয়া বল—আমি তোমার পিতৃতুল্য। আমাকে লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই। এ ব্যাধির এখনও যদি কোন প্রতীকার থাকে, তাহা আমি নিশ্চয় করিব।"

আমার কথা শুনিয়া রোজ কাঁদিল—নির্দ্দোষ বালিকার ন্যায় আমার দুই হস্তের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

* * * * *

আজ কয়েক দিবস হইল, ষ্টিফেন আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। প্রত্যহই তিনি অন্যস্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, আমি ও গর্ডন তাঁহাকে বাধা দিই।

রোজের প্রমুখাৎ আমি সমস্ত কথা শুনিয়াছি। ষ্টিফেনকে অনেক বুঝাইয়াছি। তিনি বলিলেন, "আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা অবিশ্বাস করিব কি প্রকারে?"

"আপনার বুঝিবার ভুল—জেম্‌স একজন মদ্যপায়ী দুরাচার ব্যক্তি, রোজ যে ইহাকে ভালবাসিবে, তা' স্বপ্নেও ভাবিও না। জেম্‌সের ইচ্ছা যে, যদি সে কোন প্রকারে রোজকে হস্তগত করিতে পারে, তাহা হইলে বিপুল ধনের অধিকারী হইবে। আপনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা জেম্‌সেরই ষড়যন্ত্র—রোজ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহাকে ক্ষমা করুন। সে জন্মদুঃখিনী অভাগিনী—আপনার মূর্ত্তি সে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় হৃদয়ে সর্ব্বদা পূজা করিতেছে।"

"আপনাকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকি—আপনার কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; কিন্তু আমি ইহার প্রমাণ চাই।"

"প্রমাণ ত সামান্য কথা, রোজের হৃদয় যখন আপনার, তখন ইহাপেক্ষা আর কি প্রমাণ চান?"

"রোজ যে জেম্‌সের বাগ্‌দত্তা নহে, ইহারই প্রমাণ।"

"যথেষ্ট দিব।"

"সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে লছমনপ্রসাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে, রবার্ট ম্যাকেয়ারের চিরসহচর আব্দুল কতকগুলি সঙ্গী

লইয়া, ছদ্মবেশে কানপুরের নিকটেই আসিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়াই আমি ষ্টিফেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহাকে বলিলাম, "আমি ম্যাকেয়ার ও আবদুলকে ধরিবার জন্য অদ্য বহির্গত হইব। ফিরিতে হয় ত কিছুদিন বিলম্ব হইতে পারে—আমার অনুরোধ যে, যতদিন আমি ফিরিয়া না আসি, ততদিন আপনি এইখানে থাকিবেন।"

ষ্টিফেন কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আপনার কথা অবহেলা করিব না, এখানেই থাকিব।"

রোজের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া এই সকল বিষয় তাহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইল। তাহার হাস্যপূর্ণ, প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া সানন্দে গৃহে ফিরিলাম। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে ম্যাকেয়ারকে ধরিবার জন্য বাহির হইলাম।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ-ভঞ্জন।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

তাতিয়ার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিলাম; তখন রাত্রি অবসান হইয়া আসিয়াছে। অদ্য ম্যাকেয়ারের মোকদ্দমার প্রথম শুনানীর দিন।

সকালে ষ্টিফেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ম্যাকেয়ারকে ধরার পর তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

প্রথমেই রোজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল, "আজ ম্যাকেয়ারের মোকদ্দমার দিন না?"

"হাঁ আজই। ষ্টিফেন কোথায়? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; তাঁহার মনের অবস্থাটা এখন কিরূপ?"

"তাঁহার মন অনেকটা নরম হইয়া আসিয়াছে, তবে সন্দেহের বোঝাটা এখনও তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামে নাই।"

"তোমার সহিত কোন কথা হইয়াছে কি?"

"সামান্য রকম দুই-একটা কথা হইয়াছে।"

আমি রোজকে সঙ্গে করিয়াই ষ্টিফেনের নিকটে গেলাম। ষ্টিফেন আমাকে দেখিয়াই সাদর-সম্ভাষণ করিয়া বসিবার জন্য চেয়ার প্রদান করিলেন। রোজকেও বসিতে বলিলেন। দেখিলাম, তাঁহার মন অনেকটা নরম হইয়াছে।

ষ্টিফেন বলিলেন, "ম্যাকেয়ারকে সদলে ধরিয়া আপনি ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উপকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।"

"কেবল তাহাই নহে, হেলেনার হত্যার প্রতিশোধও লইলাম।"

"সেজন্য আমরা আপনার নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ।"

"আজ ত মোকদ্দমার দিন—আপনারা যাইবেন কি?"

"রোজ যদি যায়, তা হলে আমিও যাইব; নচেৎ আবশ্যক নাই।"

"রোজ! তুমি যাইবে কি?"

"আজ আমাদের সাক্ষ্যের আবশ্যক হইবে কি?"

"বোধ হয় না—আজ কেবল ম্যাকেয়ারের জবানবন্দী হইবে।"

ষ্টিফেনকে লক্ষ্য করিয়া রোজ বলিল, "আপনার যদি যাইতে কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমারও কোন আপত্তি নাই।"

আমি দেখিলাম, উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবের ভাবটা আপনা-আপনি ঘনিয়া আসিতেছে। আর আমার কোনরূপ চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। অতঃপর আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, "তাহা হইলে দশটার পূর্ব্বেই আপনারা কোর্টে যাইবেন, আমি এখন বিদায় হই।"

এই বলিয়া আমি সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। রোজ ষ্টিফেনের ঘরেই রহিল। প্রণয়ীযুগলের পুনর্ম্মিলন হয়, ইহাই আমার অভিপ্রায়।

রাস্তায় বাহির হইয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম, জেম্‌স গর্ডনের বাড়ীর বিপরীত দিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে জেম্‌স! এখানে কেন?"

সে অতি রুক্ষস্বরে আমাকে বলিল, "পথে-ঘাটে আপনি ভদ্রলোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করেন কেন?"

"তোমার সহিত আমার কিছু আবশ্যক আছে, সেইজন্য তোমাকে এইরূপ সম্বোধন করিলাম।"

"আমার সঙ্গে আপনার কি আবশ্যক ?"

"তুমি ষ্টিফেনের প্রতিদ্বন্দ্বী না ?"

"কোন্ বিষয়ে ?"

"রোজকে বিবাহ করা সম্বন্ধে।"

"আপনি সে বিষয় কি করিয়া জানিলেন ?"

"ষ্টিফেনের নিকটে শুনিলাম।"

"আমি যদি প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকি, তাহাতে আপনার কি ?"

"আমার স্বার্থ আছে—ষ্টিফেন আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিয়াছি, তুমি সাহায্য করিবে কি ?"

জেম্‌স সহাস্যে উত্তর করিল, "আপনি আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছেন, না প্রকৃত কথা বলিতেছেন ?"

আমি মুখ গম্ভীর করিয়া, বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিলাম, "শিখেরা কখনও প্রবঞ্চনা করিতে জানে না—আমি তোমাকে প্রকৃত কথাই বলিতেছি।"

"সে আপনার সহিত কিরূপ প্রবঞ্চনা করিয়াছে ?"

"তাহার কোন এক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে পারিলে আমাকে দুই হাজার টাকা দিবার কথা ছিল। আমি সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিয়াছি; কিন্তু সে ব্যক্তি টাকা দেয় নাই, আর দিবে না।"

"আপনি তাহার কিরূপ প্রতিশোধ লইতে চাহেন ?"

"সে ব্যক্তি তোমারও শত্রু—তুমি কিরূপে প্রতিশোধ লইতে পরামর্শ দাও।"

"তাহাকে এ সংসার হইতে বিদায় করাই আমার ইচ্ছা।"

"অত বাড়াবাড়ি ভাল নহে—শেষকালে নিজের প্রাণ লইয়া টান পড়িবে।"

"তবে কিরূপ প্রতিশোধ লইতে আপনার অভিপ্রায়?"

"এখন এমন একটা গুরুতর কাণ্ড করা যাক্, যাহাতে সে রোজকে না পায়।"

"বেশ, বেশ তাই ত আমি চাই।"

"তোমার সহিত রোজের কিরূপ পরিচয়?"

"সে আমার পিতৃব্য-কন্যা—আমি তাহার হস্তপ্রার্থী; কিন্তু সে কোন মতে আমাকে বিবাহ করিতে চাহে না। সে ষ্টিফেনের প্রণয়াভিলাষিণী।"

"তুমি কখনও রোজকে জানাইয়াছ যে, তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক?"

"জানাইয়াছি—কিন্তু সে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়াছে।"

"এখন তুমি এখানে কি অভিলাষে আসিয়াছ?"

"আমি আজ কয়েক দিন হইতে সন্ধ্যায় ও প্রাতে আসিতেছি, অভিপ্রায়—কখন যদি রোজের সহিত সাক্ষাৎ হয়।"

"তাহাতে তোমার কি ফল হইবে?"

"আর কিছু না হউক—ষ্টিফেনের মনে সন্দেহ ত হইবে?"

"তাহাতে তুমি যে কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

"রোজের চরিত্র সম্বন্ধে ষ্টিফেন পূর্ব্ব হইতেই সন্দিগ্ধ।"

"তাহার মনে আমিই সে সন্দেহের উদ্রেক করিয়া দিয়াছি।"

"তোমার কার্য্য আমি সুসম্পন্ন করিয়া দিতে পারি, তুমি তজ্জন্য আমাকে কি পুরস্কার দিবে?"

"ষ্টিফেন আপনাকে দুই হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিল, আমি আপনাকে চারি হাজার দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি, তন্মধ্যে আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এখনই দুই হাজার দিতেছি।"

"আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম, কি করিতে হইবে, বল।"

"আমি রোজকে একখানা পত্র দিব। প্রথমে আপনি তাহা রোজের নিকটে পৌঁছাইয়া দিবেন।"

"সে পত্রে তুমি কি লিখিবে?"

"আমি সে পত্রে আমার নিজের নাম দিব না, হারিয়েট আণ্টনী নামক রোজের এক পরম বন্ধুর নাম দিব।"

"হারিয়েট আণ্টনী কে?"

"জর্জ্জ হামিণ্টনের কন্যা।"

"আমি তোমার এ কার্য্য করিতে সম্মত আছি; কিন্তু তোমাকে এক বিষয়ে শপথ করিতে হইবে।"

"কি বলুন।"

"আমাকে যখন মধ্যস্থ করিলে, তখন এই বিষয়ে আমার অনুমতি বা পরামর্শ ব্যতীত তুমি কোন কার্য্য করিও না, তাহাতে হিতে বিপরীত হইতে পারে।"

"শপথ করিতেছি, আপনার কথানুযায়ী কার্য্য করিব।"

"তাহা হইলে অদ্য বৈকালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পত্র আর টাকা দিও।"

জেম্‌স চলিয়া গেল, আমিও গৃহে ফিরিলাম। জেম্‌সের সহিত আলাপে জানিলাম যে, রোজ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। আর একটা এই সুবিধা হইল যে, আমি ষ্টিফেনের নিকটে রোজের নির্দ্দোষতা বিষয়ে দলীল-প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিব।

প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেইদিনেই ম্যাকেয়ারের বিচার আরম্ভ হইল—বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া স্থানীয় বিচারালয়ে তাহার বিচার হইতে পারে না। সেইদিনকার বিচারে কূট আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা এই বিষয় নির্ণীত হওয়াতে 'কোর্ট অব মার্শল' দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা স্থিরীকৃত হইল।

ষ্টিফেন ও রোজ আমার কথানুযায়ী কোর্টে গিয়াছিল। উভয়ের মুখ প্রফুল্ল ও আনন্দপূর্ণ দেখিলাম; বুঝিলাম, কুসুমে যে কীট ছিল, তাহা দূরে গিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যার সময়ে জেম্‌স এক হাজার টাকার নোট লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে নানা অছিলা দেখাইয়া দুই-একদিন অপেক্ষা করিতে বলিলাম।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ম্যাকেয়ারের আত্মকাহিনী।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

আজ 'কোর্ট অব মার্শল' বসিয়াছে—স্বয়ং জর্জ্জ হামিল্টন ইহার বিচারক। বিচারালয়ে লোকে পরিপূর্ণ। গর্ডন, রোজ, ষ্টিফেন সকলেই আসিয়াছেন। বারটার পর ম্যাকেয়ারের বিচার আরম্ভ হইল।

ম্যাকেয়ার শপথ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে বাচনিক এজেহার প্রদান করিল ;—

"আমার নাম রবার্ট ম্যাকেয়ার। ফরাসী দেশান্তর্গত ক্যানে নগরে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে আমার জন্ম হয়। পিতার নাম হেন্‌রী ফাউলার ম্যাকেয়ার। তিনি বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। মহাবীর নেপোলিয়ানের অধীনে তিনি মেজরের কাজ করিতেন। সম্রাট তাঁহার গুণের বড় পক্ষপাতী ছিলেন।

"আমাকে সুশিক্ষা প্রদান করা পিতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেইহেতু তিনি প্যারিসে আমাকে লইয়া গিয়া সেখানকার প্রধান বিদ্যালয়ে আমাকে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। ষোল বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমি বিদ্যাভ্যাস করি। মনোযোগের সহিত জ্ঞানচর্চ্চা করাতে অল্প সময়ের মধ্যেই আমি পাঁচটী প্রধান ভাষা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই। আমি পর বৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণপদক পারিতোষিক প্রাপ্ত হই।

"আমার পিতা প্রোটেষ্ট্যান্ট মতাবলম্বী; কিন্তু আমার রোমাণ ক্যাথলিক মতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইত। আমি নিজে সেই মতাবলম্বী ছিলাম। আমি শৈশবে ধর্ম্মভীরু ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলাম। প্রত্যহ ঈশ্বরারাধনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতাম না।

"সেই সময়ে বীরাগ্রগণ্য মার্শেল নের পরিবারের সহিত আমার পরিচয় হয়। নের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা এ্যানি অত্যন্ত রূপবতী ছিল। সমগ্র ফরাসী দেশে তখন তাহার ন্যায় গুণবতী রমণী আর দ্বিতীয় ছিল কি না সন্দেহ। এ্যানি ও আমাতে বিশেষ সদ্ভাব হয়। আমি তাহাকে সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসিতাম। সে আমাকে ভালবাসিত বটে, কিন্তু তাহা অন্যরূপ। তখন তাহা আমি ভালরূপে বুঝিতে পারি নাই।

"এই সময়ে একটী ইংরাজ যুবকের সহিত আমার পরিচয় হয়। আমরা দুজনে সর্ব্বদা একস্থানে থাকিতাম, এক স্থানে ভ্রমণ করিতাম, এক স্থানে আহার করিতাম। ঐ যুবকের নাম আমি এই আদালতে প্রকাশ করিব না, কারণ আমি তাঁহার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাঁহার সংক্রান্ত কোন বিষয় কাহারও নিকটে কখন প্রকাশ করিব না।

"১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটারলু যুদ্ধের অবসানে, মার্শল নেকে বোরবোঁ রাজাজ্ঞায় রাজদ্রোহীরূপে হত্যা করা হয়। সেই সময়ে হইতে কাউণ্ট-মালী বার্থা মার্শল নের দুই কন্যার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। বার্থা মার্শল নের বন্ধু ছিলেন।

"বার্থার এক পুত্র—তাহার নাম জোসেফ। জোসেফ আমার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। তাহার পিতার একান্ত ইচ্ছা, এ্যানির সহিত তাহার বিবাহ দেন। জোসেফ ও এ্যানির মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল। বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল; কিন্তু এ্যানি তাহাতে অমত প্রকাশ করে। এ্যানি বলে, বিবাহ অতি গুরুতর বিষয়। বিশেষ চিন্তা না

করিয়া সে বিবাহ করিবে না। কাউণ্ট সে সময়ের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখিলেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা রহিল, এ্যানির সহিত জোসেফের বিবাহ দিবেনই। জোসেফেরও আন্তরিক ইচ্ছা ঐরূপ। সে সর্ব্বদা এ্যানির সহিত থাকিতে ভালবাসিত, এ্যানির সহিত আহার, ভ্রমণ, বাক্যালাপ, তাহার নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল।

"আমার বন্ধুর সহিত আমি এ্যানির পরিচয় করিয়া দিই। ক্রমশঃ এ্যানি ও আমার বন্ধুর মধ্যে প্রণয়ের বীজ রোপিত হয়। অল্পদিবস-পরে আমি বুঝিতে পারি যে, এ্যানি আমার বন্ধুকেই হৃদয় দান করিয়াছে। আমার মনে যুগপৎ ক্রোধ ও দ্বেষের উদ্রেক হইল। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ভাব ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল। উভয়েই তাহা বুঝিলাম।

"জোসেফও বুঝিল, তাহার কপাল ভাঙিয়াছে। আমার বন্ধুই যে, তাহার প্রতিনিধি, সে তাহা বুঝিতে পারিল। আমার বন্ধুর উপরে আমার যত ক্রোধ, তত জোসেফের উপরে ছিল না; কারণ আমি জানিতাম, এ্যানি জোসেফকে বিবাহ করিবে না। আমি উভয়কে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। আমার মনে হঠাৎ কেন যে এমন ভাবান্তর হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

"জোসেফ তাহার পিতার দ্বারা আমাদের উভয়কে এ্যানির সহিত সাক্ষাৎ করা নিষেধ করাইল। ইহাতে আমার বন্ধুর হৃদয়েও তীব্র আঘাত লাগিল। তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক; কিন্তু তাঁহারও বিপর্য্যয় ঘটিল। এই বন্ধু একদিন অন্ধকার রাত্রিতে জোসেফকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। আমারই সম্মুখে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। আমি ইচ্ছা করিলে তখনই পুলিসে আমার বন্ধুকে ধরাইয়া আমার পথ মুক্ত করিতে পারিতাম; কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

"জোসেফের খুন লইয়া ফরাসী দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। পুলিস-কমিশনার মহা ধূর্ত্ত ফুচী (Foucho) এই বিষয় অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন; আমার বন্ধু বিশেষ ভীত হন, তিনি ও এ্যানি ভারতে পলাইবার জন্য আয়োজন করেন। আমি তাঁহাকে হত্যা করিবার সুযোগ সর্ব্বদাই খুঁজিতাম। সে প্রণয়ীর সহিত পলাইবে—ইহা আমি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না। অতএব পলাইবার পূর্ব্বে ইহাকে হত্যা করিব—ইহাই স্থির করিলাম।

এই সময়ে গর্ডন আমাকে নিকটে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার শরীর ভাল বোধ হইতেছে না, আমার যদি এখানে থাকার কোন আবশ্যক না থাকে, তাহা হইলে আমি বাড়ী ফিরিতে পারি কি?"

আমি গর্ডনের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিত হইলাম—তাঁহার মুখের এরূপ পরিবর্ত্তন হইল কেন? সভয়ে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনার শরীর অসুস্থ বোধ হইয়া থাকে, আপনি বাড়ী চলিয়া যান—বোধ হয়, আজ আপনাকে কোন আবশ্যক হইবে না।"

সেই সময়ে ষ্টিফেনকে সঙ্গে লইয়া গর্ডন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার এরূপ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা আমি সহজে নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না। রোজ ও আমি আদালতে উপস্থিত রহিলাম।

ম্যাকেয়ার বলিতে লাগিল;—

"সঙ্কল্প করিলাম, আমার বন্ধুকে এবার যেখানে এ্যানির সহিত একত্রে দেখিব, সেইখানেই তাহাকে হত্যা করিব। মন দৃঢ় করিলাম—গুলিভরা পিস্তল সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিতাম। প্রায়ই সন্ধ্যার সময়ে, আমার বন্ধু অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া এ্যানির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

আমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে এ্যানির পার্শ্বস্থ বাগানে লুকাইয়া থাকিতাম। একদিন আমার সুযোগ আসিল—একজন কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিহিত লোক, এ্যানির ঘরে প্রবেশ করিল। আমি ভাবিলাম, এব্যক্তি আমারই বন্ধু। ধীরে ধীরে দরজার পার্শ্বে গিয়া, তাহার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িলাম। গুলি খাইয়া, সে ব্যক্তি চীৎকার করিয়া ভূমিতলে পতিত হইল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে সেস্থান হইতে পলাইলাম।

"আমি বাগানের বেড়া লাফাইয়া রাস্তায় পড়িলাম—সম্মুখে পুলিস-কমিশনার, ধূর্ত্ত ফুচি (Fouche) সেই রাস্তা দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, আমাকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ফুচি আমার পথ অবরোধ করিয়া বলিলেন, 'কে হে বাপু তুমি, এমন সোজা রাস্তা থাকিতে বেড়া লাফাইয়া কোথায় যাও ?'

"আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইলাম—হঠাৎ কি উত্তর দিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমি যে একজন দোষী, কোন অসৎকর্ম্ম করিয়া পলাইতেছি, তাহা পুলিস-কমিশনারের বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি অপেক্ষাকৃত কঠোর ও কর্কশস্বরে বলিলেন, 'উত্তর দিতেছ না কেন? অবশ্যই তুমি কোন অসৎকর্ম্ম করিয়া পলাইতেছ।' আমি বলিলাম, 'আপনি আমাকে আটক করিবেন না, বাড়ীতে রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে, আমি ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিতে যাইতেছি।'

"তিনি বলিলেন, 'তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না। এ-বাড়ী কাউণ্ট বার্থারের; তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি দেখিব, এ বাড়ীতে কে রোগী।'

"ঠিক এই সময়ে কাউণ্টের বাড়ীর ভিতর হইতে ক্রন্দনের রব শুনা গেল। গলার স্বরে বুঝিলাম, এ স্বর এ্যানির। প্রণয়ী মরিয়াছে, সেই

সুন্দ কায়া—মনে মনে বড় আনন্দ হইল; কিন্তু ফুচির কথা শুনিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল।

"অগত্যা পলায়ন ছাড়া আর কোন উপায় দেখিলাম না। আমি পলাইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে ফুচি আমার হাত ধরিলেন। এখন উপায়—তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল বাগাইয়া ধরিলাম। ফুচি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া দুই হাত দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন—আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম।

"পরদিন শুনিলাম—কাউণ্ট বার্থাকে কে হত্যা করিয়াছে, তবে কি বন্ধুভ্রমে আমিই কাউণ্টকে হত্যা করিয়াছি? বন্ধুর অন্বেষণে বাহির হইলাম—তিনি পূর্ব্ববৎ জীবিত!! রাগে, ক্ষোভে, অনুতাপে আমি মুহ্যমান হইয়া গেলাম—হায়! হায়! নির্দ্দোষকে কেন মারিলাম!

"চতুর ফুচি আমাকেই খুনী বলিয়া ঠিক করিলেন। আমাকে ধরিবার জন্য ডিটেক্‌টিভ সকল নিযুক্ত হইল। প্রথমে পিত্রালয়ে কিছু দিবস লুকাইয়া রহিলাম—তৎপরে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। প্যারিসে শুনিলাম—আমার ন্যায় আমার বন্ধুকেও ধরিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে।

"একমাস পরে বেচফোর্ট সহরে আমি ধৃত হইলাম—পর দিবস শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া প্যারিসে আনীত হইলাম। তখন পিতার নিকটে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম এবং আমাকে যেরূপে হউক, ফাঁসীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

"প্যারিসে আসিয়া শুনিলাম, আমার বন্ধু এ্যানিকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম—যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া উভয়কেই হত্যা করিব। চন্দ্র সূর্য্য স্থানচ্যুত হইলেও আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।

"পিতার অনেক চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে আমার ফাঁসী হইল না বটে, কিন্তু বিশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইল। বলা বাহুল্য, বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছিল যে, আমি কাউণ্ট বার্থাকে হত্যা করিয়াছি—এ্যানিকে বিবাহ করিবার জন্য।

"এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়াই বৃদ্ধাবস্থায় পিতা ভীষণ পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। অতি অল্প দিবসের মধ্যে ঐ পীড়ায় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বেই কারাগার হইতে আমি পলাইলাম।

"চতুর্দ্দিকে আমার অনুসন্ধান হইতে লাগিল; কিন্তু কেহই আমাকে ধরিতে সক্ষম হইল না। সেই অবধি আমি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলাম—সুধু জীবিকা উপার্জ্জনের জন্যই।

"কালে আমি ফরাসী রাজ্যে একজন প্রসিদ্ধ দস্যু হইয়া উঠিলাম। একসহস্র বলিষ্ঠ ও সুদক্ষ লোক আমার দলবদ্ধ হইল। ক্রমে আমি এত পরাক্রমশালী হইয়া পড়িলাম যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত আমার ভয়ে ভীত হইলেন। আমাকে ধরিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন—নানা উপায়ের উদ্ভাবন হইতে লাগিল; কিন্তু কোনটাই কৃতকার্য্য হইল না, এবং আমিও ধৃত হইলাম না।

"এইরূপে প্রায় এক বৎসরকাল কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে কেহ আমাকে ধরিতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৫০ খৃঃ জানুয়ারী মাসে আমি ক্যানের ডাকঘর লুঠ করি, অনেক টাকা ও নোটের সহিত কয়েকখানা চিঠী আমার হস্তগত হয়। কৌতূহল বশতঃ আমি পত্রগুলি একে একে খুলিয়া পাঠ করিতেছিলাম, এমন সময়ে একখানি পত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হয়। উহা প্যারিসস্থ আমার বন্ধুর হস্তাক্ষর। ভারতবর্ষের এক সহর হইতে তিনি বিলাতস্থ তাঁহার আত্মীয়গণকে ঐ

পত্র লিখিতেছেন। পত্র দেখিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আনন্দ হইবারই কথা—ভাবিলাম, এত দিনের পর আমার সেই পরম শত্রুর সন্ধান পাইয়াছি।

এই সময়ে সরকারী ব্যারিষ্টার মিঃ এ্যানাষ্টি, জজ হামিণ্টন সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আসামী বাজে কথার অবতারণা করিয়া আদালতের বৃথা সময় নষ্ট করিতেছে, আমরা তাহার অদ্ভুত জীবনের বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর ইতিহাস শুনিতে এখানে সমবেত হই নাই। যে সকল হত্যাকাণ্ড বা রাজদ্রোহসূচক ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহাকে বিচারাধীনে আনা হইয়াছে, কেবল সেই সকল ঘটনা আসামী যদি স্বীকার করে ত করুক, নচেৎ আমরা তাহা সাক্ষীর দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া মোকদ্দমা শেষ করিব।"

ম্যাকেয়ার বলিল, "মহাশয়! ক্ষমা করিবেন—যখন আমি নিজেই সব স্বীকার করিতেছি, তখন সাক্ষী-সাবুদের আর কোন আবশ্যকতাই নাই। আজীবন আমি যত পাপ করিয়াছি, সে সকল বোঝা নামাইবার একটু অবসর আমাকে দিন—জগৎ জানুক, মানুষের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়। আর এক কথা—আজ আমি ফরাসী দেশে নহি, সেখানে যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহাও আপনারা লিপিবদ্ধ করুন এবং তাহা ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরণ করুন।"

জজ হামিণ্টন বলিলেন, "মিঃ এ্যানাষ্টি! আসামীকে বাধা দিবেন না—সে যাহা বলিবে, সকলই আদালতকে শুনিতে হইবে—বর্ত্তমান মোকদ্দমার সহিত এই সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আর আমার বিশ্বাস, আসামীর নিজ জীবনের যে সকল ঘটনা বিবৃত করিতেছে, তাহা সকলই সত্য। এরূপস্থলে অন্য সাক্ষীর বোধ হয়, আর আবশ্যক হইবে না।"

অতঃপর আদালত সেদিনকার মত বন্ধ হইল। ম্যাকেয়ার ও আব্দুল শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া জেলে নীত হইল।

আমি গৃহে ফিরিতেছি, রাস্তায় সার্জ্জন ষ্টিফেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার বিষণ্ণ ও ম্লান মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাকে সম্বোধন করিয়া ষ্টিফেন বলিলেন, "আপনার সহিত কোন আবশ্যকীয় কথার জন্য আপনার বাড়ীতেই যাইতেছিলাম।"

"কি কথা আছে, জিজ্ঞাসা করুন।"

"আপনার কথায় আমি রোজের চরিত্রের উপরে পুনরায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম——"

"যাহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, যাহার হৃদয় স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, তাহার উপরে বিশ্বাসস্থাপন কি লোকের কথার সাপেক্ষ?"

"রোজের চরিত্র সম্বন্ধে যে সন্দেহ আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা এখনও আমার মন হইতে অপসারিত হয় নাই। আপনি বলিয়াছেন যে, প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইবেন, জেম্‌সের প্রতি রোজ কখনই আসক্তা নহে।"

"হাঁ, এ কথা আমি বলিয়াছিলাম বটে, এবং অকাট্যরূপে সপ্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি।"

"আপনি কিরূপে ইহার অকাট্য প্রমাণ দিবেন?"

"জেম্‌সের মুখ দিয়া আমি আপনাকে শুনাইব যে, সরলা বালিকা রোজ কখনও অসৎপথাবলম্বন করিতে অভিলাষিণী নহে, পাপাত্মা জেম্‌সই তাহাকে সর্ব্বদা সেই পথের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।"

"বোধ হয়, তাহা আপনি পারিবেন না।"

"খুব পারিব—আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। রোজ ফোনির্দ্দোষ, সে যে কায়মনোবাক্যে আপনার প্রতি অনুরক্ত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।"

"আজ জেমসের সঙ্গে আপনার কি কথা হইতেছিল ?"

"কোথায় ?"

"গর্ড্ডনের বাড়ীর সম্মুখে ।"

"ওঃ ! সে কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই । পরে এ সকল বিষয় জানিতে পারিবেন ।"

বিরসবদনে, অবনতমুখে ষ্টিফেন চলিয়া গেলেন । হায় ! সন্দেহ-কীট যে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে সুখের ও শান্তির আশা এককালে নির্ব্বাপিত হইয়াছে ।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচারের দ্বিতীয় দিন।

(সরদার রামপাল সিংহের কথা।)

আজও কোর্ট মার্শলে লোকে লোকারণ্য, অধিকাংশই গণ্যমান্য সাহেব। সকলেই বিখ্যাত ফরাসী দস্যু ম্যাকেয়ার ও আমাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণও উপস্থিত ছিলেন। আজ একজন পরিচারিকার সহিত কেবল রোজ আদালতে উপস্থিত ছিল। গর্ডন বা ষ্টিফেন কেহই আসেন নাই।

বেলা বারটার পর ম্যাকেয়ার লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও সশস্ত্র প্রহরিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আদালতে উপস্থিত হইল। দর্শকগণ একজন বিখ্যাত দস্যুর অনুতপ্ত হৃদয়ের আত্মকাহিনী শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইল।

ম্যাকেয়ার বলিতে আরম্ভ করিল, "কয়েক মাস পরেই আমি আমার দলস্থ কয়েকজন লোকের ষড়যন্ত্রে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলাম। যাহারা আমাকে ধরাইয়া দিল, তাহারা চতুর পুলিস-কমিশনার ফুচির লোক। আমার দলে ইহারা অনেক দিবস হইতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইঁহাদের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর রাখা সত্ত্বেও ইহাদিগের দ্বারা আমি প্রতারিত হইয়াছিলাম। এবার বিচার হইবার পূর্ব্বেই আমি আমার দলস্থ লোকের সাহায্যে টুলো জেল হইতে পলায়ন করি।

তৎপরে আমার পক্ষে ফরাসী দেশ নিরাপদ নহে দেখিয়া ভারতে আগমন করি। ফরাসীদেশে আমি দুইশত পঁচাত্তর জন লোককে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছি—ইহাদের মধ্যে পঞ্চাশ জন স্ত্রীলোক, পঁয়ত্রিশ জন বালক, পঁচিশজন বালিকা আর সকলেই পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই গণ্যমান্য ও ভদ্রলোক ছিলেন। ইহাদের নাম ও কোন্ দিবস, কোন্ সনে, কোন্ স্থানে কাহাকে হত্যা করিয়াছি, সকলই আমি লিখিয়া আদালতে দাখিল করিতেছি।"

এই বলিয়া রবার্ট ম্যাকেঞ্জার একটা লিখিত কাগজে স্বনাম স্বাক্ষর করিয়া জজের নিকটে দাখিল করিল। তৎপরে সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল;—

"ভারতে আসিয়া আমি আমার বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম কি না; সে কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে গর্ডন-পরিবারসংশ্লিষ্ট কথা ও নানা সাহেবের যে সকল কার্য্য সংঘটন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি—ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহের প্রধান নেতা আমি। আমি অনেক হিন্দু রাজাকে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিয়াছিলাম। আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে, যদি কোন উপায়ে আমি ভারতে ফরাসী রাজত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে ফরাসী-গবর্ণমেণ্ট আমাকে পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপের দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে পারে। দস্যু-জীবন অতিবাহিত করা আর আমার ইচ্ছা ছিল না—জীবনের শেষ দিন কয়েকটা শান্তিতে কাটাইতে পারি—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম —তবে বন্ধুর উপর প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তিটা আমার মনে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল।

"দুই-একজন মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত আমাকে বিশেষ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। নানা ধুন্ধুপান্থ ও তান্তিয়া টোপী তাহাদিগের মধ্যে

অন্যতম। এই সময়ে নানার সঙ্গে মিলিত হইয়া বিদ্রোহানল জ্বালাইবার জন্য আমি কানপুরে আসি। সেখানে গর্ডনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাহাকে তাহার কনিষ্ঠ কন্যা হেলেনার সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করি। গর্ডন তাহাতে অসম্মত হন—আমি ইহার প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়পরিকর হয়। হেলেনা আপনার পুত্র হেন্‌রীর সহিত প্রণয়াবদ্ধ ছিল—আমি দেখিলাম, এখানে হেন্‌রীই আমার সুখপথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অতএব তাহাকে কোনমতে এ পথ হইতে অপসারিত করিতে হইবে।

"একটা জাল পত্র তৈয়ারী করিলাম, তাহাতে হেলেনার হস্তাক্ষরে লিখিত হইল—'প্রিয় হেন্‌রী! পিতার ইচ্ছা আমি আর একজনকে বিবাহ করি। পিতার আজ্ঞা অবহেলা করা আমার সাধ্য নহে। আমাদের মধ্যে পূর্ব্বস্মৃতি সকল বিস্মৃত হও। আমার সহিত তোমার আর সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নহে। অতএব তুমি আমার সহিত দেখাশুনা একেবারে বন্ধ করিবে।

হেলেনা।'

"যে দিবস হেন্‌রী এই পত্র পায়, তাহার একদিন পরে সে আত্মহত্যা করে। এদিকে হেলেনা আমার কথায় সম্মত না হওয়ায় আমি তাহাকে সেই রাত্রে হত্যা করিলাম। হত্যা করিবার সময়ে সরলা হেলেনা সজলনয়নে আমাকে বলিয়াছিল, 'আমাকে মারিও না।' সে করুণ কথা আমার হৃদয়ে এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই——

ঠিক এই সময়ে একখানা টেলিগ্রাম আসিয়া জজ হ্যামিণ্টনের নিকটে পৌঁছিল। হ্যামিণ্টন সাহেব আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "লর্ড ক্যানিংএর নিকট হইতে এই সংবাদ আসিয়াছে।"

এই বলিয়া তিনি টেলিগ্রামটা আমার হাতে প্রদান করিলেন। তাহাতে লেখা রহিয়াছে ;—

"ফরাসী-গবর্ণমেণ্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, আমাদিগের সহিত তাহাদের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার সর্ত্তানুযায়ী ম্যাকেয়ারের বিচার করিতে আমরা অক্ষম। রবার্ট ম্যাকেয়ারকে উপযুক্ত প্রহরীর সহিত সরদার রামপালের জিম্মায় চন্দননগরে পাঠাইয়া দিবেন। সেইখানে উঁহার বিচার হইবে। সেই বিচারালয়ে আমাদের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবে। মিঃ গর্ডনের কন্যাকে হত্যা করা সম্বন্ধে সাক্ষী-গণকে এই সঙ্গে সরদার রামপালকে আনিতে বলিবেন।"

অতঃপর ম্যাকেয়ারের বিচার বন্ধ হইল।

সেই রাত্রিই রবার্ট ম্যাকেয়ারকে সঙ্গে করিয়া আমি চন্দননগরে রওনা হই। ম্যাকেয়ারের বিচারের পর আব্দুলের বিচার আরম্ভ হইবার কথা। অতএব আবদুল হাজতে রহিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের পরিণাম।

(রোজের ডায়েরী হইতে অনুবাদিত।)

মানবের ভাগ্যে যাহা লেখা আছে, তাহা ঘটিবেই—মানবের ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ শক্তির সাধ্য কি যে, ভবিতব্যের গতি প্রতিরোধ করে। আমার ভাগ্যে সুখ নাই—বিধাতার ইচ্ছা নহে যে, আমি জীবনে কখনও সুখী হই। আমার সাধ্য কি যে, ইহার প্রতিকূলে যাই। ভাগ্য-দোষেই সংসারের এত যাতনা, এত কষ্ট অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলাম।

সরদার রামপাল চন্দননগরে যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন যে, জেম্স, ষ্টিফেনকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছে, অতএব তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য আমাকে বলিয়া গেলেন। এবং তাঁহার সহচর লছমনপ্রসাদকে আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে বলিয়া গেলেন। রামপাল সিংহের কথা শুনিয়া আমার মনে বড় ভয় হইল।

ষ্টিফেন যে হৃদয়ের সহিত আমাকে ক্ষমা করেন নাই, তাহা আমি তাঁহার কার্য্যকলাপে বেশ বুঝিয়াছিলাম—আমার প্রতি তাঁহার ভয়ানক অবিশ্বাস হইয়াছে—কিসে সে অবিশ্বাস বিদূরিত হইবে, আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র আমি সেই চিন্তায় মগ্ন থাকিতাম। হায়! কি করিয়া আমি তাঁহাকে আমার হৃদয়ের ভাব দেখাইব? এ হৃদয় যদি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন—তাঁহার কতদূর ভ্রম! কিন্তু বিধাতা তাহা আমার ভাগ্যে লেখেন নাই।

ভীত ও ত্রস্ত হৃদয়ে আমি ষ্টিফেনের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ষ্টিফেন ঘরের এক নিভৃত কোণে চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিলেন—আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। পশ্চাদ্দিক্ হইতে দেখিলাম, তাঁহার হাতে একখানি আলেখ্য। সেটি কাহার তাহা লিখিতে এখন আমার সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইতেছে। এত অবিশ্বাস, এত সন্দেহের মধ্যেও ভালবাসার স্রোত শুষ্ক হয় নাই। সেটি আমারই প্রতিমূর্ত্তি।

সে সময়ে ষ্টিফেনের সহিত কথা কহিতে সাহস হইল না—পাছে তিনি লজ্জিত হয়েন। নিঃশব্দে ধীরপাদবিক্ষেপে আমি সে স্থান হইতে ফিরিলাম। সমস্ত দিবস আর তাঁহার গৃহে গেলাম না।

সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কোথায় যাইতেছেন ?"

"বেড়াইতে যাইতেছি।"

"দাসীর একটি অনুরোধ রাখিবেন কি ?"

"কি অনুরোধ ?"

"একটু সাবধানে থাকিবেন।"

"কেন ?"

"কোন দুষ্ট ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হইয়া আপনার জীবন লইবার জন্য সচেষ্ট আছে।"

"কে সে ব্যক্তি ? কেনই বা সে আমার জীবন লইতে ইচ্ছুক ?"

আমি সভয়ে, কম্পিত হৃদয়ে বলিলাম,"সে দুরাচার আমার খুড়্তুতো ভাই জেম্‌স।"

ষ্টিফেন ম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "কেন সে আমার জীবন লইবে —আমি ত তাহার সুখের পথে কণ্টক হইতে চাহি না।"

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ষ্টিফেন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। আমার কথা তিনি শুনিলেন না। দুঃখে আমার হৃদয় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তাঁহার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলাম। এমন সময়ে আমার পরিচারিকা আসিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রে লেখা রহিয়াছে ;—

"প্রিয় রোজ!

তোমার সহিত আমার দুই-একটী কথা আছে। পার্কে তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি, শীঘ্র এস।

তোমার—

মিস হ্যামিল্টন।"

আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই পার্ক। সেই স্থানেই প্রায়ই সন্ধ্যার সময় কুমারী হামিল্টনের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তাদি হইত। সে আমার বাল্য-সহচরী ছিল। পত্র পাইয়া আমার মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইল না। আমি একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়া পার্কে যাইবার জন্য বাহির হইলাম।

পথেই ষ্টিফেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

পার্কে আসিলাম, তখন প্রায় রাত্রি হইয়া আসিয়াছে। যে কুঞ্জবনের নিকটে আমার সহিত কুমারী হামিল্টনের সাক্ষাৎ হইত, সেইখানে আমি গেলাম। দূর হইতে দেখিলাম, একজন লোক সেইদিকে আসিতেছে।

যে আসিল, সে জেম্‌স। তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি তখনই বুঝিতে পারিলাম, সে পত্র জর্জ্জ হামিল্টনের কন্যার নহে, উহা জেমসেরই ষড়যন্ত্র। আমি তাহাকে

কোন কথা না বলিয়া গৃহে যাইবার জন্য ফিরিলাম। জেম্‌স্‌ তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখে আসিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।

আমি ক্রোধে ও ঘৃণায় মর্ম্মাহত হইয়া তাহাকে বলিলাম, "দুরাত্মন্! পথ ছাড়িয়া দাও।"

সে আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "রোজ! রোজ! আমার একটা কথা শুন—আমি তোমার রূপে পাগল। তোমাকে পাইবার জন্য আমি কিনা করিতেছি। একটিবার বল, তুমি আমায় ভালবাসিবে কি না।"

"তোমাকে জীবন থাকিতে আমি ভালবাসিতে পারিব না।"

"না, রোজ! অত কঠিন হইও না, এ অভাগার প্রতি দয়া কর। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ, মতিভ্রষ্ট—উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছি। আমি ধন, জন, সম্পদ, স্বজাতি সমস্ত ত্যাগ করিয়া তস্করের ন্যায় রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবার ভয়ে পলাইয়া বেড়াইতেছি।"

আমি তার কথায় আর উত্তর করিলাম না। অন্যদিকে ফিরিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম।

জেম্‌স্‌ তখন আমার পশ্চাদ্দিক্ হইতে কঠোরস্বরে আমার হৃদয় কম্পিত করিয়া বলিল, "আচ্ছা যাও, কিন্তু অচিরে তোমাকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।"

আমি কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে এক গাছের আড়াল হইতে ষ্টিফেন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাঁহার এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমি ভীত হইলাম, আমিও ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম।

তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কোথায় গিয়াছিলে—অভিসারে?"

তাঁহার কথা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম—আমার হৃদয়ে শতবৃশ্চিক দংশনের ন্যায় জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলাম। নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল—আমি সকল দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলাম। আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া তিনি দ্রুতপদে একদিকে চলিয়া গেলেন।

ভগ্নহৃদয়ে, জগতের অন্তরালে, সংসারের অসাক্ষাতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আমি গৃহে ফিরিলাম।

* * *

ষ্টিফেনের সহিত অভাগিনী রোজের আর সাক্ষাৎ হইল না—অল্প দিন পরে সংবাদপত্রে দৃষ্ট হইল। বিগ্রেড সার্জ্জন ষ্টিফেন ভারতের কর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

চন্দননগরে ফরাসী আদালতে প্রসিদ্ধ দস্যু রবার্ট ম্যাকেয়ারের বিচার হয়। বিচারে সমস্ত দোষই সে নিজ মুখে স্বীকার করে। গর্ডন ও রোজের বিশেষ অনুরোধ ও সরদার রামপাল সিংহের চেষ্টায় ফাঁসীর পরিবর্ত্তে তাহার চিরনির্ব্বাসন দণ্ড হয়। চিরবন্দী হইয়া রবার্ট ম্যাকেয়ার প্রসিদ্ধ সেণ্টহেলেনা দ্বীপে প্রেরিত হয়। সেখানে ম্যাকেয়ার আর ত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিল—সেখানে তাহার জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন হয়। ম্যাকেয়ার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহার নাম ফাঁদার এডমণ্ড হয়। শেষ জীবনে সে সেণ্টহেলেনার প্রধান গির্জ্জার পুরহিতের পদপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সকলে তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তাহার রচিত কয়েকটী ধর্ম্মপুস্তক এখনও সেখানে প্রচলিত আছে, এবং সেই সকল পুস্তক প্রধান প্রধান ধর্ম্মালয়ে বিশেষ সমাদর ও ভক্তির সহিত এখনও পঠিত হইয়া থাকে।

কানপুরে আবদুল্লের বিচার হয়। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। তাহার দলস্থ আর কয়েকজনের যথাযথ দণ্ডবিধান হয়। জেম্‌স বিদ্রোহী দলভুক্ত হইয়াছিল, সেইজন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধরিবার জন্য সুযোগ্য ডিটেক্‌টিভ সকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু সে যে কোথায় পলায়ন করিয়াছিল, তাহার কেহই সন্ধান পাইল না।

গর্ডন তাঁহার কারবারের ভার উপযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা রোজের সহিত লণ্ডনযাত্রা করিলেন। রোজ তাহার অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মাচরণে ও আতুর সেবায় অতিবাহিত

করিয়াছিল। ষ্টিফেন তাহাকে কখনও ক্ষমা করিয়াছিলেন কিনা, সে সংবাদ আমরা পাই নাই।

অনেক নানা ধরা পড়িয়া ফাঁসী-কাঠে ঝুলিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত নানা ধুন্ধুপান্থ ও জগদীশপুরের রাজা কুমারসিংহের ভ্রাতা ওমের সিংহ উভয়ে নেপালে পলায়ন করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁতিয়া টোপীর শেষ জীবন ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের অজানিত নাই, অতএব তাহা এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

সরদার রামপাল সিং ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট হইতে বিস্তর জায়গীর ও নানা সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লছমনপ্রসাদ পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্টের অধীনে ডিটেক্‌টিভ বিভাগে সর্ব্ব-প্রধান পদ প্রাপ্ত হন।

পাঠক ও পাঠিকাগণ আমরা শোণিত-তর্পণ এইখানেই শেষ করিলাম, অতএব বিদায়।

সমাপ্ত।